অংশীদারিত্বে

BRITISH COUNCIL

FASHION REVOLUTION INDIA

গবেষণা

জলবায়ু সঙ্কটের সময়ে কারুশিল্প

কারুশিল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা: ভারতে টেকসই ফ্যাশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ

স্টেকহোল্ডারদের মতামতের প্রতিবেদন

অক্টোবর **2023**

লেখিকা
শ্রুতি সিং

গবেষণা দল
আস্থা জৈন
আমাল আহামেদ
ভাভিয়া গোয়েঙ্কা
দিমিক্সা পাঞ্চাল
খুশি সেহ্‌গল
নিবেদিতা পদ্মনাভন

প্রকল্প দল
আঁচল সোধানি
অদিতি হোলানি
ভাভিয়া গোয়েঙ্কা
ডেলফিন পলিক
দেভিকা পুরন্দরে
শ্রুতি সিং

ডিজাইন দল
মকরন্দ রানে
পরেশ পাটিল

প্রকাশনা করেছে
ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

উদ্ধৃতি
প্রতিবেদন: দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া। (2023)। 'জলবায়ু সঙ্কটের সময়ে কারুশিল্প: কারুশিল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা: ভারতে টেকসই ফ্যাশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ'

প্রচ্ছদের ছবি: ইরো ইরো

“কারুশিল্পীদের, উৎপাদন ও ভোগের সম্পর্ক পালটে দেওয়া, জলবায়ু সঙ্কটের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জবাব তৈরি করার এবং আরো বেশি খোলামেলা ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ তৈরিতে অবদান রাখার ক্ষমতা রয়েছে।”

-ক্যরি সোমার্স, সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ফ্যাশন রেভলিউশন

ছবি: ডেলফিন পলিক

অংশীদারেরা

ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্বন্ধে

ব্রিটিশ কাউন্সিল হলো সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও শিক্ষামূলক সুযোগের জন্য যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক সংস্থা। যুক্তরাজ্যের ও সারা পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সংযোগ, বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস তৈরি করে আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধি সমর্থন করি। শিল্প ও সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ইংরাজি ভাষা নিয়ে আমাদের কাজের মাধ্যমে আমরা এটি করি। আমরা 200টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলের লোকজনদের সাথে কাজ করি এবং 100টিরও বেশি দেশে আমরা সেখানে থেকে কাজ করি। 2022-23 সালে আমরা 60 কোটি মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি।

www.britishcouncil.in

ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া সম্বন্ধে

ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া একটি অ-লাভজনক সংস্থা যা পরিষ্কার, নিরাপদ, ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য নিষ্ঠাভরে কাজ করছে। 75টি দেশ জুড়ে হওয়া বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন রেভলিউশন আন্দোলনের অংশ হিসাবে ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া এমন একটি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির স্বপ্ন দেখে যা লোকজনের ভালো থাকাকে মূল্য দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারকে বৃদ্ধি ও মুনাফার থেকে বেশি প্রাধান্য দেয়। 2013 সালের রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাশন রেভলিউশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে তা পৃথিবীর সবথেকে বড় ফ্যাশন অ্যাকটিভিজম আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যা নাগরিক, এই শিল্পের স্টেকহোল্ডার ও নীতিনির্ধারকদের একজায়গায় নিয়ে আসে। আমাদের সংস্থা শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে পরিবর্তন নিয়ে আসে।

www.fashionrevolution.org

ছবি: শ্রুতি সিং

ক্রাফটিং ফিউচার সম্বন্ধে

ভারতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ক্রাফটিং ফিউচার কর্মসূচি ভারতীয় ও যুক্তরাজ্যীয় অংশীদারদের একজায়গায় নিয়ে আসে, যাতে কারুশিল্পের নতুন ভবিষ্যত অন্বেষণ করার প্রকল্পে একসাথে কাজ করা যায়। 2019 সাল থেকে ক্রাফটিং ফিউচার এই দুটি দেশের শিল্প ও শিক্ষাজগতে নয়টি এমন যুগান্তকারী সহপ্রকল্পকে সমর্থন করেছে যা কারিগর সংক্রান্ত অর্থনীতির বিভিন্ন সম্ভাব্য দিক খুঁজে দেখেছে। 2022/23 সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়ার সাথে একসাথে ক্রাফটিং কানেকশন চালু করে – যা হলো কারুশিল্পের ভ্যালু চেইন জুড়ে থাকা স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শের সারি, যার সাহায্যে কারুশিল্প, জলবায়ু সঙ্কট এবং জলবায়ুর জন্য ইতিবাচক ফ্যাশন ও টেক্সটাইল শিল্পকে অনুপ্রাণিত করার সম্ভাবনার মধ্যে যোগসূত্রের ওপরে আলোকপাত করা সম্ভব হয়।

কারুশিল্প ক্ষেত্রের ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অকল্পনীয়। ভারতের সমৃদ্ধিশালী বয়নশিল্প ক্ষেত্রগুলি প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত, সে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাত, তামিলনাড়ু, কেরালা বা ওন্য যেখানেই হোক না কেন, এবং মূলত গত দশকে বহুবার বন্যা ও সাইক্লোনের সম্মুখীন হয়ে গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলা জলবায়ু পরিবর্তনের ভয় - অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিঝড় ও তাপপ্রবাহ এই সবকটিই বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং তন্তু থেকে প্রাকবয়ন কার্যকলাপ অবধি সমগ্র সরবরাহ প্রবাহকেই প্রভাবিত করে। এই প্রভাব এতটাই, যে সঠিকভাবে হস্তক্ষেপ না করা হলে অনেকগুলি প্রথাই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

-আলপি বয়লা, ডিরেক্টর, সেভ দ্য লুম

ছবি: ডেলফিন পলিক

সূচিপত্র

সূচিপত্র
স্বীকৃতি 08
মুখবন্ধ 09
I. ভূমিকা 12
01. কারুশিল্প ও জলবায়ু সঙ্কটের সম্পর্ক বোঝা 12
02. গবেষণার উদ্দেশ্য 13
03. জলবায়ু সঙ্কটের সময়ে আমাদের কারুশিল্প অন্বেষণের সফর 14
II. মূল আবিষ্কারগুলি: কারুশিল্প, জলবায়ু সঙ্কট এবং টেকসই ফ্যাশন 18
04. কারুশিল্প ও ফ্যাশনের পরস্পরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি 18
05. কারুশিল্পের ভিত্তি: দেশজ জ্ঞান ও সহজাত টেকসইতা 23
06. কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্র এবং দেশজ সম্প্রদায়গুলির ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব 25
07. টেকসই ফ্যাশনের ক্ষেত্রে কারুশিল্পের অনুঘটক হিসাবে কাজ করা 27
III. টেকসই ফ্যাশনের দিকে এগোনোর রাস্তাগুলি: প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা এবং পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা 35
08. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন 36
09. প্রথাগত উপকরণ এবং উদ্ভাবন 40
10. গবেষণা 44
11. কারুশিল্পের সাথে যুক্ত মানুষজন এবং কারুশিল্প চালিত উদ্যোগগুলির জন্য বাস্তুতন্ত্র 46
12. প্রচার ও নীতি 49
13. উন্নয়ন তহবিল ও বিনিয়োগ 52
IV. সুপারিশ 58
14. স্টেকহোল্ডারদের আকাঙ্ক্ষা: একসাথে ভবিষ্যত গড়ে তোলা 58
15. গড়ে তোলা বিপ্লব: পরিবর্তন অর্জনের পরিকল্পনা 59
IV. উপসংহার 61
V. সংযোজন
16. স্টেকহোল্ডার ও অংশগ্রহণকারীরা 62
17. পরিভাষাকোষ 66
18. সূত্র 67
19. গোলটেবিল কথোপকথন 69

স্বীকৃতি

এই 'জলবায়ু সঙ্কটের সময়ে কারুশিল্প' প্রতিবেদনটি তৈরি করার সফরের দিকে ঘুরে তাকাতে গিয়ে আমাদের মন অসীম কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছে। এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো পাঁচটি শহরে গোলটেবিল কথোপকথন নথিবদ্ধ করার মাধ্যমে ভারতের টেকসই ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির প্রসঙ্গে কারুশিল্প ও জলবায়ু সঙ্কটের মধ্যের জটিল সম্পর্কটিকে সবার সামনে তুলে ধরা। সহযোগিতা ও মৈত্রীর ভিত্তিতে করা এই অন্বেষণ সমৃদ্ধ হয়েছে নানাজনের মূল্যবান অবদানে।

আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই ব্রিটিশ কাউন্সিল দলটিকে। আমাদের লক্ষ্য এবং এই প্রতিবেদনটিকে জীবন দান করার ক্ষমতার বিষয়ে জনাথন কেনেডি ও দেভিকা পুরন্দরের আস্থা আমাদের প্রবল উৎসাহ জুগিয়েছে। ডেলফিন পলিক ও আঁচল সোধানির মূল্যবান পরামর্শ আমাদের এই অসাধারণ প্রকল্পটিকে অনায়াসে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমাদের এই প্রকল্পের সাফল্যের পেছনে অন্যতম অবদান ছিল অ্যালিসনের অবিচল সহায়তা।

আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কথোপকথনগুলির আয়োজন করা ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া দলের একনিষ্ঠ প্রকল্প সদস্যদের, এবং তাদের গবেষবণা দলকে যারা এই প্রকল্পকে সফল করে তোলার জন্য বহু বহু ঘণ্টা ধরে কাজ করেছেন – আস্থা জৈন, আমাল আহামেদ, ভাভিয়া গোয়েঙ্কা, দিমিক্সা পাঞ্চাল, খুশি সেহ্‌গল, নিবেদিতা পদ্মনাভন। এই প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে তাদের অবদান ভিত্তির কাজ করেছে। প্রতিবেদনটিকে তাদের দক্ষ ডিজাইনের কাজ দিয়ে সাজানোত্র জন্য মকরন্দ রানে ও পরেশ পাটিলকে এবং অবিচলিত সমর্থনের জন্য সুকি দুসাঞ্জকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর, সকল অংশদাতা, অবদানকারীদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, তারা উদারভাবে তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন, তাদের স্টুডিওতে গিয়ে সবকিছু দেখার বন্দোবস্ত করেছেন এবং এই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর গভীরতার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল ডঃ তুলিকা গুপ্তা (ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অ ফক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন), হিমাংশু শন (11.11), পবিত্রা মুদ্দায়া (ভিমোর মিউজিয়াম অফ লিভিং টেক্সটাইলস), ব্রিজেট সিং, পদ্মিনী গোবিন্দ (তরঙ্গিনী স্টুডীওস), মহম্মদ সাকিব (রংরেজ ক্রিয়েশন), শারদা গৌতম ও পারভেজ আলম (টাটা ট্রাস্টস), অনুরাধা সিং (নিলা হাউজ), আলয় বারাহ্, চিত্রবান শর্মা, অসূজ্যা সাইকিয়া, শিবানী গোস্বামী, পূজা দাস (ICCo ইন্ডিয়া), বাঘারা ট্র্যাডিশনাল ড্রেস মেকিং ক্লাস্টার, হাওলি সেরিকালচার ফার্ম দল এবং আনোখি মিউজিয়ামের কিউরেটরদের প্রতি। সকল কারুশিল্পী, যারা তাদের বাড়ির দরজা ও মন আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন – কবিতা-দি, রেণুকা-দি, প্রতিভা-দি, দীপমণি মেধি, বর্ণালী ডেকা, পূরবী বরোদলোই, দীপালী সেনাপতি ও সেওয়ালি বরোদলোই – সবাইকে তাদের উষ্ণতা ও আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের এই গোলটেবিল ও সাক্ষাতকারে অংশগ্রহণ করা সকল স্টেকহোল্ডার, চেঞ্জমেকার, স্বপ্নদর্শী ও উদ্ভাবকদের কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের অমূল্য মতামত আমাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। এই ক্ষেত্রটিকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে তাদের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও নিষ্ঠা আমাদের অবিরাম অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেছে। পিয়ার রিভিউ ও গঠনমূলক সমালোচনার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাই ক্রিয়েটিভ ডিগনিটি দল ও ডঃ রোজি হর্নবাকলকে।

আমাদের আশা ও স্বপ্ন এই যে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত কথোপকথনগুলি একটি অনুঘটকের কাজ করবে, যার থেকে জন্ম নেবে অর্থপূর্ণ আলোচনা এবং কাজের জায়গায় এর শক্তিশালী প্রভাব পড়বে। এই মিলিত প্রচেষ্টা ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং তার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।

শ্রুতি সিং, কান্ট্রি হেড
ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

ছবি: ডেলফিন পলিক

মুখবন্ধ

ব্রিটিশ কাউন্সিলের থেকে

এই বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে আমরা এক ঐতিহাসিক চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছি। সম্মুখীন হওয়া নানা সমস্যার মাঝে দাঁড়িয়ে, আমাদের অংশীদার ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়ার সাথে এই 'জলবায়ু সঙ্কটের সময়ে কারুশিল্প: কারুশিল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা' প্রতিবেদনের মাধ্যমে একটু আশার আলো নিয়ে আসতে পেরে ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্মানিত বোধ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও কারুশিল্পের দুনিয়া যে বিন্দুতে এসে মিলে যায় প্রতিবেদনটি সেই জায়গাটি নিয়ে কথা বলে – যে স্থানে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে মোকাবিলার বিষয়গুলি এসে মেশে। এখানে ভারতের ওপরে পড়া জলবায়ু পরিবর্তনের অসম প্রভাবের কঠোর বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, এমন একটি দেশ যা তার কারুনৈপুণ্যের বৈচিত্রময় ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত।

যদিও, এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জগুলির সংকলনই নয়; এটি মানুষের লড়াই চালিয়ে যাওয়া ও উদ্ভাবনী দক্ষতার সাক্ষ্যও বটে। আমাদের কারিগরদের ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এটি ব্যক্ত করে, যাদের জীবন প্রাকৃতিক দুনিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাও, এত প্রতিকূলতার মধ্যেও সুযোগের একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী সামনে উঠে আসে। এই প্রতিবেদনে দেখতে পাওয়া যায় কীভাবে কারুশিল্প জলবায়ুর সমস্যার এক সম্ভাব্য সমাধান হয়ে উঠতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে সংযোগই যাদের গভীর ভিত্তি, সেই কারুশিল্পীরা বহু প্রজন্ম ধরে টেকসইতা, বৃত্তাকার অর্থনীতি এবং পরিবেশের দায়িত্বশীল ব্যবহার ও সুরক্ষা চর্চা করে আসছে। প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে তারা সূক্ষ্ম শিল্পকলায় পরিণত করে, দেশজ পদ্ধতিতে বর্জ্য কমায় এবং পুনরনবীকরণযোগ্য সংস্থানকে তুলে ধরে। টেকসই কারিশিল্পের বাস্তুতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির একটি রূপরেখা দেয় এই প্রতিবেদন, নানা ধরনের স্টেকহোল্ডারদের জন্য আনে কৌশলী পরিকল্পনা।

এছাড়াও, প্রতিবেদনটি টেকসই কারুশিল্পের পথিকৃৎ ভারতীয় কারুশিল্পী ও সংস্থাগুলির অনুশীলন উদযাপন করে। এই বাস্তব উদাহরণগুলি দেখায় যে টেকসই ভবিষ্যত দূরবর্তী নয় – কারুশিল্পী ও সৃজনশীল ব্যক্তিদের হাতে তা এখনই বাস্তব আকার ধারণ করছে। শেষাবধি, এই প্রতিবেদনটি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানায়। এটি আমাদের টেকসইতার আলোচনায় কারুশিল্পের অন্তর্নিহিত মূল্যকে স্বীকৃতি দিতে বলে। এটি এমন একটি আন্দোলনের দিকে ইশারা করে যা আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায় ও পৃথিবীর সম্মান বজায় রেখে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করে।

এই প্রতিবেদনে যারা যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা। টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রতি তাদের অবিচল অঙ্গীকার আমাদের সকলকেই অনুপ্রাণিত করে।

অ্যালিসন ব্যারেট, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইন্ডিয়া, এবং
ডেলফিন পলিক, ডেপুটি ডিরেক্টর আর্টস ইন্ডিয়া
ব্রিটিশ কাউন্সিল

ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়ার থেকে

এই জলবায়ু সঙ্কটের সময়ে, আমাদের গ্রহ যেখানে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, ভারতের চিরাচরিত কারুশিল্প এক নতুন ও নিগুঢ় গুরুত্ব পেয়েছে। বহু শতক ধরে ভারতীয় কারুশিল্পীরা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কারিগরিবিদ্যার এক সমৃদ্ধ সম্ভার গড়ে তুলেছে। তাদের সৃষ্টি শুধুমাত্র সৌন্দর্যের বস্তুই নয়, তার পাশাপাশি তারা টেকসই অনুশীলনের এক সংরক্ষণাগারও বটে, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাতে পৌঁছে গেছে।

আজ, যখন এই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা বিশাল হয়ে দেখা দিয়েছে, আমরা এক সঙ্কটপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, টেকসই জীবনযাপন ও দায়িত্বশীল ভোগের প্রয়োজনীয়তা এর স্পষ্টভাবে আর কখনো দেখা যায়নি। এই প্রসঙ্গেই, আশার এক ফালি আলো হিসাবে সারা দুনিয়া ঘুরে তাকাচ্ছে চিরাচরিত কারুশিল্পের দিকে। এই বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে বৈচিত্রময় ও উজ্জ্বল কারুশিল্পের ঐতিহ্যময় ভারত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিলা পালন করতে পারে।

এই প্রতিবেদনে শ্রুতি সিং কারুশিল্প ও জলবায়ুর মধ্যের সম্পর্কটিকে অন্বেষণ করবেন ও তার হাত ধরে আমরা সেইসকল কারুশিল্পীদের গল্প শুনব যারা আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলিতে প্রয়োগ করছেন বর্ষ-প্রাচীন কৌশল। আমরা সাক্ষী থাকব মৃতপ্রায় কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উদ্ভাবনী ব্যবহারের এবং আধুনিক ডিজাইনের সাথে চিরাচরিত জ্ঞানের সমণ্বয়ের। ভারতের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে বড় শহরের থেকে তুলে আনা এই কাহিনীগুলি কারুশিল্পীদের অবিরাম লড়াই ও টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য তাদের অঙ্গীকারের কথ আবলে।

জলবায়ুর অবনতির হুমকির মুখোমুখি হওয়া এই দুনিয়ায়, ভারতের কারুশিল্পের ঐতিহ্য প্রচার করা, পরিবর্তনের জন্য জোরালো শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই প্রতিবেদন আপনাকে এই মনোমুগ্ধকর দুনিয়ায় নিমগ্ন হতে আহ্বান জানাচ্ছে, যেখান ঐতিহ্যের মিলন হয় উদ্ভাবনের সাথে এবং ভারতীয় কারুশিল্পের চিরাচরিত নৈপুণ্য জলবায়ু সঙ্কটের এই সময়ে আশার আলো নিয়ে আসে। এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে আপনি পাবেন অনুপ্রেরনা, সমাদর, ভারতের কারুশিল্পে প্রথিত জ্ঞান ও সৃজনশীলতার প্রতি এক পুনর্জাগরিত কদর, যা কি না টেকসই ভবিষ্যত খোঁজার এই সফরে এখন আগের থেকেও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সুকি ডুসাঞ্জ- লেনজ, প্রতিষ্ঠাতা
ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

I. ভুমিকা

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের একটি অভূতপূর্ব যুগে বসবাস করছি। জুলাই 2023-এ পৃথিবীর সবথেকে উষ্ণতম দিন রেকর্ড করা হয়েছে। যার ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বা যেরকম জাতি সংঘের (UN) সেক্রেটারি আন্তোনিও গুতেরস বলেন, 'গ্লোবাল বয়েলিং'-এর এই দ্রুত অগ্রগতি নিয়ে কাজ করার আশু প্রয়োজন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC)[1]-এর প্রতিবেদন আমাদের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর সমস্যা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়।

বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রার বৃদ্ধি, যা কি না সারা দুনিয়ায় সমুদ্রতল বাড়া, আকস্মিক বন্যা, খরা, তাপপ্রনবাহ এবং দাবানল থেকেই স্পষ্ট, তার এক বিশাল প্রভাব পড়েছে আমাদের জীবন, সম্প্রদায় এবং এই গ্রহের ওপরে। এই প্রভাব ভারতে খুবই স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়, যে দেশ তার বৈচিত্রময় কারুশিল্পের ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত, যেখানে আছে টেক্সটাইল থেকে শুরু করে মৃৎশিল্প, ধাতুর কাজ এবং কাঠের কাজ। ক্লাইমেট অ্যাকশন ট্র্যাকার 2023[2] অনুসারে 2100 সালের মধ্যে তাপমাত্রা 4.7° সেলসিয়াসে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকা ভারতের জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ছবি: ডেলফিন পলিক

01. কারুশিল্প ও জলবায়ু সঙ্কটের সম্পর্ক বোঝা

সারা দুনিয়ার কারুশিল্পীরা, যারা তাদের কারুশিল্প পণ্য তৈরি করার জন্য প্রাকৃতিক সংস্থানের ওপর, যেমন স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা উপাদান, জলাভূমি, খামার এবং জঙ্গলের ওপর নির্ভর করেন, এখন মুখোমুখি হচ্ছেন অনিশ্চিত আবহাওয়া, সংস্থানের ঘাটতি এবং উপাদানের ক্রমশ বাড়তে থাকা দামের। তাদের জীবিকা পরিবেশের স্বাস্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং জলবায়ুর পরিবর্তন তাদের শিল্প, ঐতিহ্য এবং জীবনধারণের ওপরে গভীর ও প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।

এটিও মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কারুশিল্প সম্প্রদায়গুলি জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবথেকে কম অবদান রাখা সত্ত্বেও এর প্রভাবে ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি তাদেরই সবথেকে বেশি। প্রচুর কারুশিল্পী সম্প্রদায়ই জলবায়ুর দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাস করেন, ফলে তাদের জলবায়ুর কারণে হওয়া দুর্যোগের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার একদম সামনের সারিতে আছেন মহিলারা, ভেতর অবধি গেঁথে বসা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে তাদের ওপরে পড়ে অসম প্রভাব।[3]

ভারতের কারুশিল্পীদের একটি বিশাল সংখ্যা, প্রায় 20 কোটি[4], যার মধ্যে 56.13 শতাংশ মহিলা[5], প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের নানা মাত্রার ঝুঁকির মুখোমুখি হয়।

অন্যদিকে টেকসই ও ধীর ফ্যাশনের রাস্তা গড়ার সমাধান তৈরি করার ক্ষেত্রেও সবার সামনে থাকেন এই কারুশিল্পীরাই। 2022[6] সালের ওয়ার্ল্ড ক্রাফট কাউন্সিলের করা একটি অধ্যয়ন বলে যে কারিগরী শিল্প চক্রাকার অর্থনীতিকে তুলে ধরে। তারা একই সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাদানগুলিকে ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার করেন, ফলে বর্জ্য ও পরিবহনের কারণে হওয়া নির্গমন কমে এবং চক্রাকার অর্থনীতি ও পরিবেশগত টেকসইতা উৎসাহ পায়। বৃত্তাকার অর্থনীতি নিয়ে ক্রাফটস কাউন্সিল ইউকে-এর প্রতিবেদনে[7] দেখা যায় যে কারুশিল্পীদের অতীতের ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তারা যে উত্তরাধিকার ছেড়ে যান তা সহজাতভাবেই তাদের কারুশিল্পের মিধ্যে প্রাকৃতিক পদ্ধতির পুনরুজ্জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ভারত এবং সারা পৃথিবীতেই আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি বহু যুগ ধরেই, সহজলভ্য সংস্থানের বিচক্ষণ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের গভীর বোধ প্রদর্শন করেছে। সহজ উপযোগিতার পাশাপাশি মানুষ, তাদের কারুশিল্প এবং পরিবেশের মধ্যের নিগুঢ় সম্পর্ক নিয়েও তারা জ্ঞানী।

ঐতিহ্যগত কারুশিল্প ফ্যাশন ও টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যে ক্ষেত্র জলবায়ু পরিবর্তনে সবথেকে বেশি অবদান রাখে এবং বিশ্বব্যপী কার্বন নির্গমনের প্রায় 10 শতাংশ এখান থেকেই আসে[8]। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির জল ব্যবহার (ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট), রাসায়নিক ব্যবহার এবং বর্জ্য উৎপাদন ব্যাপক। ফাস্ট ফ্যাশনের উত্থান পরিবেশের ওপরে এই ক্ষেত্রের প্রভাব বিশাল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে, কেননা এখন প্রায় প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে নতুন কালেকশন বাজারে আসছে। টেকসই জীবনযাপন ও সচেতন ব্যবহারের আশু প্রয়োজনীয়তা এখন আগের থেকেও বেশি দেখা দিচ্ছে। চিরাচরিত কারুশিল্প এবং সহজাত জ্ঞান টেকসই ফ্যাশনের রাস্তায় এগোনোর পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

এই বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলি টেকসইতা, পরিবেশের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির কথা বলে। হ্যান্ডলুমের কাপড়ের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম। গণনা করে দেখা গেছে যে তাঁতে বোনা প্রতিটি কাপড়ে পাওয়ারলুমে বোনা কাপড়ের তুলনায় আনুমানিক এক পয়েন্ট এক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)[9] নির্গমন এড়ানো যায়। চিরাচরিত কারুশিল্প প্রায়শই প্রাকৃতিক ও স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা উপাদান ব্যবহার করে। তারা গাছ থেকে বানানো রং, হাতে কাটা কাপড় এবং বাঁশ জাতীয় জল-সাশ্রয়ী, পুনরুৎপাদী উপাদান ব্যবহার করে। এছাড়াও, কারুশিল্প অপচয়হীন প্যাটার্ন বানানোর কৌশল তৈরি করে এবং অনেক কম বর্জ্য উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে কাঁথা সেলাই আপসাইকেল করা কাপড় ও শাড়ি ব্যবহার করে। ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া জামাকাপড়কে পুনরায় ব্যবহার করা ও সূক্ষ্ম সূচিকর্মের সাহয্যে নতুন জীবন দেওয়া হয়, ফলে অপচয় কএম এবং বৃত্তাকার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়। ভারতের কলমকারী শিল্পীরা তাদের সূক্ষ্ম টেক্সটাইল শিল্পের জন্য সবজি থেকে বানানো রং ব্যবহার করে, এবং ঐতিহ্যমত ব্লক প্রিন্ট, আজরখ প্রিন্টের জন্য পরিচিত গুজরাতের ভুজের ক্ষত্রী সম্প্রদায় নীল, মঞ্জিষ্ঠা, হলুদ ও আরো নানা কিছু থেকে তৈরি করা রং ব্যবহার করে। তাদের এই অনুশীলন শুধু শৈল্পিক অভিব্যক্তিই নয়। এটি সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র ও রেসিলিয়েন্সের কাহিনী বলে, তাদের কাজে অন্তর্নিহিত টেকসইতার মূল্যবোধকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরে। এই প্রতিবেদনে আমরা এই কেন্দ্রীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি:

'ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান পরিবেশগত সঙ্কট মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আমাদের কারুশিল্পের ইতিহাসের কি কোনো ভূমিকা আছে?'

02. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই প্রতিবেদন নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে চায়:

1. **কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের ওপরে জলবায়ুর প্রভাব:** জলবায়ুর পরিবর্তন কীভাবে কারুশিল্প ক্ষেত্র এবং দক্ষ কারুশিল্পীদের জীবিকাকে প্রভাবিত করে তা বোঝা
2. **কারুশিল্প ও স্লো ফ্যাশন:** স্বাভাবিক টেকসইতা ও বৃত্তাকার অনুশীলনের সাহায্যে কারুশিল্প কীভাবে ফাস্ট ফ্যাশনের পরিবেশের ওপর প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বদল নিয়ে আসতে পারে, তা অন্বেষণ করা
3. **পরিবেশের সমস্যা সমাধান আবিষ্কার করা:** বিদ্যমান যে সকল ফ্যাশন ও টেক্সটাইল ব্র্যান্ড, উদ্ভাবন ও উদ্যোগ কারুশিল্পের মাধ্যমে জলবায়ুর সমস্যাগুলির মোকাবিলা করছে সেগুলি একত্রিত করা
4. **টেকসই ফ্যাশনের ভবিষ্যত গড়ে তোলা:** জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (UN SDG 12), 'দায়িত্বশীল ভোগ এবং উৎপাদন'-এর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কারুশিল্পের ভূমিকা ও সম্ভাবনাকে নতুনভাবে দেখা। নৈতিক ও পরিবেশ বান্ধব ফ্যাশন উৎপাদনের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কি এটি অন্যতম ভূমিক আপালন করতে পারে?

এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো এই আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুকে ধরা এবং কারুশিল্প, কারুশিল্পী, পরিবেশের মধ্যের মিথোজীবী সম্পর্ক এবং টেকসই ফ্যাশনের উদ্দেশ্যেকে নতুনভাবে সাজানোর সম্ভাবনার ওপরে নতুনভাবে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা। এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো এমন এক জোরালো কারুশিল্পের বাস্তুতন্ত্রের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রেরণা জোগানো যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উপশম করতে এবং দায়িত্বশীল ফ্যাশন ভ্যালু চেইন প্রচার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুম্বইতে স্টেকহোল্ডার গোলটেবিল
ছবি: ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

03. জলবায়ু সঙ্কটের সময়ে আমাদের কারুশিল্প অন্বেষণের সফর

ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া বহু বছর ধরেই কারুশিল্প, ফ্যাশন এবং টেকসইতার সংযোগবিন্দু নিয়ে কাজ করছে। এর আগের আমাদের ক্রাফটিং কানেকশন প্রকল্প এবং বাস্তুতন্ত্রের সাথে কথোপকথন কোভিড-19 পরবর্তী পরবর্তনশীল কারুশিল্প ক্ষেত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেছে। একের পর এক সঙ্কটের মোকাবিলা করতে করতে আমরা বুঝেছি যে আসন্ন সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেবে, ফলে এটিকে আরো গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন, যাতে এর কার্যকর মোকাবিলা করার কৌশল তৈরি করা যায়। টেকসই ফ্যাশন ও কারুশিল্পের লড়াইয়ের ওপরে মনোযোগ ধরে রেখে, কারুশিল্প ও জলবায়ুর আন্তঃসংযোগ অন্বেষণ করতে আমরা উৎসাহী ছিলাম।

গবেষণা পদ্ধতি

অক্টোবর 2022 থেকে জুলাই 2023 অবধি এই গবেষণা চালানো হয়, তথ্য সংগ্রহ এবং কারুশিল্পের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যের বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া, এই দুইয়ের মিশ্র-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত স্টেকহোল্ডারদের গোলটেবিল পরামর্শ, ক্ষেত্র পরিদর্শন ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার।

ইন্ডাস্ট্রির স্টেকহোল্ডারদের গোলটেবিল পরামর্শ:

পাঁচটি স্টেকহোল্ডারদের গোলটেবিল পরিচালনা করা হয়, যেখানে কারুশিল্প ও ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বিশেষজ্ঞ, স্টেকহোল্ডার, শিক্ষাবিদ ও পেশাদার ব্যক্তিরা একত্রিত হন। এই গোলটেবিলগুলি ভারতের নানা শহরে ঘটে – নিউ দিল্লী, জয়পুর, বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি ও মুম্বই।

কারুশিল্প ক্ষেত্রের দুর্বলতা, লিঙ্গের কেন্দ্রীয় ভূমিকা, সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন, চিরাচরিত কারুশিল্পের নীতির সাথে স্লো ফ্যাশনকে মেলানো, বিনিয়োগের ফাঁক কমানোর জন্য কৌশল, শিক্ষা এবং উদ্ভাবনের প্রচার ইত্যাদি অন্বেষণ করা এবং তার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলি চিত্রাঙ্কিত করার জন্য নির্দিষ্ট আন্তঃসংযুক্ত সাব-থিমগুলির ওপরে মনোনিবেশ করে গোলটেবিলগুলি কর্মশালা ও আলোচনার আকারে সাজানো হয়েছিল। সহায়তার চিরাচরিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আলোচনার সময় ইন্টার্যাকটিভ ডিজিটাল এনগেজমেন্ট টুলও ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে আমরা সকল অংশগ্রহণকারীর থেকে বাস্তব-সময়ে সকল প্রশ্নের উত্তর ধরে রাখতে পেরেছি। এর ফলে কার্যকর তথ্য সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিশ্লেষণ, জ্ঞান বিনিময় ও ভাবনাচিন্তার সৃজন এবং সবথেকে বেশি দেখা দেওয়া থিম ও প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করতে সুবিধা হয়।

ছবি: ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

ছবি: ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

অংশগ্রহণকারী দল:

এই গবেষণায় কারুশিল্পে কর্মরত লোকজন, উদ্যোক্তা, ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ইন্ডাস্ট্রির কর্মী, কারুশিল্প ও জলবায়ু-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ, প্রাসঙ্গিক ননগভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন্স (NGO) এবং মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক (MSME), সরকারি আধিকারিক, কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্রে সহায়তাকারী লোকজন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ সহ নানা অংশগ্রহণকারী দল জড়িত ছিল। প্রতিবেদনের শেষে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডারদের একটি তালিকা দেওয়া আছে।

ক্ষেত্র পরিদর্শন:

গবেষণা চলাকালীন ক্রাফট ক্লাস্টার, কারুশিল্পী উদ্যোক্তা, উপাদান উদ্ভাবক এবং স্লো ফ্যাশন বাণিজ্যগুলির সাথে কথাবার্তা বলার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া দল ক্ষেত্র পরিদর্শনে পরিচালনা করে। এই ক্ষেত্র পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে কারুশিল্পের ওপরে জলবায়ুর প্রভাবের বর্তমান পরিস্থিতি আরো গভীরভাবে বোঝা ও সেরা অনুশীলনগুলি সনাক্ত করে তা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা।

আমরা 11.11, ব্রিজিট সিং, রংরেজ ক্রিয়েশন, তরঙ্গিনী স্টুডিও, ভিমর হ্যান্ডলুম ফাউন্ডেশন, আনোখি মিউজিয়াম অফ হ্যান্ড প্রিন্টিং, বাঘারা ট্র্যাডিশনাল ড্রেস মেকিং ক্লাস্টার, আসামের হাওলি সেরিকালচার ফার্ম এই জায়গাগুলিতে ক্ষেত্র পরিদর্শন পরিচালনা করেছি।

ছবি: ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

ছবি: ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার:

সারা দেশ থেকে নেওয়া পরামর্শ আমাদের গবেষণার ভিত্তি হলেও, অধ্যয়নের যে দিকগুলি নিয়ে আরো গভীর তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, সেগুলির আরো গভীরে ঢোকার জন্য বাছাই করা কিছু কিছু স্টেকহোল্ডারদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার পরিচালনা করা হয়।

সীমাবদ্ধতা ও শিক্ষা

আমরা এমন কিছু সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছি যা আমাদের অধ্যয়নের পরিসর ও প্রযোজ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।

1. পাঁচটি শহরে 160 জন স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে কাজ করা বিস্তৃত হলেও তা ভারতের সুবিশাল ও বৈচিত্রময় কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না।
2. কারিশিল্পী সম্পরদায়ের ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব অন্বেষণ করার মতো সর্বাঙ্গীণ তথ্যের অভাবের কারনে এই প্রভাবের ব্যাপ্তিসম্পূর্ণভাবে বোঝা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।
3. কারুশিল্পের মধ্যে নানা ধরনের উপ-ক্ষেত্র ও উপাদান অন্তর্ভুক্ত হলেও, আমাদের প্রধানত ফ্যাশন, লাইফস্টাইল ও টেক্সটাইল-সম্পর্কিত কারুশিল্পের দিকেই মনোযোগ দিয়েছি।
4. সময়ের সীমাবদ্ধতা আমাদের প্রকল্পের পরিসরে প্রভাব ফেলেছে, যা হয়ত আমাদের কারুশিল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সম্পূর্ণ বিষয়টি এবং ভারতের ডায়নামিক কারুশিল্প ক্ষেত্রে সমাধান ও চ্যালেঞ্জগুলির ব্যাপকতা ধরতে পারার ক্ষমতাকে সীমিত করে দিয়েছে।
5. ভারতে ফর্মাল ও ইনফর্মাল অর্থনীতির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করার ক্ষেত্রে আমাদের গবেষণা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে নানা ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে নিজের বাড়ি থেকে কাজ করা কারুশিল্পী থেকে বৃহৎ নির্মাণ কেন্দ্র সবই জড়িত। এই ইনফর্মাল কর্মশক্তি বিপদ বা ঝুঁকি থেকে যে পরিমাণে অরক্ষিত, তার কথা মাথায় রাখলে আরো অনেক তথ্য-ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন আছে।

জলবায়ু সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে কারুশিল্পের টেকসইতার ক্রমপরিবর্তনশীল চিত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এই প্রতিবেদনটি একটি প্রারম্ভিক বিন্দু হিসাবেই কাজ করে। প্রতিবেদনটি স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কারুশিল্প, টেকসইতা এবং জলবায়ু সঙ্কটের সম্পর্কটিকে তুলে ধরে ঠিকই, কিন্তু অন্বেষণের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং এই অনুসন্ধানটির ভিত্তিতে এই জটিল ক্ষেত্রটিকে আরো গভীর এবং সর্বাঙ্গীণভাবে বোঝার চেষ্টা করতে থাকাও গুরুত্বপূর্ণ।

II. মূল আবিষ্কারগুলি: কারুশিল্প, জলবায়ু সঙ্কট এবং টেকসই ফ্যাশন

এই অধ্যায়টি কারুশিল্প, ফ্যাশন ও টেকসইতা আন্তঃসংযোগটি আরো গভীরভাবে খতিয়ে দেখবে। এটি কারুশিল্পের মৌলিক নির্যাস, যে দার্শনিক ভিত্তির ওপরে এটি প্রতিষ্ঠিত এবং এই সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা অন্বেষণ করে।

এছাড়াও, এটি কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্রের মধ্যের সহজাত টেকসইতার দিকটি উন্মোচিত করে, পরিবেশের দিক থেকে এর সুবিধাগুলি এবং কর্মবর্ধমান স্লো ফ্যাশনে এর অবদান রাখার সম্ভাবনার ওপরে জোর দেয়।

ছবি: ব্রিটিশ কাউন্সিল

GADDI WOOL
CHOKLA WOOL

04. কারুশিল্প ও ফ্যাশনের পরস্পরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি

প্রায় 20 কোটি কারুশিল্পী[10], যার 56 শতাংশ মহিলা[11], নিয়ে গঠিত ভারতের বৈচিত্রময় কারুশিল্প ক্ষেত্র এই দেশের সৃজনশীল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যার মধ্যে পড়ে নানা ধরনের জিনিস যেমন বাড়ির পণ্য, টেক্সটাইল, ফ্যাশন, গয়না, লাইফস্টাইল সামগ্রী, ঘর সাজানোর জিনিস ও আরো নানা কিছু।

ভারতের হস্তশিল্প ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (NSSO)[12] অনুসারে হস্তশিল্প ক্ষেত্র ভারতের গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট (GDP)-তে প্রায় 2 শতাংশ অবদান রাখে, যা প্রায় লাখ লাখ ডলারের সমান। ভারতের রপ্তানি ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল ফর হ্যান্ডিক্রাফটস (EPCH)জানিয়েছে যে এপ্রিল 2021-ফেব্রুয়ারি 2022-এর মধ্যে ভারত Rs. 1,693 কোটি (US$ 229 মিলিয়ন) মূল্যের হস্তশিল্প পণ্য রপ্তানি করেছে।[13] 2022 সালে ভারতের হস্তশিল্প বাজারের আয়তন হয়ে দাঁড়িয়েছিল US$ 3.9 বিলিয়ন এবং মনে করা হচ্ছে 2028[14] সালের মধ্যে তা অবিশ্বাস্য US$ 6.2 বিলিয়নে পৌঁছে যাবে, যার থেকে ভারতীয় কারুশিল্পের বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান চাহিদা বোঝা যায়।

এই প্রতিবেদন কারুশিল্প ও ফ্যাশন ও টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির সংযোগস্থলের ওপরে মনোযোগ নিবদ্ধ করে, বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে কারুশিল্প সংক্রান্ত হস্তচালিত তাঁত (হ্যান্ডলুম) ও জামাকাপড় বিভাগটির দিকে। ইনভেস্ট ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে ভারতের টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নিয়োগকারী, যা সরাসরিভাবে 4.5 কোটি ব্যক্তিকে চাকরি দেয় এবং আরো 10 কোটি সহযোগী ইন্ডাস্ট্রিকে সমর্থন জোগায়। বিশ্বব্যাপী টেক্সটাইল ও পোশাক বাণিজ্যে ভারতের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা কি না সারা পৃথিবীতে ষষ্ঠ বৃহত্তম রপ্তানিকারক। এখন এক অবিশ্বাস্য US$100 বিলিয়ন,[15] মূল্যের এই ইন্ডাস্ট্রি 2025-26 সালের মধ্যে US$190 বিলিয়নে পৌঁছে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।[16]

বিশ্বব্যাপী টেক্সটাইল জগতে ভারতকে সবার থেকে আলাদা করে দেয় তা হলো এর অতুলনীয় কারুশিল্প উত্তরাধিকার। সারা দুনিয়ার হস্তনির্মিত টেক্সটাইলের 95 শতাংশ অবদানই ভারতের[17], যার মধ্যে আছে সূতি, পাট ও রেশমের মতো উপাদান। চিরকালই ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির কেন্দ্রে ছিল শিল্পকুশলতা। তাদের নিজেদের কারুশিল্পে বিশেষজ্ঞ কারিগরের এমন কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে যা কার্যকরী লক্ষ্য পূরণের পাশাপাশি গল্প বলে, সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এবং সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। হাতে বোনা টেক্সটাইল থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম সূচিশিল্প, সব ক্ষেত্রেই ফ্যাশন চিত্রকে আকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কারুশিল্প ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ছবি: ডেলফিন পলিক

কারুশিল্প ও ফ্যাশনের পরস্পরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি

কাঁচামাল উৎপাদন: কারুশিল্পীরা অনেক সময়েই ফ্যাশন সামগ্রীর জন্য কাঁচামাল উৎপাদনে শরিক হয়। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রামীণ ভারতে, দক্ষ সূতো-প্রস্তুতকারক ও তাঁতিরা হাতে-কাটা ও হাতে বোনা টেক্সটাইল তৈরি করে, যেমন খাদি সূতি, যা নৈতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলি সংগ্রহ করে।

ফ্যাব্রিক বা কাপড় উৎপাদন: এটি হলো যে কোনো কাঁচামাল থেকে কাপড় তৈরি করা এবং কারিগরি দক্ষতা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু উদাহরণ হলো:

1. চরকা কাটা: কারিগরেরা কাঁচা তন্তুকে সুতো বা ইয়ার্নে রূপান্তরিত করেন। যেমন, ভারতে খাদি উৎপাদনের জন্য হাতে কাটা চরকা ব্যবহার করা হয়।
2. বয়ন: কারুশিল্পীরা হাতে চালানো তাঁত ব্যবহার করে সুতোগুলিকে ইন্টারলেস করে বুনে কাপড় তৈরি করেন। ভারত সহ নানা দেশে হাতে চালানো তাঁতে কাপড় বোনা খুবই প্রচলিত, এখানে এটি মসলিন বা ইক্কত জাতীয় চিরাচরিত কাপড় বোনার জন্য ব্যবহৃত হয়।
3. উল বোনা/ক্রোশের কাজ: কিছু কিছু কারুশিল্পী এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কাপড় তৈরি করেন। আয়ারল্যান্ডের হাতে-বোনা উল বা দক্ষিণ আমেরিকার ক্রোশে করে বানানো জিনিস এর প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

পৃষ্ঠতলের নকশা: কাপড়ের পৃষ্ঠতলটিকে সাজানোর পদ্ধতি, যা বেশিরভাগ সময়েই কাপড়ের নান্দনিক আপিল ও মূল্য বাড়ায়। সাধারণত কাপড় তৈরি করার পরে এটি করা হয়। পৃষ্ঠতলের ডিজাইন বা নকশা করার জন্য নানা কারুশিল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে পড়ে:

1. ব্লক প্রিন্টিং: কাপড়ে নকশা ছাপার জন্য কারিগরেরা খোদাই করা কাঠের ব্লক ব্যবহার করেন। ভারতের আজরখ ও ডাবু এবং ইন্দোনেশিয়ার বাটিক পদ্ধতি সারা বিশ্বে সুপরিচিত।
2. সূচিকর্ম: কাপড়ে নকশা সেলাই করে কারিগরেরা সেগুলিকে সাজান। ভারতের জটিল জরদৌরি সূচিকর্ম থেকে মেক্সিকোর রঙিন ওটোমি সূচিকর্ম সবই এর অন্তর্গত।
3. রঞ্জন: কারিগরেরা নানা ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে কাপড় রং করেন। জাপানের শিবোরি এবং ভারতের বান্ধনি রেসিস্ট-ডাইং (বেঁধে রং করা) পদ্ধতির উদাহরণ যা নকশাদার কাপড় উৎপন্ন করে।
4. অঙ্কন: কিছু কিছু কারুশিল্পী কাপড়ের ওপরে হাতে ছবি আঁকেন, যেমন ভারতের কলমকারি চিত্রকর বা চীন ও ভিয়েতনামের সিল্ক চিত্রকরেরা।

পোশাক উৎপাদন: বিলাসবহুল ও উচ্চ-মানের বাজারে, হাতে করা সূচিকর্ম, লেসের কাজ, বিডিং জাতীয় হস্তশিল্পের কাজ ও অন্যান্য কারিগরি কৌশল পোশাকের মূল্য বাড়ায়। ফ্রেঞ্চ কুতুর হাউজগুলি প্রায়শই তাদের হত কুতুর কালেকশনের বিশদ কাজের জন্য কারিগরদের নিয়োগ করে।

চূড়ান্ত পণ্য সাজানো: ব্যাগ, জুতো ও জামাকাপড় সহ নানা ফ্যাশন সামগ্রী কারিগরি কারুশিল্প দিয়ে সাজানো হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মরক্কোর কারিগরেরা সূক্ষ্ম ও জটিল সূচিকর্ম ও পুঁতির কাজ করে যা সারা বিশ্বে বিক্রি করা হাই-ফ্যাশন পণ্যে ব্যবহার করা হয়।

অ্যাকসেসরি তৈরি করা: অ্যাকসেসরি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কারুকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঘানার হাতে বোনা ঝুড়িই হোক, কেনিয়ার হাতে-গাঁথা গয়না বা ইতালির চামড়ার সামগ্রী, ফ্যাশন অ্যাকসেসরি বাজারে কারিগরি দক্ষতা ভিত্তিস্বরূপ।

আপসাইক্লিং ও নতুন করে ব্যবহার: বৃত্তাকার ফ্যাশন যোগান চেইন তৈরি করার ক্ষেত্রে কারুশিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ফ্যাশন থেকে তৈরি হওয়া বর্জ্য ব্যবহার করে কারিগরেরা নতুন কিছু বানান্তে পারেন, যেমন কাপড়ের বাদ দেওয়া টুকরো দিয়ে প্যাচওয়ার্ক জিনিস বানানো বা ব্যবহৃত পোষাককে নতুন ফ্যাশন পণ্যে পরিণত করা।

ফাস্ট থেকে স্লো-তে পরিবর্তন

পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ফ্যাশন উৎপাদক ও ভোক্তা হিসাবে ভারতের, দায়িত্বশীল ভোগ এবং উৎপাদনের UN SDG 12 অনুসারে টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে। সাম্প্রতিক দশকে খাদ্য বা ইলেকট্রনিকস শিল্পের মতো ফ্যাশন শিল্পও দ্রুত ও গণহারে উৎপাদনের কবলে পড়েছে। এই 'আরো বেশি, আরো দ্রুত, আরো সস্তা' মন্ত্র মেনে চলা এই যুগ টেকসইতার থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয় নিস্পত্তিযোগ্যতাকে।

বছরে চারটি ফ্যাশন ঋতু থেকে 52টি ঋতুতে পরিবর্তন এবং এখন এই অতি-দ্রুত ফ্যাশনের ঊত্থানের ফলে প্রতিদিনই বাজারে নতুন পোশাক নিয়ে আসার ফলে ভোগ অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেছে। কিন্তু, এই মডেলটি আসলে খুবই ত্রুটিপূর্ণ, এটি দাঁড়িয়ে আছে যেমন-তেমন ভাবে কাঁচামাল নিষ্কাশন, অত্যধিক শক্তি ব্যবহার এবং বিশাল পরিমাণে বর্জ্য উৎপাদনের ওপরে। ঐতিহ্যগতভাবে কারুশিল্প 'কম বানানো'-র ধারণার ওপরেই জোর দিয়ে এসেছে – যা কি না আজকের এই ফাস্ট-ফ্যাশনের একদম বিপরীত। এই পরিবর্তনের ফলে যে শুধুমাত্র সম্প্রদায়গুলি তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়েছে তা নয়, তার পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় এবং টেকসই পদ্ধতিগুলি হারিয়ে ফেলা হয়েছে, যা কিনা এই জলবায়ু সঙ্কট আটকানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত।

'আমরা এমন এক অতি-দ্রুত ফ্যাশনের যুগে বাস করছি যা টেকসইতার থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয় নিস্পত্তিযোগ্যতাকে, কালজয়ী স্টাইল বা যত্নে লালিত স্মৃতিচিহ্নের থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য পায় "আউটফিট অফ দ্য ডে (OOTD)" – সবই এখন দ্রুত ও ক্ষণস্থায়ী'

-শ্রুতি সিং, কান্ট্রি হেড, ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

'আমরা এক বিশাল পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এবং কারুশিল্প সেটিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।'

-অ্যান্ড্রু মোরলেট, CEO এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন, UK

আজকের দিনে, বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনের 10 শতাংশের জন্য এক ফ্যাশন শিল্পই দায়ী[18]। ফাস্ট ফ্যাশনে নন-রিনিউয়েবল সংস্থান ব্যবহার, গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এবং জল ও শক্তির অত্যধিক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ওপর বিশাল প্রভাব পড়ে। ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) হিসেব করে দেখেছে যে টেক্সটাইল উৎপাদন থেকে হওয়া নির্গমন 2030 সালের মধ্যে 60 শতাংশ বেড়ে যাবে[19]।

জলবায়ু পরিবর্তন ও কমতে থাকা সংস্থানের বাস্তবতা সামলাতে সামলাতে সারা দুনিয়া জুড়েই লোকজন বুঝতে পারছে যে এই মডেলটি টেকসই নয় এবং মৌলিক জায়গা থেকেই এটিকে নতুন করে ভাবতে হবে। টেকসই ফ্যাশনের এই আহ্বানের ভিত্তি হলো সচেতন ভোগ, উদ্দেশ্যমূলক সংস্থান ব্যবহার এবং ফাস্ট ফ্যাশন সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান। এটি লোকজন ও পরিবেশ দুটির প্রতিই সম্মানজনক উৎপাদনের কথা বলে। আমাদের ভোক্তা-চালিত সমাজের কারণে পরিবেশের ওপরে পড়া প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ার কারণে বিশ্ব জুড়ে ভোগ-প্যাটার্নের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, তা সবথেকে বেশি লক্ষণীয় টেক্সটাইল ও কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রিতে। গ্রাহকেরা 'ফাস্ট'-এর মোহ থেকে সরে 'স্লো'-এর সচেতন বন্ধনকে আপন করে নিচ্ছে।

এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে, পৃথিবী যেখানে টেকসই ও দায়িত্বশীল ফ্যাশন চেইন অন্বেষণ করছে, সেখানে কারুশিল্প আশার আলো নিয়ে আসে। ক্রমশ বিশ্ব জুড়ে ভোক্তারা অনন্য, নৈতিকভাবে বানানো এবং টেকসই ফ্যাশন খুঁজছেন, কাজেই ফ্যাশন যোগান শৃংখলের মধ্যে কারিগর ও কারুশিল্পীদের ভূমিকা আরো বড় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। সচেতন ভোগের দিকে এই পরিবর্তন স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে সমর্থন জোগানোর, টেকসই জীবনযাত্রা আপন করে নেওয়ার এবং পরিবেশের ওপরে হওয়া প্রভাব উপশমের সুযোগ নিয়ে আসে। অশোক চ্যাটার্জির কথাগুলি কেহন আরো জোরালোভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে: "কারুশিল্প শুধুই পণ্য নয়, তারা জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং টেকসইতার ভাণ্ডার। আরো বেশি ঐক্যপূর্ণ ও টেকসই সমাজের খাতিরে এর সম্মান ও লালনপালন করা আমাদের দায়িত্ব।'

স্লো ফ্যাশন বিপ্লবের পেছনে চালিকা শক্তিগুলি

1 **পরিবেশ-সচেতন আন্দোলনের ওপর জেন-Z-এর প্রভাব:** 1995 থেকে 2012-এর মধ্যে জন্ম নেওয়া প্রজন্ম Z সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 26 শতাংশ। ডিজিটাল যুগ, পরিবেশ সঙ্কট, অর্থনৈতিক উথালপাথাল এবং কোভিড-19 অতিমারীর মধ্যে বড় হওয়া এই প্রজন্ম টেকসইতার প্রতি খুবই গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। ম্যাককিনসি-র গবেষণা থেকে তাদের 'সচেতন ভোগ'-এর প্রতি ঝোঁক বোঝা যায়, যেখানে 62 শতাংশ টেকসই ব্র্যান্ড পছন্দ করে, তাতে যদি খরচ বেশি হয় তাও। যদিও তাদের পরিবেশ-মূল্যবোধ এবং বাস্তব ক্রয় নীতির মধ্যে সংযোগের অভাব আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে কারুশিল্প ও তাদের আকাঙ্খাকে এক জায়গায় নিয়ে আসার প্রয়োজন আছে, যাতে তা প্রাসঙ্গিক হয় ও তার পাশাপাশি এটিও নিশ্চিত করা যায় যে এটি যেন একটি চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র একটি ক্ষণস্থায়ী খামখেয়ালিপনা নয়।

2 **D2C এবং কারিগরি সংযোগের উত্থান:** তরুণ উদ্যোক্তা পরিচালিত MSME গুলি ডিরেক্ট-টু-কনজিউমার (সরাসরি গ্রাহকের কাছে)জায়গাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, তাদের সবকটিরই অনুপ্রেরণা অনন্য কিন্তু তাদের ব্র্যান্ডের কারিগরদের কাহিনী তুলে ধরার বিষয়ে তারা সবাই অবিভক্ত। ডিজিটাল প্রগতির শক্তিতে চালিত D2C কারুশিল্প ব্যবসাকে সরাসরি গ্রাহকদের সাথে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়, পণ্যের গুণমান, সরবরাহ চেইনের ওপরে অতুলনীয় নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং গ্রাহকদের সাথে আরো নিকট সম্পর্ক লালন করে। এই মডেলে যে শুধুমাত্র অমূল্য প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তাই নয়, চিরাচরিত রিটেল পদ্ধতির তুলনায় প্রায়শই এর মুনাফার পরিমাণ বেশি হয়।

3 **টেকসই উৎপাদনের জন্য আইনি পদক্ষেপ:** জলবায়ুর ওপরে উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রভাব কমানোর জন্য সারা বিশ্বের সরকারগুলি কড়া বিধিনিয়ম প্রয়োগ করছে। এই বিধিনিয়মগুলি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার, বর্জ্য কমানো এবং চক্রাকার অর্থনীতি মডেল গ্রহণ করার কথা বলে। উৎপাদকের সম্প্রসারিত দায়বদ্ধতা (ইপিআর) কর্মসূচিগুলির থেকে কর্পোরেশনগুলিকে সম্পদ পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য কমানোয় সহায়তা করা পরিকাঠামোতে আরো বেশি বিনিয়োগ সহ তাদের পণ্যের সমগ্র জীবনচক্রের জন্য দায়বদ্ধ রাখার পদক্ষেপটি স্পষ্ট হয়।

ছবি: ডেলফিন পলিক

গোলটেবিলের কথোপকথন

'জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল টেকসইতার নীতির সাথে আপস না করে চিরাচরিত জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একজায়গায় নিয়ে আসা। আমরা যে সম্প্রদায়গুলির সাথে কাজ করি তাদের মধ্যে এই অভ্যাসগুলিকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করি, তা জলের ব্যবহার, বন সংরক্ষণ, ক্ষতিকারক রাসায়নিক এড়িয়ে চলা, বা ক্লিন এনার্জি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাই হোক না কেন।

সৌমর শর্মা, ইন্ডিয়ান উইভারস অ্যালায়েন্স ইঙ্ক

'জলবায়ু পরিবর্তন এবং ফ্যাশনের ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন ও ভোগ করার দিকে মনোযোগী হয়ে পড়েছি। কিন্তু এখানে (কারুশিল্প) আমরা বিশ্বাস করি ক্ষুদ্র কিন্তু সুন্দর, কম পরিমাণে কিন্তু ভালো গুণমান, এই নীতিতে – এবং সেটিই আমাদের প্রচার করতে হবে'

ডঃ তুলিকা গুপ্তা, ডিরেক্টর, IICD

'আজকে, যে কোনো ফ্যাশনের ক্ষেত্রে আপনার সবথেকে বড় ভোক্তা এবং গ্রাহক হলো জেন Z প্রজন্ম যারা দ্রুত ভোগে বিশ্বাসী। এখন, কিভাবে আমরা সেটিকে প্রতিস্থাপিত করা নিশ্চিত করতে পারি? একমাত্র যেভাবে আমরা সেটি প্রতিস্থাপিত করা নিশ্চিত করতে পারি তা হলো তাদের ভাষায় কথা বলে, তাদের ভাষায় ডিজাইন করে এবং তাদের ভাষায় তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে।'

নিমিশা সারা ফিলিপ, ইমপ্যাক্ট অনভেস্টমেন্ট ল'ইয়ার

'আপনাকে বিষয়টিকে তরুণ-তরুণীদের কাছে কাঙ্খিত বস্তু করে তুলতে হবে। যেরকম, তরুণ প্রজন্মের কাছে জারা কাঙ্খিত বস্তু। আপনি গ্রামে যাবেন, গিয়ে সব ভালো ভালো জিনিস নিয়ে কথা বলবেন। তারপরে আপনি বুঝবেন যে বাচ্চাটির কাছে 20 টাকা আছে, যে সেটি দিয়ে এক প্যাকেট চিপস কিনতে চায়, কেননা কেউ খুব ভালো ভাবে তার বিজ্ঞাপন করেছে। তারা কলা কিনবে না, যা কি না অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। কাজেই আপনাকে কলাকে তার কাছে কাঙ্খিত বস্তু করে তুলতে হবে। বিষয়টি এরকমই।'

ডঃ তুলিকা গুপ্তা, ডিরেক্টর, IICD

'জেন Z জলবায়ু নিয়ে খুবই ভাবনাচিন্তা করে, তাও আমরা এই আলট্রা-ফাস্ট ফ্যাশনের উত্থান দেখতে পাচ্ছি, এর অন্যতম কারণ আউটফিট অফ দ্য ডে (OOTD) জাতীয় সোশাল মিডিয়া ট্রেন্ড । তারা সেরকম ফ্যাশন খোঁজে যা তাদের অনন্যতা ও সৃজনশীলতাকে প্রতিফলিত করবে, যা এখন এই থ্রিফটিং সংস্কৃতির উত্থানকে ব্যাখ্যা করে। এই জায়গায় কারুশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি দুটি দুনিয়ার গল্প – পরিবেশ সচেতনতা এবং অনন্যতার আকাঙ্খা – এবং এই অভিলাষগুলি পূরণ করার চাবিকাঠি কারুশিল্পের হাতে রয়েছে।'

শ্রুতি সিং, কান্ট্রি হেড, ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

ছবিঃ ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

05. কারুশিল্পের ভিত্তি: দেশজ জ্ঞান ও সহজাত টেকসইতা

ভারত এবং সারা পৃথিবীতেই আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি বহু যুগ ধরেই, সহজলভ্য সংস্থানের বিচক্ষণ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের গভীর বোধ প্রদর্শন করেছে। সহজ উপযোগিতার পাশাপাশি মানুষ, তাদের কারুশিল্প এবং পরিবেশের মধ্যের নিগুঢ় সম্পর্ক নিয়েও তারা জ্ঞানী।

নানা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এই কারুশিল্পের অনুশীলন সময়ের সাথে সাথে সৌন্দর্য্য, কারিগরি দক্ষতা এবং পরম্পরাগত জ্ঞানের প্রতীক হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘের শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (UNESCO) কারুশিল্পকে এক অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে বর্ণনা করেছে।[20] 'কারুশিল্প' পদটিকে শুধুমাত্র উৎপাদন পদ্ধতি হিসাবে দেখলে চলবে না। কারুশিল্পের প্রেক্ষাপটে টেকসইতা বিষয়টিকে বোঝার জন্য তার মূল্যবোধ ও বিবর্তনকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

'মনে আছে আমি পড়েছিলাম যে বেশিরভাগ আদিবাসী ভাষাতেই "সাসটেনেবিলিটি" শব্দটির কোনো অনুবাদ হয় না।[21] টেকসইতা বা সাসটেনেবিলিটি তাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাদের প্রাত্যহিক জীবনে এটি এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এর জন্য কোন পৃথক শব্দের প্রয়োজন হয় না। এটি ঐক্য ও একসাথে বসবাসের একটি পন্থা।

- শ্রুতি সিং, কান্ট্রি হেড, ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

পৃথিবীর সাথে সিম্বাওটিক সম্পর্ক

আদিবাসী সমাজের প্রকৃতির সাথে সিম্বাওটিক সম্পর্ক আছে, তারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থা খুব গভীরভাবে বোঝে এবং পরিবেশের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা রয়েছে। এই মতাদর্শগুলি টেকসইতা, এনভায়রনমেন্টাল স্টুয়ার্ডশিপ, এবং মানুষকে পৃথক সত্তা হিসাবে দেখার বদলে প্রকৃতির অংশ হিসাবে দেখার কথা তুলে ধরে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বা 'সারা বিশ্ব একটিই পরিবার' মতাদর্শটিতেও একতা, সম্প্রদায় এবং যৌথ দায়িত্বের ধারণা প্রতিফলিত হয়, যা কি না ভারতের G20 প্রেসিডেন্সির থিমও - 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত।' প্রকৃতির উপর এই সহ-নির্ভরতা আমদের সহজাত সার্কুলারিটির অনুশীলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে সংস্থানগুলি ব্যবহার, পুনরায় ব্যবহার করা হয় এবং পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

মুম্বইয়ের গোলটেবিলের সময় একজন অংশগ্রহণকারী দক্ষিণ আমেরিকার[22] আন্দিজ-এর আদিবাসী সম্প্রদায়ের আয়নি ধারণাটির কথা বলেন, এবং বলেন যে 'মেঘের বাস্তুতন্ত্র জলকে আবার পূরণ করে দেয়। আমাদের পৃথিবীর সাথেও তাই করা উচিত – পৃথিবী থেকে আপনারা যা যা নিচ্ছেন তা আবার যথাসম্ভব সুন্দর ও যথাসম্ভব প্রাকৃতিক আকারে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারে।'

বেশিরভাগ কারুশিল্পই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রয়োজনগুলির প্রতি বিচক্ষণ, সৃজনশীল প্রতিক্রিয়া। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ সীমিত, সাধারণত সেই বুঙ্গা, বা কচ্ছের মাটির বাড়িগুলি আলোকিত করার জন্য আয়না দিয়ে সাজানো হয়। গ্রামের লোকজন ন্যাকড়া এবং বর্জ্য কাপড়ের স্তর সেলাই করে নিজেদের পরিবারের জন্য লেপ বা রেজাই তৈরি করার মাধ্যমে বাংলার গ্রামে গ্রামে কাঁথার কারুকাজ শুরু হয়েছিল । ফলে, তাদের পোশাকগুলির আয়ুও দীর্ঘায়িত হয় এবং শীতকালে উষ্ণতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এই বহু বছরে কারুশিল্পগুলি বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে থাকলেও প্রকৃতির সাথে তাদের সংযোগের বিষয়টি একইরকম থেকে গেছে।

অহিংসার ধারণার ভিত্তিতে তৈরি 'এরি' রেশম পালন জাতীয় অনুশীলনের মাধ্যমেও কারুশিল্পীদের প্রকৃতির সাথে গভীর সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরা যায়। প্রচলিত রেশম উৎপাদন যেখানে রেশম সুতো বের করার জন্য রেশমপোকাকে জীবন্ত ফোটানো হয়, তার পরিবর্তে এরি রেশম উৎপাদনের কারিগররা অনেক বেশি সহানুভূতিশীল পদ্ধতি গ্রহণ করে। রেশম কাটার আগে তারা রেশম কীটগুলিকে প্রাকৃতিকভাবে তাদের গুটি থেকে বেরিয়ে আসতে দেয়। এই কোমল এবং অ-আক্রমণাত্মক কৌশলটি রেশমপোকাদের ক্ষতি করে না, যা এরি রেশমকে নৈতিক দিক থেকে সঠিক এবং পরিবেশগ বান্ধব বিকল্প করে তোলে।

আসামে আমাদের গবেষণা অধ্যয়নের সময়, আমরা হাউলি সেরিকালচার (রেশম চাষের) খামার দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, যেখানে মুগা এবং ইরি উভয় পালন কৌশলই অনুশীলন করা হয়। স্থানীয় এক কৃষকের বাড়িতে, আমরা ইরি রেশম চাষ প্রত্যক্ষ করি, যে পদ্ধতি অহিংসার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। ইরি সিল্ককে কেন অনেক সময়ই 'শান্তি রেশম বলা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পেরেও কৃষকরা অত্যন্ত গর্বিত বোধ করে।

এর অন্তর্নিহিত পরিবেশ-সচেতনতা ছাড়াও, দেশজ তন্তু এবং উপদকরণ কতটা মূল্যবান, ইরি সিল্কের কারুকাজ তার প্রমাণ রাখে। টেকসই এবং শক্ত হওয়ার জন্য বিখ্যাত এরি সিল্কের আছে অনন্য থার্মোরগুলেটিং বৈশিষ্ট্য। এটি গ্রীষ্মকালে লোকজনকে শীতল রাখে এবং শীতকালে রাখে উষ্ণ, ফলে লোকজন এটিকে সারা বছর ধরেই পরার জন্য পছন্দ করে।[23]

স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র এবং জলবায়ু অনুভূতি বোঝা

বেশিরভাগ সময়েই কারিগরেরা জানেন যে কোন সময় উপকরণ সংগ্রহ করলে তা পুনঃবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সেরা, কীভাবে কোনো সংস্থানের প্রতিটি অংশ ব্যবহার করে বর্জ্য উৎপাদন কমানো যায় এবং কীভাবে প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে ব্যবহার করতে হয় যাতে পরিবেশ সংরক্ষণ হয় এবং টেকসইতার বিষয়টি তুলে ধরা যায়।

ঐতিহ্যগত কারুশিল্পগুলি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ঋতুর সাথে বিজড়িত, ফলে কারিগরেরা, যেসময় সংস্থান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তখন তা ব্যবহার করতে এবং অভাবের সময় তার চাহিদা কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্বরূপ, উগান্ডার পরম্পরাগত ছালের কাপড় প্রস্তুতকারীরা শুধুমাত্র আর্দ্র মরশুমে মুতুবা গাছ (ফিকাস ন্যাটালেনেসিস) থেকে ছাল সংগ্রহ করে, কেননা তখন গাছটির দ্রুত নিরাময় সম্ভব হয়।[24] হিমালয় অঞ্চলে, বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ভেড়ার পশম কাটা হয় এবং তা প্রসেস করে পোশাক থেকে গালিচা জাতীয় বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা হয়।[25] পরম্পরাগত মৃৎশিল্পীরা শুধুমাত্র প্রবল বৃষ্টির পরেই মাটি তোলেন, যখন জমি প্রাকৃতিকভাবে মথিত হয় এবং নরম হয়ে যায়, যার ফলে জোর করে অনিয়ন্ত্রিত খনন করতে হয় না।

রাধি পারেখের বলা বিছুটি পাতার বয়নের কারুশিল্প থেকে 'বিছুটি পাতা' নিয়ে কাজ করা সম্প্রদায়ের টেকসইতা সংক্রান্ত জ্ঞানের কথা জানতে পারা যায়। তারা বছরে শুধুমাত্র একবার এই বিছুটি পাতা তোলে, ফলে অতিরিক্ত উৎপাটন এড়িয়ে চলতে পারে এবং কোনোরকম কৃত্রিম সার বা রাসায়নিক ছাড়াই সেটিকে নরম কাপড়ে পরিণত করে। স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের এই গভীর, পরম্পরাগত বোধ প্রকৃতির সাথে টেকসই সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বিছুটি পাতা ও দেশজ টেকসইতার গল্প

রাধি পারেকের কথায়

'কিছু বছর আগে আমার এমন একটি সম্প্রদায়ের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় যারা কারুশিল্প ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে একদম ডুবে আছে। আমি বলছি বিছুটি পাতার কথা। বিছুটি পাতা বৃষ্টির জলে বড় হয় এবং এতে কোনো সার লাগে না, এটিকে চাষ করতে হয় না। এর থেকে অত্যন্ত নরম ফসল পাওয়া যায়।

আদিবাসী সম্প্রদায় ও তাদের জ্ঞান থেকে আমরা কী শিখতে পারি? তাদের জীবনযাত্রা এরকম যেখানে তাদের কারুশিল্প ও কৃষিকাজ সরাসরি ভাবে বহু বছর ধরে জলবায়ুকে সম্মান করে আসা ও জলবায়ুর সাথে কাজ করার সাথে সম্পর্কিত, আমার মনে হয় এই বিষয়টিকে আমরা খতিয়ে দেখতে পারি।

কোভিড-19 লকডাউনের সময় এরকম একটি লিটমাস পরীক্ষা দিতে হয়। নাগাল্যান্ডে তাদের ছোট গ্রামটিকে রক্ষা করার জন্য তারা তিন মাসের জন্য সেটি বন্ধ করে দেয়। তারা ঠিক আছে কি না ও তাদের কিছু লাগবে কি না এসব জানার জন্য আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম। কিন্তু, তাদের জীবন এতটাই স্বয়ংভর যে তাদের এমনকি নিকটুত্ম বাজারেও যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাদের যা যা প্রয়োজন সবই তাদের ছিল। এই সম্প্রদায়গুলি থেকে আমরা কি শিখতে পারি? এই শিক্ষাগুলি কি আমরা অন্য বিষয়েও কাজে লাগাতে পারি?

কীভাবে আমরা পরিচয়ের ব্যাপারটি আবার বলবৎ করতে পারি? কীভাবে আমরা এই জ্ঞানের অধিকারীদের রক্ষা করতে পারি? কীভাবে আমরা একসাথে এমনভাবে কিছু তৈরি করতে পারি যা উদ্ভাবনকে জায়গা দেয়, যাতে তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে না নিয়ে বরঞ্চ তারা যেখানে আছে সেখান থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়?

'প্রকৃতির মূর্ছনা বুঝতে পারার মহিলাদের সহজাত প্রবৃত্তির, সংগ্রহ চক্র এবং নীতিগুলিকে এমন ভাবে নতুন করে সাজানোর ক্ষমতা আছে যা জীবনের স্বাভাবিক মূর্ছনার সাথে এক সুরে বাজে এবং যা মহিলাদের নেতৃত্ব দেওয়ার সাথেও সংযুক্ত।

- স্টেফানি ওয়েনস, ডিন অফ আর্টস

ডিজাইন অ্যান্ড মিডিয়া, আর্টস ইউনিভার্সিটি প্লিমথ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে ঐতিহ্যগত কারিগরদের এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে এবং তা সামলাতে হচ্ছে। কচুরিপানার মতো ইনভেসিভ প্রজাতি- যা অক্সিজেন ধ্বংসকারী আক্রমণাত্মক উদ্ভিদ হিসাবে কুখ্যাত – উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রকে সমস্যার মুখে ফেলে দেয়, কারুশিল্পী সম্প্রদায় এই আক্রমণাত্মক উদ্ভিদটিকে সাফল্যের সাথে ব্যাগ, ঝুড়ি ও যোগাসনের আসন ইত্যাদি নানা পণ্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়।[26] এই টেকসই পন্থা শুধুমাত্র এই আক্রমণাত্মক প্রজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছে তাই নয়, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 3,500-এরও বেশি কারুশিল্পীকে তা অতি প্রয়োজনীয় লাভের উৎস এনে দিয়েছে।[27]

কারুশিল্পের সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগ

নানা আদিবাসী সংস্কৃতিতেই কারুশিল্পকে শুধুমাত্র বাস্তব বা নান্দনিক কাজ উদ্যোগ হিসাবে দেখা হয় না, বরঞ্চ এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন। সৃজনের এই প্রক্রিয়াকে ধ্যান, প্রার্থনা বা ভক্তি কর্ম হিসাবেও দেখা যেতে পারে।

ভারতে কারুশিল্পে বিপ্লব আনার ক্ষেত্রে কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় একজন অন্যতম প্রধান চরিত্র। তার 'ইন্ডিয়া ক্রাফট ট্র্যাডিশন' বইতে আমাদের সমাজে কারুশিল্পের নানা ভূমিকা তিনি বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে ঐতিহ্যবাহী কারিগরি উপাদান সংক্রান্ত দক্ষতা, যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করার দক্ষতার থেকে অনেক বেশি। এটি আবেগ, মন, শরীর এবং প্রাণবন্ততা মেশানো এক সামগ্রিক কাজ, যা কিনা এই ধরনের সমণ্বয় থেকেই পাওয়া যায়।'[28]

কুলা কনক্লেভ 2023-এ তার কিনোট বক্তৃতায়, অশোক চ্যাটার্জি, একজন কারিগর, ওমকারনাথ জির একটি কাহিনী বলেন, যা কারুশিল্পীদের কাছে কারুশিল্পের অর্থ ও গুরুত্ব কি তার একটি গভীর মর্মস্পর্শী উদাহরণ ছিল। এর থেকে একজন কারিগর এবং তার কারুশিল্পের মধ্যের পবিত্র সম্পর্ক তুলে ধরে। তিনি ওমকারনাথ জি নামে একজন কারুশিল্পীর কথা বলেন, যার সাথে তিনি গত কয়েক দশক ধরে কাজ করেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেই সময়ে, ওমকারনাথ জি একটি রেলস্টেশন দুর্ঘটনায় তার ছেলেকে হারান। যখন চ্যাটার্জি অবশেষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং তাঁর অবস্থা জানতে চান, ওমকারনাথ জি তার গভীর শোকের কথা জানান। তিনি জানান যে এখন তার ওপরে নাতি-নাতনিদের লালন-পালন করা এবং পুত্রবধূর ভরণপোষণের অতিরিক্ত দায়িত্বও এসে পড়েছে। এর পরে তিনি কী করবেন জিজ্ঞাসা করা হলে, ওমকারনাথ জি উত্তরে বলেন যে এ প্রশ্ন তিনি তার তাঁতকে জিজ্ঞাসা করবেন, কারণ সেখানেই তিনি উত্তর খুঁজে পাবেন।

এই আস্থাটি এই সত্যকে আরও জোরালো করে তোলে যে অনেকের জন্যই, কারুশিল্প শুধুই জীবিকা নির্বাহের একটি উপায় নয়। কারুশিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিচয় বহন করা একটি পাত্র, আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের একটি হাতিয়ার এবং প্রতিকূলতার মুখে রেসিলিয়েন্স ও আশার আলোকসঙ্কেত।

06. কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্র এবং দেশজ সম্প্রদায়গুলির ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

2018 সালে, কেরালার বিধ্বংসী বন্যা চেন্ডমঙ্গলম তাঁতিদের মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে প্রায় 15 কোটি টাকা বা 1.4 মিলিয়ন GBP-র ক্ষতি হয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 273টি তাঁত এবং ইয়ার্ন ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি। 200 বছরের কাঠ ল্যাকারিং-এর কাজের ইতিহাসের জন্য পরিচিত কর্ণাটকের চান্নাপাটনায়, কারিগরেরা, যে গাছের কাঠ দিয়ে খেলনাগুলি তৈরি হয়, সেই স্থানীয় আলে মারা (রাইটিয়া টিঙ্কটোরিয়া) গাছ ক্রমশ কমতে থাকার সমস্যার সাথে লড়াই করছে। স্থানীয় উদ্ভিদ কমে যাওয়ার জন্য দায়ী তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তন। তুলা ফসলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে কাঁচামালের ঘাটতি এবং বাড়তে থাকা দামের দ্বারা বারাণসী এবং মধ্যপ্রদেশের হ্যান্ডলুম তাঁতিরাও প্রভাবিত হয়।[29] রাজস্থানের মৃৎশিল্পীরা একই রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, যেমন তাদের কারুশিল্পের অপরিহার্য উপাদান - স্থানীয় নদীর তল থেকে উৎসারিত কাদামাটি - অনিয়মিত বর্ষা এবং প্রলম্বিত খরার কারণে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।

তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার পরিবর্তন নিয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি প্রজাতি, মুগা রেশমপোকার (অ্যানথেরিয়া আসামেনসিস) উপর নির্ভর করে তৈরি হওয়া আসামে উৎপন্ন 'মুগা' রেশমের ওপরেও ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার বিরূপ প্রভাব পড়ে।[30] আবহাওয়ার ধরণ পরিবর্তনের কারণে রেশম উৎপাদন ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, যা সরাসরি কারিগরদের জীবিকাকে প্রভাবিত করছে।

অপ্রত্যাশিত বন্যা টেক্সটাইল উৎপাদন চক্র নষ্ট করছে, জীবন ব্যাহত করছে এবং স্বাস্থ্য ও জল সঙ্কট তৈরি করছে। পরিবর্তিত জলবায়ু ঐতিহ্যগত উৎপাদন চক্রকে বিলম্বিত করছে। ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা কারিগরদের এক স্থান ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য করছে, এবং নদীতীরের ভাঙন ও জমির ধস কারিগর সম্প্রদায়কে বিপদের মুখে ফেলছে। জলে ডুবে যাওয়া জায়গা এবং দূষিত জলাশয় হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরে, যা শুধুমাত্র কারিগরদের কাজের জায়গায় যাওয়া-আসা এবং ঘরবাড়িকেই প্রভাবিত করে না, বরং কাঁচামাল পাওয়া যাওয়ার আবশ্যকতাকেও প্রভাবিত করে।

"বর্তমানে মুগা রেশম উৎপাদন নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, বীজের মান থেকে শুরু করে প্রতিপালন প্রক্রিয়া সবদিকেই। যথাযথ মানের বীজের অভাব খুবই বড় উদ্বেগ, কেননা ভালো ফসল ফলনের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সমানে ওঠানামা করা তাপমাত্রা সমস্যা তৈরি করছে, কেননা মুগার জন্য একটি নির্দিষ্ট 27 থেকে 29 ডিগ্রি তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। বাইরের তাপমাত্রা এখন এমনকি 40 ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, ফলে এই চরম পরিস্থিতিতে মুগার বেঁচে থাকা চ্যালেঞ্জিং হয় এপড়ছে। মুগার বেঁচে থাকা এবং তার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য এমন সমাধান তৈরি করার প্রয়োজন আছে যা এই পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় মানিয়ে নিতে পারবে।

-অজিত পাঠক, ডিরেক্টরেট অফ সেরিকালচার, আসাম সরকার

''গত কয়েক বছরে আমাদের কাজ থেকে আমরা বুঝেছি যে আমাদের কাছে জলবায়ু সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ধারনা রয়েছে। আমাদের চিরাচরিত কর্মপন্থা, অনুশীলন রয়েছে, আমাদের শুধু সেটিকে ব্র্যান্ড করতে হবে। আসল ব্যাপার হলো, সমাধান আমাদের কাছে আছে। আমাদের গ্রামগুলিতে 1000 বছর ধরে চক্রাকার অর্থনীতিই চলে আসছে। আমাদের তাই করতে হবে। মহিলারা প্রকৃতির সাথে এত বেশি সংযুক্ত, তাদের হাতে যে প্রাকৃতিক সংস্থান আছে, যে সমাধান তারা এনে দিতে পারে... এটাই আমরা এত বছর ধরে করে আসছি। এবং, ঐতিহ্যগত শিক্ষা ও সম্প্রদায়ের দিকে ফিরে তাকানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

- ঋতুরাজ, প্রতিষ্ঠাতা 7উইভস

কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্রের ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

উৎপাদনে বাধা:

1. **উৎপাদন চক্রে বাধা:** কিছু কিছু কারুশিল্প নির্দিষ্ট ঋতুচক্রের ওপর নির্ভরশীল। যেমন সুতি বা রেশমের মতো কাঁচামালের চাষ আবহাওয়ার নির্দিষ্ট প্যাটার্নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হওয়া অনিশ্চিত আবহাওয়া এই চক্রগুলিকে ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে উৎপাদনে বিলম্ব বা ক্ষতি হতে পারে।

2. **স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব:** তাপমাত্রা বাড়ার কারণে হাতে বা তাঁতে করা শারীরিকভাবে শ্রমসাধ্য কাজ আরো চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে এবং তার ফলে কারিগরদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। ম্যাকগভর্ন ফাউন্ডেশন রিপোর্ট[31] অনুসারে, শহর অঞ্চলে খরার কারণে জলের অভাবের সমস্যা আরো বাড়তে পারে। নিরাপদ পানীয় জলের অভাবের কারণে কারিগরদের উৎপাদনশীলতায় ভালোরকম বাধা পড়তে পারে, কেননা এর ফলে ক্লান্তি এবং ডিহাইড্রেশন হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে খরা ও চরম উষ্ণতার থেকে দুরারোগ্য স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে, ক্রমাগত এর সংস্পর্শে আসার কারনে কিডনির রোগ সহ।

3. **সিন্থেটিক উপাদানে পরিবর্তন:** প্রাকৃতিক সম্পদ এখন আরও দুষ্প্রাপ্য বা অনিশ্চিত হয়ে উঠছে এবং কম খরচে পণ্য উৎপাদনের চাপ বেড়েছে। এর ফলে কারুশিল্পীরা সিন্থেটিক বা পলিমার-ভিত্তিক উপাদানের মতো এমন বিকল্প খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে, যা আবহাওয়া এবং জলবায়ুর অবস্থার উপর কম নির্ভরশীল। কিন্তু, এটি তাদের পণ্যের স্বতন্ত্রতা এবং গুণমানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাছাড়াও, এই উপাদানগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বায়োডিগ্রেডেবল হয় না এবং এগুলি পরিবেশ দূষণে অবদান রাখে। স্থানীয় না হলে উপকরণগুলির কার্বন ফুটপ্রিন্টও থাকে এবং তার গ্লোবাল শক্তি এবং মূল্য নির্ধারণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে তোলে।

'উৎপাদনের ক্ষেত্রে লোকজন মেশিনে তৈরি সুতো ও পলি-ভিত্তিক সুতো বেশি পছন্দ করে কেননা তারা তাদের বুননে উৎকর্ষ ও সমতা চায়। দেশজ, হস্তনির্মিত সুতো প্রায়শই তাঁতে ছিঁড়ে যায়, ফলে বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য কারুশিল্পীদের আমদানি করা সুতো ব্যবহার করতে হয়।'

- সঞ্জয় গার্গ, প্রতিষ্ঠাতা ও ডিজাইনার র ম্যাঙ্গো

কাঁচা মালের লভ্যতা:

1 **কাঁচামালের অ্যাকসেস কমে যাওয়া:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কারিগরদের পক্ষে কাঁচামাল সংগ্রহ করা আরো চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধি চক্রের পরিবর্তন বা জলের অভাব বাড়তে থাকার কারণে এটি হতে পারে। অনেক কারিগরই তাদের উপকরণের জন্য জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে- বিভিন্ন ধরনের কাঠ, উদ্ভিদ-ভিত্তিক রং, প্রাণী থেকে প্রাপ্ত উপকরণ ইত্যাদি। জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়া এই সম্পদের লভ্যতা সীমিত করতে পারে।

2 **কাঁচামালের পরিবর্তনশীল গুণমান:** জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তন কাঁচামালের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খরার কবলে পড়া ভেড়ার উল নিম্নমানের হতে পারে, যা চূড়ান্ত পণ্যের প্রত্যাশিত স্ট্যান্ডার্ড ফলাফলকে প্রভাবিত করবে।

3 **কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়া:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কাঁচামালের লভ্যতা কমে গেলে তার দাম বেড়ে যাতে পারে। কারুশিল্পীরা অনেক সময়েই খুব কম মুনাফা রেখে কাজ করেন এবং কাঁচামালের দাম বেড়ে গেলে তাদের ব্যবসার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে এবং তারা তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে পারে।

কারিগরদের জীবিকা সমস্যার মুখে পড়া:

4 **কৃষিকাজ থেকে হওয়া উপার্জনে বাধা:** জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়ে কৃষিকাজের ওপরে, বিশেষত যে বৃষ্টিনির্ভর চাষের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অঞ্চলগুলিতে। অঙ্কে কারুশিল্পীই তাদের প্রাথমিক উপার্জনের উৎস, পরিপূরক উপার্জন বা এমনকি তাদের পরিবারের খাবারের উৎস হিসাবেও কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে। জল ও চারণভূমি কমে যাওয়ার কারণে গবাদিপশুরাও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, পশুর সংখ্যা ও উৎপাদনশীলতা কমে যেতে পারে।[32]

5 **জলবায়ুর কারণে হওয়া উৎখাত:** চরম আবহাওয়া এবং বাড়তে থাকা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরো তীব্র হওয়ার সাথে সাথে সম্প্রদায়গুলিকে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে। এই স্থানান্তর কারিগরদের তাদের প্রথাগত উপকরণ, নিজেদের সম্প্রদায় এবং চিরাচরিত বাজার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কারুশিল্পের ধারাবাহিকতাকে বিপন্ন করে।

07. টেকসই ফ্যাশনের ক্ষেত্রে কারুশিল্পের অনুঘটক হিসাবে কাজ করা

গুণমান, স্থায়িত্ব এবং নৈতিক উৎপাদন পদ্ধতির ওপরে জোর দেওয়ার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রির মূল্যবোধকে নতুনভাবে সাজিয়ে কারুশিল্প টেকসই ফ্যাশনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। কারুশিল্প চক্রাকার অর্থনীতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা হস্তনির্মিত সামগ্রীগুলি অনেকদিন ধরে টিকে থাকার অনেক প্রজন্ম ধরে আগলে রাখার জন্যই তৈরি করা হয়।

কারুশিল্পের পরিবেশগত সুবিধা

এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশনের চক্রাকার অর্থনীতি মডেল[33] সেই লেন্স সরবরাহ করে যার মধ্যে দিয়ে দেখলে পরম্পরাগত কারুশিল্পের সবুজ সম্ভাবনা বোঝা যায়। চক্রাকার অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে একটি ডিজাইন-কেন্দ্রিক কৌশল, যা তিনটি মূল নীতির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে: বর্জ্য ও দূষণ দূর করা, পণ্য ও উপকরণ চক্রাকারে ঘোরানো এবং প্রকৃতিকে পুনর্জীবন দান। কারুশিল্পের দুনিয়া কীভাবে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ এবং চক্রাকার অর্থনীতির নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা এখানে দেওয়া হলো।

1. **বর্জ্য ও দূষণ দূর করা:** এই চক্রটি টেকসই নয় কারণ আমাদের পৃথিবীর সংস্থান সীমিত। বর্তমানের অর্থনৈতিক মডেলে আমরা পৃথিবী থেকে সংস্থান নিষ্কাশন করে জিনিসপত্র বানাই এবং তার ব্যবহারের পরে তা বর্জ্যে পরিণত হয় – যা কিনা একটি সরলরৈখিক অগ্রগমন। কিন্তু চক্রাকার অর্থনীতিতে এই পদ্ধতির পরিবর্তন হয় এবং শুরু থেকেই বর্জ্য সৃষ্টি আটকানোর পন্থা অবলম্বন করা হয়।
    A. **ডিজাইন-ভিত্তিক টেকসইতা:** কারুশিল্পের সামগ্রীগুলি বেশিরভাগ সময়ের তাদের দীর্ঘ আয়ুর কথা মাথায় রেখে বানানো হয়, যার ফলে গ্রাহকেরা অনেক বেশিদিন ধরে তা ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়। এটি ফাস্ট ফ্যাশনের একদম বিরোধী, যেখানে নিম্ন মানের, স্বল্পায়ু ট্রেন্ডি সামগ্রী ঘন ঘন প্রতিস্থাপিত হয় এবং নতুন পোশাক উৎপাদনের কারণে কার্বন নির্গমন বেড়ে যায়।
    B. **দ্রুত উৎপাদনের পরিবর্তে কারুশিল্প:** দ্রুত উৎপাদন বেশিরভাগ সময়েই সিন্থেটিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে, আর অন্যদিকে কারুশিল্প প্রধানত পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস ব্যবহার করে। কারুশিল্প যে শুধুমাত্র ফেলে দেওয়ার সংস্কৃতির বিরোধিতা করে তাই নয়, এছাড়াও প্রধানত জৈব এবং বায়োডিগ্রেডেবল উপকরণ ব্যবহার করে, যা পরিবেশের ক্ষতি কমায় এবং কার্বন ফুটপ্রিন্ট ন্যূনতম করে।
2. **পণ্য ও উপকরণ চক্রাকারে ঘোরানো:** চক্রাকার অর্থনীতির দ্বিতীয় নীতি পণ্য ও উপকরণ ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে ঘোরার ওপরে জোর দেয়, যাতে তাদের মূল্য সর্বাধিক হতে পারে। এর ফলে উপকরণের আয়ু বাড়ে, হয় তাদেরকে পুনরায় পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে বা উপাদান বা প্রাথমিক সংস্থান হিসাবে ব্যবহার করে। এটি করার মাধ্যমে বর্জ্যের পরিমাণ ন্যূনতম করা যায় এবং এই পণ্য এবং উপকরণের অন্তর্নিহিত মূল্য সংরক্ষণ করা যায়।
    A. **স্থানীয় উৎপাদন:** পরম্পরাগত কারুশিল্প বেশিরভাগ সময়েই স্থানীয় পর্যায়ে হয়, যার ফলে অনেক দূরে পরিবহনের কারণে হওয়া কার্বন নির্গমন কমে যায় এবং রেসিলিয়েন্ট, টেকসই সম্প্রদায়কে সহায়তা করে। এটি ফাস্ট ফ্যাশনের একদম বিপরীত, যা গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের ওপর নির্ভর করে এবং কার্বন নির্গমনে বিশাল অবদান রাখে।
    B. **বর্জ্য কমানো এবং আপসাইক্লিং:** অনেকসময়েই কারুশিল্প উপকরণ পুনর্ব্যবহার ও আপসাইকেল করার দিকে মনোনিবেশ করে, যা বর্জ্যে পরিণত হত তাকে নতুন, সুন্দর পণ্যে পরিণত করে। এতে যে শুধু ল্যান্ডফিলে পৌঁছনো বর্জ্যের পরিমাণ কমে তাই নয়, নতুন কাঁচামালের প্রয়োজন তা সম্পর্কিত পরিবেশগত প্রভাবও কমে। রাজস্থানের লেহেরিয়া ও বাঁধনি পদ্ধতির মূলে আছে মরুভূমি ঐতিহ্য, যা নানা উৎসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পরম্পরাগত কারুশিল্পে মহিলারা তাদের কাপড়গুলিতে আবার রং করে নতুন জীবন দান করে। সময়ের সাথে সাথে হালকা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক রং বেছে নেওয়ার কারণে এই কাজ যে শুধুমাত্র আবশ্যকতার জন্য করা হয় তা নয়, এটি এই কারুশিল্পের মধ্যে নিহিত সংস্কৃতি ও টেকসইতার খাঁটি চিত্র তুলে ধরে।
3. **প্রকৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা:** সরলরৈখিক থেকে চক্রাকার অর্থনীতির দিকে যাওয়ার ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সংস্থান নিঃশেষিত করার থেকে পুনরুজ্জীবন দানের দিকে পরিবর্তিত হয়। রিজেনারেটিভ বা পুনরুজ্জীবনমূলক কর্মপন্থা আমাদের প্রাকৃতিক পদ্ধতির কার্যকারিতা নকল করতে দেয়, যেখানে কোনো কিছুই নষ্ট হয় না।
    A. **জল সংরক্ষণ:** অনেকগুলি কারুশিল্পই জল-সাশ্রয়ী উৎপাদন পদ্ধতির ওপরে জোর দেয়, ফাস্ট ফ্যাশনে যে ধরনের প্রচুর জল ব্যবহার করে রং করা হয় তা এড়িয়ে যায়, কেননা তাতে বিশাল পরিমাণ জল খরচ ও দূষণ হয়। পাতা, শেকড় এবং ফুল থেকে বার করা উদ্ভিদজাত রং রাসায়নিক রংকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে এবং জলদূষণ কমাতে ও সংস্থান সংরক্ষণ করতে পারে।
    B. **টেকসই উপকরণ:** পরম্পরাগত কারুশিল্পে বেশিরভাগ সময়েই টেকসই, পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ, যেমন জৈব তন্তু, প্রাকৃতিক রং ও রিসাইকেল করা উপকরণ ব্যবহারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। টেকসই উপকরণের ওপরে নির্ভর করার ফলে সম্পদ আহরণ ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবেশগপ্ত প্রভাব অনেকটাই কমে যায়। হেম্প, বাঁশ, জৈব তুলো ও পাট জাতীয় প্রাকৃতিক তন্তু, পলিয়েস্টার বা অ্যাকরেলিক জাতীয় সিন্থেটিক ও সংস্থান নিঃশেষ করা উপকরণ প্রতিস্থাপিত করতে পারে।
    C. **কম শক্তি খরচ এবং কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন:** মেশিনে গণহারে উৎপাদনের তুলনায় হস্তনির্মিত কারুশিল্প অনেক কম শক্তি খরচ করে, কার্বন প্রশমনকারী হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও, কিছু কিছু কারুশিল্প, বিশেষত কাঠ জাতীয় প্রাকৃতিক উপকরণ নিয়ে কাজ করা শিলুগুলি কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশনে সহায়তা করে, পণ্যগুলিকে কার্বন আধারে পরিণত করে।

টেকসইতার সুবিধা

পুনর্নবীকরণযোগ্য উপকরণ ব্যবহার	স্থানীয় বাহবে সংগ্রহ করা প্রাকৃতিক উপকরণ	
বর্জ্য উৎপাদন	সংস্থানের কার্যকর ব্যবহার, কম অপচয়	
	অতিরিক্ত উৎপাদন, পণ্যের স্বল্পায়ু	
দূষণ	কম রাসায়নিক ব্যবহার করা প্রক্রিয়া	
	রাসায়নিক রং, মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ	

কম কার্বন

শক্তি ব্যবহার	হস্তনির্মিত প্রক্রিয়া	
	ইন্ডাস্ট্রিয়াল নির্মাণ প্রক্রিয়া	
কার্বন ফুটপ্রিন্ট	স্থানীয় জায়গা থেকে সংগ্রহ, কম পরিবহন	
	গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন, উচ্চ পরিবহনজাত নির্গমন	

কম শক্তি

শক্তি সাশ্রয়	শক্তিচালিত মেশিনের ওপর কম নির্ভরশীল	
	বেশি শক্তি ব্যবহার করা মেশিনের ওপর নির্ভর করা গণহারে উৎপাদন	
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার	অনেকসময়েই প্রাকৃতিক শক্তির উৎস ব্যবহার করে	
	নন-রিনিউয়েবল শক্তির উৎসের ওপর নির্ভরশীল	

কারুশিল্প উৎপাদন

ফাস্ট প্রোডাকশন

কারুশিল্পের টেকসই ফ্যাশনের দ্বন্দ্ব

ফাস্ট ফ্যাশনের নীতিতে চলা এই দুনিয়ায়, যেখানে গতি ও আয়তনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেখানে কারুশিল্প অনেকগুলি দ্বন্দ্বের মুখে পড়ে। গভীর পরিবেশ সচেতনতার জন্য প্রসিদ্ধ পরম্পরাগত কারুশিল্পের উৎপাদন থেকে ভোগ পদ্ধতি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিবেচনার মিলিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

'নাগাল্যান্ডে সম্প্রতি দেখা গেছে যে সহজলভ্যতা ও সস্তা দামের জন্য তাঁতিরা ক্রমশ অ্যাকরেলিক সুতোর ওপর নির্ভর করছে, ফলে প্রাকৃতিক সুতোর ব্যবহার কমে আসছে। অনেক তাঁতিই এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে প্রাকৃতিক সুতো প্রস্তুত করতে যে বিশাল সময় লাগে এবং কটি তাঁত শরীরে বেঁধে কাজ করা যেরকম শ্রমসাধ্য, তাদের মজুরিতে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না বা সাংস্কৃতিক গুরুত্বের যথাযথ স্বীকৃতিও এটি পায় না।'

'আমি জোর দিয়ে এটি বলতে চাই যে সমস্ত হ্যান্ডলুমই পরিবেশ বান্ধব নয়। আমাদের পাওয়ার লুমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ঠিকই, তার পাশাপাশি এও নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের হ্যান্ডলুম অনুশীলনগুলি যেন পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল হয়। এটি হস্তচালিত তাঁত বলেই এটি নিজে নিজেই পরিবেশ বান্ধব, তা ঠিক নয়। ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং পরিবেশের উপর প্রভাবগুলি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা কি অ্যাকরেলিক এবং রাসায়নিক রং ব্যবহার করছি যা বর্জ্য উৎপাদন করে এবং মাটির অবক্ষয় ঘটায়? শুধুমাত্র পাওয়ারলুম এবং হ্যান্ডলুমের মধ্যে বেছে না নিয়ে বরঞ্চ আমাদের এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে হবে।'

ভারতীয় কারুশিল্পের অন্তর্নিহিত টেকসইতা উদ্ভূত হয় তাদের অঞ্চল-কেন্দ্রিক পদ্ধতির থেকে। কারিগররা স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে জিনিস সংগ্রহ করে। কারুশিল্পগুলি যে সত্যি সত্যিই টেকসই, তা এই অঞ্চল-কেন্দ্রিক পদ্ধতি নিশ্চিত করে। কিন্তু, সমস্ত কারুশিল্পই তাদের মূল নীতিটি ধরে রাখতে পারেনি; শিল্পায়ন, জলবায়ুর প্রভাব, এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে তৈরি হওয়া চাপ কিছু কারুশিল্পকে এমন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে যা সম্পূর্ণরূপে টেকসই বা চক্রাকার নয়। বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন, দ্রুত ডেলিভারি, এবং কম দামে অভিন্ন জিনিসের নিরলস চাহিদা অনেক উৎপাদক এবং রিটেলারদের কারুশিল্পের একটি বাহ্যিক রূপ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। কখনও কখনও, এমনকি কারুশিল্পীরাও নিজেরাই প্রথাগত ব্লক প্রিন্টিং-এর বদলে স্ক্রিন প্রিন্টিংয়ের বা হ্যান্ডলুমের পরিবর্তে পাওয়ার লুমের মতো দ্রুতগতির পদ্ধতি অবলম্বন করে, যে ঘটনাকে অনেক সময় 'ক্র্যাফটওয়াশিং' বলা হয়।[34]

'অনেকেই কারুশিল্পের আসল মূল্য ধরতে পারে না। এটি একটি ধীর, সুচিন্তিত প্রক্রিয়া এবং গণহারে বানানো সামগ্রীর মতো আপনি এর চাহিদা বিশাল বাড়িয়ে দিতে পারবেন না। কিন্তু এই ধীর পদ্ধতির মধ্যে আছে অসাধারণ শক্তি ও আবেগের সংযোগ। কারুশিল্প এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের হাতে পৌঁছে গেছে এবং শুধুমাত্র সেটিই এর মূল্য অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণ হিসাবে দেখুন গুজরাত ও জয়পুরের সূক্ষ্ম ছাপাকাজ। এগুলি হাতে করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে করা হয় এবং ডিজিটালি ছাপা সংস্করণের সাথে তুলনা করলে দেখতে পাবেন দ্বিতীয়টিতে তার কারুনৈপুণ্য সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়।'

এই জটিলতাগুলি সামলানোর জন্য এমন একটি শক্তিশালী পদ্ধতির আশু প্রয়োজন আছে যা কারুশিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং টেকসইতা নীতির সাথে তার সমন্বয়ের মূল্যায়ন করতে পারবে। ভারতের কারুনৈপুণ্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের হাত ধরে টেকসই ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির দিকে ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তনের জন্য এরকম পদ্ধতি থাকা অত্যাবশ্যক।

'কারুশিল্পের অন্তর্নিহিত চরিত্রের কারণে তার স্কেল আপ করার জন্য প্রচলিত ব্যবসায়িক মডেল কাজ করে না, ফলে প্রচলিত বাণিজ্যিক কৌশল ব্যবহার করার মাধ্যমে এটির বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা সঠিক সমাধান হবে না ।'

- দেভিকা পুরন্দরে

রিজিওনাল আর্টস প্রোগ্রামস-এর হেড, দক্ষিণ এশিয়া, ব্রিটিশ কাউন্সিল

'আমাদের বৃদ্ধির মানসিকতা ও সাফল্যের সংজ্ঞাকে আমরা কীভাবে প্রশ্ন করতে পারি? সাফল্য বলতে কী বোঝায় তা সংগায়িত করা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ঠিক কতটা প্রয়োজন? এটিই সবকিছুর উৎস।'

- গীতাঞ্জলী কাসলিওয়াল, প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর –

সাংস্কৃতিকভাবে সাফল্যের মাপকাঠিগুলিকে নতুনভাবে সাজানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের রাস্তা তৈরি করে, মাইলফলকগুলি ঠিক করে দেয়, সংস্থান চালিত করে এবং বাস্তুতন্ত্রের লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করে। এই চ্যালেঞ্জগুলি ছাড়াও কারুশিল্প আরো নানা ধরনের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়, যেমন ন্যায্য মজুরি ও কর্ম পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক দখলদারি (কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন) এবং ঐতিহ্যগত দক্ষতার ক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যা।

এই দ্বন্দ্বগুলি থাকা সত্ত্বেও গবেষণার সময় আমরা এরকম ব্যক্তি ও সংস্থা সনাক্ত করতে পেরেছি যারা এই চ্যালেঞ্জগুলি সামলাচ্ছেন এবং কয়েকটি যথাযথ কর্মপদ্ধতি সনাক্ত করা গেছে। এই টেকসই ফ্যাশন এন্টারপ্রাইজ, উদ্যোক্তা, MSME এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি কারিগরি ও দেশজ জ্ঞানের নীতি, দেশজ পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতির পুনরুদ্ধার এবং কারুশিল্প উৎপাদনে চক্রাকার অর্থনীতি অবলম্বনের মাধ্যমে স্লো ফ্যাশনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের মোকাবিলা করছে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কারুশিল্পের ভূমিকা

জাতিসংঘের অনেকগুলি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (UN SDG) অর্জনের ক্ষেত্রেই কারুশিল্প ও কারিগর কাজ গুউ=রুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে

স্থলজ জীবন (SDG 15)

বহু কারুশিল্পের কর্মপদ্ধতির সাথেই প্রাকৃতিক সংস্থানের টেকসই ব্যবহার জড়িত। পরিবেশ এবং তার জীববৈচিত্র্যের প্রতি এই সম্মান স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের টেকসই ব্যবহার রক্ষা, পুনরুদ্ধার এবং প্রচারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বিশেষ করে আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার মতো রাজ্যে হওয়া বাঁশের কারুশিল্প, বাঁশবনের বাস্তুতন্ত্রকে ব্যহত না করেই অপ্রতুল বাঁশের সম্পদ ব্যবহার করে, এবং এইভাবে স্থলজ সংস্থানের টেকসই ব্যবহারকে তুলে ধরে।

দায়িত্বশীল ব্যবহার ও উৎপাদন (SDG 12)

প্রথাগত কারুশিল্প বেশিরভাগ সময়েই স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত, টেকসই উপকরণ এবং পরিবেশ-বান্ধব প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। সব মিলিয়ে কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রি দায়িত্বশীল ব্যবহার ও উৎপাদন প্যাটার্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বৈষম্য কম হওয়া (SDG 10)

অনেক সমাজেই, কারুশিল্প তৈরির দক্ষতা আদিবাসী সম্প্রদায়, মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ প্রান্তিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্র। কারুশিল্প খাতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি তুলে ধরার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোয় সাহায্য হতে পারে। ভারতে কারুশিল্প সমবায়গুলি, যেমন SEWA (সেলফ-এমপ্লয়েড উইমেন'স অ্যাসোসিয়েশন) (স্ব-নিযুক্ত মহিলা সমিতি), মহিলা কারুশিল্পীদের তাদের পণ্য সরাসরি গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করতে সক্ষম করে, ফলে লিঙ্গ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে।

দারিদ্র দূরীকরণ (SDG 1)

কারুশিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা ভিত্তিক কাজের প্রয়োজন হয়, যা সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ লোকজনকে জীবিকা প্রদান করে। কারুশিল্পের বাজারকে উন্নত করে এবং উচ্চমানের কারুশিল্প উৎপাদনের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে দারিদ্র ভালোরকম কমানো সম্ভব।

লিঙ্গ সমতা (SDG 5)

প্রধানত মহিলাদের নিয়োগ করা কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্গ সমতা (SDG 5) অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা শক্তিশালী উপার্জনের বিকল্প প্রদান করে, যা কিনা এই জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে আরো বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি লিঙ্গ বৈষম্য আরো গুরুতর করে তুলতে পারে, কেননা মহিলা কারিগরদের ওপর তার প্রভাব আরো বেশি পড়ে। এটির মোকাবিলা করার জন্য কারুশিল্প ক্ষেত্রের জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলিকে SDG 5-এর সাথে তাল মিলিয়ে বেশি লিঙ্গ-সচেতন হতে হবে, কারুশিল্প-ভিত্তিক জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপে মহিলাদের যুক্ত করতে হবে, তাদের চাহিদাগুলি সম্বোধন করতে হবে এবং টেকসইতার প্রচার করতে হবে।

শালীন কাজ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি (SDG 8)

উপার্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কারুশিল্প অর্থনীতিতে অবদান রাখে। কারুশিল্প খাতের বিকাশ, বিশেষ করে গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় উপযুক্ত কাজের সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। টেকসই পর্যটনের প্রচার, যার মধ্যে স্থানীয় কারুশিল্পও অন্তর্ভুক্ত, অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। হাতে কাটা এবং হাতে বোনা কাপড়, খাদি, গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প কমিশন (খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন) (KVIC) খাদিকে একটি টেকসই এবং লাভজনক শিল্প হিসাবে তুলে ধরার কাজ করে।

ইন্ডাস্ট্রি, উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামো (SDG 9)

বহু শতকের জ্ঞান ও উদ্ভাবন কারুশিল্পের মধ্যে নিহিত থাকে। কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রিকে সমর্থনের মাধ্যমে দেশগুলি তাদের ঐতিহ্যগত উদ্ভাবন সবার সামনে নিয়ে আসতে পারে এবং এমন রেসিলিয়েন্ট পরিকাঠামো তৈরি করতে পারে যা তাদের সম্প্রদায়গুলির প্রয়োজন পূরণ করবে।

III. টেকসই ফ্যাশনের দিকে এগোনোর রাস্তাগুলি:

প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা এবং পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতের কারুশিল্প ক্ষেত্রের রেসিলিয়েন্স ও অভিযোজনের গল্প দেখব। পরিবেশগত সমস্যা এবং টেকসই অনুশীলনের আশু প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় কীভাবে এই ক্ষেত্রটি নিজেকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাচ্ছে তার উপর এটি আলোকপাত করবে। এখানে - দেশজ পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন থেকে শুরু করে কারুশিল্প উৎপাদনে চক্রাকার অর্থনীতির নীতি অন্তর্ভুক্ত করা, উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা নেওয়া থেকে উপকরণ সংক্রান্ত উদ্ভাবন পর্যন্ত- বিশ্লেষণমূলক গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপগুলির ওপরে মনোনিবেশ করা হয়েছে, এবং নীতি ও অ্যাডভোকেসির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

এই অন্বেষণ জুড়ে আমরা কারুশিল্পী এবং সংস্থাগুলির টেকসইতার সীমানা নতুন ভাবে তৈরি করার প্রচেষ্টাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করব। তাদের পন্থাগুলির মধ্যে পড়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য, স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা উপকরণ, শক্তি-সাশ্রয়ী উৎপাদন পদ্ধতির এবং পণ্যের স্থায়িত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি বর্জ্য কমানোর লক্ষ্য অভিনব ডিজাইনের কৌশলী ব্যবহার। এখানে আলোচনা করা অনুশীলনগুলি কেবল তাত্ত্বিক ধারণা নয়, বরঞ্চ বাস্তব জগতে পার্থক্য তৈরি করা আসল পদক্ষেপ।

ছবি: ব্রিটিশ কাউন্সিল

'সকল কারুশিল্পীই জলবায়ু অ্যাকটিভিস্ট। তারা যে বক্তব্য রাখেন বা যে মিছিলে হাঁটেন তার জন্য নয়, বরঞ্চ তারা যেভাবে জীবন যাপন করেন, যেভাবে তারা উৎপাদন করেন এবং যেভাবে তারা ব্যবসা চালান, তার জন্য।

তাদের কারিগরি নীতিতে স্বচ্ছ, শব্দহীন, অব্যক্ত, অন্তর্নিহিত এবং গভীরে প্রোথিত হল চক্রাকার অর্থনীতি, পুনর্নির্মাণ, রিসাইক্লিং, মেরামত, কম শক্তি ব্যবহার, ন্যূনতম অপচয় এবং সচেতনভাবে উৎপাদন করার নীতি। প্রকৃতি এবং অন্যদের প্রতি সচেতনতা, অভিযোজন এবং উদ্বেগ, টেকসই বিশ্বের প্রতি তাদের দৈনন্দিন অবদান।

ভবিষ্যত সত্যিই কারুশিল্পের – আমাদের তা স্বীকার করতে, শিখতে ও অনুশীলন করতে হবে'।

- ডঃ ঋতু শেঠি

চেয়ারপার্সন, ক্রাফট রিভাইভাল ট্রাস্ট

ছবি: ডেলফিন পলিক

THREAD (থ্রেড) পরিকাঠামো

হস্তক্ষেপের প্রধান জায়গাগুলি সনাক্ত করা এবং বর্তমানে টেকসই ফ্যাশনের রাস্তা দেখানো হওয়া সেরা অনুশীলনগুলি তুলে ধরার জন্য থ্রেড পরিকাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে।

হস্তক্ষেপের প্রধান জায়গাগুলি

T	Technology and innovation টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন (প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন)
H	Heritage materials and innovation হেরিটেজ মেটিরিয়ালস অ্যান্ড ইনোভেশন (ঐতিহ্যবাহী উপকরণ এবং উদ্ভাবন)
R	Research রিসার্চ (গবেষণা)
E	Ecosystem for craftspeople and craft led-enterprises ইকোসিস্টেম ফর ক্রাফটসপিপল অ্যান্ড ক্রাফট-লেড এন্টারপ্রাইসেস (কারুশিল্পী ও কারুশিল্প-ভিত্তিক উদ্যোগের জন্য বাস্তুতন্ত্র
A	Advocacy and policy অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড পলিসি (প্রচার ও নীতি)
D	Development funds and investment ডেভেলপমেন্ট ফান্ডস অ্যান্ড ইনিভেস্টমেন্ট (উন্নয়ন তহবিল ও বিনিয়োগ)

08. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নানা ইন্ডাস্ট্রিকেই নতুনভাবে সাজাচ্ছে, এবং কারুশিল্প ক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও প্রথাগত কারিগরির ওপরে প্রযুক্তির প্রবাহব নিয়ে প্রায়শই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়, কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে ব্যবহার করতে পারলে তা টেকসই ফ্যাশনের সেরা অনুশীলনগুলিকে আরো বড় করে তোলা এবং নতুন সুযোগ এনে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তি ভারতীয় কারুশিল্পী ও উদ্যোগগুলির গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে, যা কি না তাদের কারুশিল্প, বাজারে অ্যাকসেস, স্থায়িত্ব এবং স্বচ্ছতা সবক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

1 **বাজারে সরাসরি অ্যাকসেস:** বিশ্বের বাজারে কারিগরদের সরাসরি অ্যাকসেস দেওয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তি ভৌগোলিক সীমানাগুলিকে ভেঙে ফেলেছে এবং নতুনভাবে কল্পনা করেছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ই-কমার্স সমাধানগুলি সেতু হিসাবে কাজ করে, যা কারিগরদের সারা পৃথিবীর গ্রাহকদের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করে।

2 **ট্রেসেবিলিটি ও স্বচ্ছতা:** কারুশিল্প সাপ্লাই চেইনের মধ্যে ট্রেসেবিলিটি (উৎসে পৌঁছনো) এবং স্বচ্ছতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্লকচেইন ও অন্যান্য ডিজিটাল টুল অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। এর ফলে ভোক্তারা অবগত নির্বাচন করতে পারেন, যার ফলে টেকসই ও নৈতিকভাবে উৎপন্ন কারুশিল্পের চাহিদায় ইন্ধন জোগানো যায়। 11.11-এর মতো উদ্যোগগুলি, পোশাকের বোতামে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন RFID) প্রযুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ট্রেসেবিলিটির সুবিধা দেয়, ফলে ভোক্তারা কোনো পণ্যের ইতিহাস, তার নির্মাতা এবং তার পরিবেশগত ফুটপ্রিন্ট সবই অন্বেষণ করতে পারেন।

3 **প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান:** প্রযুক্তি কারুশিল্পের মধ্যে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান খোঁজা এবং প্রয়োগে সাহায্য করতে পারে। এর মধ্যে পড়ে কাঁচামালের টেকসই সংগ্রহ এবং পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া। উদাহরণ স্বরূপ, ব্রিজিট সিং-এর 'ইনিশিয়েটিভ ফর ওয়াটার কনজার্ভেশন' জাতীয় উদ্যোগগুলি রঙ থেকে হওয়া দূষণ উপশম করা এবং কার্যকর জল ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলন উপস্থাপিত করে।

4 **পরিবেশগত প্রভাব কমানো:** কারিগর ও উদ্যোগগুলি পরিবেশের ওপরে প্রভাব কমানোর জন্য সৃজনশীল সমাধান তৈরির জন্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। যেমনল ডুডলাজ (Doodlage) ও লাইফসাইকেল(Lyfecycle)-এর পোশাকের প্যাকেজিং-এর নিজে থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রযুক্তি একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক প্যাকেটের পরিবেশগত প্রভাব কমায়। কাশা (KaSha) ব্র্যান্ড তাদের গ্রাহকদের বার বিক্রি করা ও মেরামত করার পরিষেবা দিয়ে পণ্যের ব্যবহারের সময়কাল বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই পন্থা যে শুধু টেকসইতা ও স্থায়িত্বের কথা প্রচার করে তাই নয়, ফ্যাশন ভোগের সাথে যুক্ত পরিবেশগত ফুটপ্রিন্টও উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়।

5 **প্রক্রিয়ার উন্নতি:** কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রি ক্রমশ পালটাচ্ছে, শুধুমাত্র পণ্যের দিক থেকেই নয়, প্রক্রিয়ার দিক থেকেও। যেমন, তরঙ্গিনী স্টুডিওর ব্লকপ্রিন্ট ইউনিট, তাদের প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক রঙ এবং গ্লোবাল অরগানিক টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড (GOTS) সার্টিফায়েড রং ব্যবহার করা এবং সচেতন উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের পরিবেশগত ফুটপ্রিন্ট কমিয়েছে এবং নেট-জিরো লক্ষ্য অর্জন করেছে।

6 **কারিগরদের মঙ্গল বৃদ্ধি করা ও কারুশিল্পের উন্নতি সাধন:** ফলাফলের মান উন্নত করা এবং কারিগরদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য কারুশিল্পীদের সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করা। উদাহরণ স্বরূপ, টাটা অন্তরন প্রকল্প কারিগরদের শক্ত কাঠের তাঁত দিয়েছে, যা বোনার প্রক্রিয়াটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। এই উন্নতির ফলে চূড়ান্ত বোনা পণ্যে ধারাবাহিকতার অভাব কমে এসেছে, সামগ্রিক কারুনৈপুণ্য উন্নত হয়েছে। নাগাল্যান্ডে আবিষ্কারকেরা এমন একটি আর্গোনমিক টুল বানিয়েছে যাতে ব্যাকস্ট্র্যাপ লুম উইভিং-এর শ্রমসাধ্য কাজে সাহায্য হয়, কারিগরদের পিঠে শারীরিক চাপ কমে এবং ব্যথা কমায়। এই উদ্ভাবনগুলি শুধুমাত্র কারুশিল্পীদের আরাম দেয় তাই নয়, শরীরও ভালো রাখে।

ব্রিজিট সিং

প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান সহ কারুশিল্প এবং টেকসই জল ব্যবস্থাপনা

জয়পুরের বিখ্যাত ব্লক প্রিন্ট শিল্পী, ব্রিজিট সিং, রঙের দূষণ থেকে আশেপাশের জলাশয়গুলিএক বাঁচানোর জন্য একটি ক্যানা লিলি জল পরিস্রাবণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছেন এবং তিনি টেকসই জল ব্যবস্থাপনা প্রচার করেন। ক্যানা লিলি একটি প্রাকৃতিক জল পরিশোধক, যা জলাশয় থেকে কার্যকরভাবে দূষক শোষণ করে নেয়। অধ্যয়ন থেকে এটির উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জায়গায় বর্জ্য জল থেকে কার্বন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস অপসারণের ক্ষমতা দেখা গেছে।[35] এর শক্ত শিকড় ফিলটার এবং উপকারী জীবের বাসস্থান হিসাবে কাজ করে। ক্যানা লিলি বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, ফলে এটি জল পরিস্রাবণের জন্য আদর্শ।

জলের ট্রিটমেন্ট ও সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ পুনের ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে একসাথে তারা প্রাকৃতিক বালি ও গোবর জাতীয় যৌগিক উপাদান দিয়ে উদ্ভাবনী ফিলটার বানিয়েছে। এই ফিলটার দূষণ হজম করে নেওয়া শক্তিশালী শিকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যার ফলে যে জল পাওয়া যায় তা পৌরসভার ফিলটার জলের থেকে ভালো এবং প্রায় পান করার যোগ্য। তার কর্মক্ষেত্রে ফিল্ড ভিজিটে গিয়ে আমাদের দল এই ফিলটারেশন পদ্ধতিটিকে কাজ করতে দেখেছে এবং জলটি পুনরায় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল।

এই ফিলটাগুলি আবর্তন করে ব্যবহার করা হয়, একটি ফিলটার এক সপ্তাহ ব্যবহার করার পরে অন্যটি ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে প্রতিটি ফিলটার দূষিত পদার্থ হজম করার যথেষ্ট সময় পায়, সেগুলি আটকে যাওয়া প্রতিরোধ করা যায় এবং এই পদ্ধতির দীর্ঘ-মেয়াদি কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যায়। প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন ছাড়াই এই ফিলটারগুলি 17 বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ছবি: শ্রুতি সিং

11.11

স্বচ্ছ কারুশিল্প সরবরাহ চেইন ব্যাবস্থাপনার জন্য RFID এবং নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন

11:11 একটি স্লো ফ্যাশন ব্র্যান্ড যা টেকসইতার প্রতি তার অঙ্গীকারের জন্য পরিচিত। পরিবেশে প্রভাব কমানোর জন্য তারা উদ্ভিদজাত উপকরণ দিয়ে তাদের পোশাক রং করাকে প্রাধান্য দেয়। এই ব্র্যান্ডটি তাদের পোশাকে RFID এবং নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন (NFC) প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছে।

এই প্রযুক্তি বুদ্ধিমানের মতো তাদের পোশাকের বোতামের ভেতরে লাগানো আছে। গ্রাহকেরা তাদের স্মার্টফোন দিয়ে এই বোতাম স্ক্যান করলে তাদের সামনে তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার খুলে যাবে। তারা এই পোশাকে সম্পূর্ণ সফর দেখতে পাবেন, সৃষ্টি থেকে তাদের হাতে এসে পৌঁছনো অবধি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উৎপাদনের সামাজিক ও পরিবেশগত দিকটি সম্পর্কে জ্ঞান।

RFID এবং NFC প্রযুক্তি প্রয়োগ করার মাধ্যমে 11:11 ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বের বিষয়টি তুলে ধরতে চায়। তারা চায় যে গ্রাহকেরা যেন তাদের পোশাকের উৎস এবং তাদের নির্বাচনের প্রভাব সম্বন্ধে আরো ভালোভাবে জানতে পারে। এই উদ্ভাবনী পন্থা ফ্যাশনেরও ঊর্ধে; এটি গ্রাহক, কারিগর এবং পরিবেশের মধ্যে এক অদ্ভুত সংযোগ তৈরি করে।

ছবি: ডেলফিন পলিক

'প্রথাগত সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও অভিব্যক্তি সহজাতভাবেই প্রকৃতির সাথে যুক্ত এবং যে কারুশিল্পীরা বহু প্রজন্ম ধরে এই কাজ করে আসছেন তারা পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত এবং একই সুরে বাধা। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে টেকসইতা অর্জনের জন্য এই অনুশীলনগুলি গুরুত্বপূর্ণ'

- শ্রাবণী দেশমুখ, কালচারাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস ইনিশিয়েটিভ

ছবি: ডেলফিন পলিক

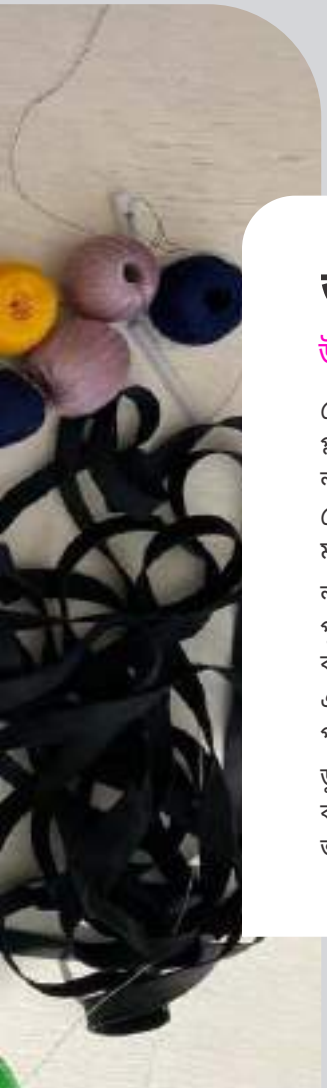

ডুডলেজ

উদ্ভাবনী প্যাকেজিং সমাধানের মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণের মোকাবিলা করা

ডেডস্টক কাপড়কে সুন্দর পোশাকে আপসাইকেল করা ফ্যাশন ব্র্যান্ড ডুডলেজ, পোশাকের প্যাকেজিংয়ে একক ব্যবহারের প্লাস্টিকের থেকে হওয়া প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা করার জন্য সম্প্রতি লাইফসাইকেল-এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। লাইফেসাইকেলের স্ব-ধ্বংসী প্রযুক্তিকে পোশাকের ব্যাগে প্রইয়োগ করে ডুডলাজের প্যাকেজিং উন্নত করা এই সহযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু। এর লক্ষ্য হল ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে চক্রাকার উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া, বিশেষ করে সেগুলি যা প্লাস্টিক দূষণ এবং মহাসাগরে মাইক্রোপ্লাস্টিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

লাইফসাইকেল-এর প্রযুক্তি প্রচলিত পোশাকের ব্যাগের একটি বিকল্প নিয়ে আসে। ব্যাগটি যদিন ব্যবহারযোগ্য থাকে ততদিন তা পুনর্ব্যবহার করা যায় এবং প্রথাগত রিসাইক্লিং পদ্ধতি এড়িয়ে যাওয়া প্লাস্টিকের জন্য একটি সমাধান প্রদান করে, এটিকে বায়োট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে বায়োডিগ্রেডেবল মোমে পরিণত করে। এই মোমটি ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়াকে আকর্ষণ করে, যারা এটিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, আনুমানিক দুই বছরের মধ্যে এটিকে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে দেয় এবং বিষাক্ত পদার্থ বা মাইক্রোপ্লাস্টিক পড়ে থাকে না।

ডুডলেজ-এর প্যাকেজিংয়ে লাইফসাইকেল-এর প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল ফ্যাশন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং টেকসইতা সমর্থন করা। এটি প্যাকেজিংয়ের পরিবেশগত খরচ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে চায় এবং এমন একটি বিকল্প নিয়ে আসে যা সমুদ্রজগতের জন্য ভাল।

09. প্রথাগত উপকরণ এবং উদ্ভাবন

ফাস্ট ফ্যাশনের পরিবেশের ক্ষতির পরিবর্তে প্রথাগত উপকরণ, প্রাকৃতিক তন্তু এবং উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রক্রিয়া একটি খাঁটি, পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প প্রদান করে। জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব বোঝা, এই পদ্ধতিগুলি রক্ষা করা ও পুনরুজ্জীবিত করে, ফ্যাশন বাস্তুতন্ত্রে তাদের লভ্যতা বাড়ানো এবং তাদের পরিবেশগত উপকারিতা সম্বন্ধে জন সচেতনতা বাড়ানোই হল আসল চ্যালেঞ্জ।

1 **দেশজ জ্ঞানের সংরক্ষণ:** বেশিরভাগ সময়েই দেশজ উপকরণের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকে, যার কিছু কিছু এখন আধুনিক বিজ্ঞা স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। যেমন, বাঁশের মধ্যে বায়োডিগ্রেডিবিলিটি এবং শক্তিশালী প্রসারণক্ষমতা দুইই আছে। তাও এই টেকসই কাঁচামাল সহজলভ্য সস্তা সিন্থেটিক বিকল্পের কাছে হেরে যায়। এই পরিবর্তনের ফলে দেশজ, পরিবেশ-বান্ধব উপকরণের ব্যবহার কমে এসেছে।

2 **প্রাকৃতিক তন্তু এবং পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা:** মাটির মতো সংস্থাগুলি বীজ ব্যাংক এবং সুতা ব্যাঙ্কের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে দেশজ কাঁচামালের অ্যাকসেসের বিষয়টি উন্নত করার চেষ্টা করেছে। তাদের লক্ষ্য হল পলি-ভিত্তিক কাপড় এবং ফাস্ট ফ্যাশনের উত্থানের কারণে হ্রাস পাওয়া পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ এবং কৌশলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা। আরও টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য দেশজ কাঁচামাল পুনরুজ্জীবিত করার গুরুত্বের প্রমাণ দেয় কালা তুলা এবং দেশি উলের (দেশি উন) পুনরুজ্জীবন।

3 **টেকসই উপকরণের উদ্ভাবন:** স্লো ফ্যাশন ডিজাইনাররা প্রথাগত জ্ঞানের থেকে নেওয়া পুনরুৎপাদনশীল, বায়োডিগ্রেডেবল উপকরণ এবং বয়ন কৌশল গ্রহণ করে উপকরণের সীমানা বিস্তৃত করছে। পরিত্যাগ করা উপকরণ আপসাইকেল করা, ফুলের বর্জ্য থেকে ভেগান চামড়া তৈরি করা এবং জিরো-ওয়েস্ট প্যাটার্ন-কাটিং জাতীয় উদ্ভাবনী পন্থা টেকসইতা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয় প্রদর্শন করে।

   গোল্ডেন ফেদারস এমন একটি উদ্যোগ যেখানে ডিজাইনাররা ফেলে দেওয়া মুরগির পালক আপসাইকেল করে, সেগুলোকে স্কার্ফ এবং স্টোলের মতো সুরুচিপূর্ণ পণ্যে রূপান্তরিত করে। আরেকটি উদাহরণ হল ফ্লেদার - মন্দির থেকে সংগৃহীত ফুলের বর্জ্য থেকে তৈরি করা ভেগান চামড়া। এই টেকসই উপাদানটি শুধুমাত্র পশুর চামড়ার বিকল্প হিসাবেই কাজ করে না, তার সাথে গঙ্গা নদীতে ফুলের বর্জ্যের সমস্যারও সমাধান করে। ইরো ইরো ব্র্যান্ড একটি শূন্য-বর্জ্য পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা প্রাচীন ভারতীয় প্যাটার্ন কাটার কৌশলগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। কাপড়ের ছাঁট টুকরোগুলি সাবধানে সাথে আরো ছোট টুকরো করে কাটা হয় এবং তারপরে একসাথে বোনা হয়, যা বর্জ্যের থেকে জিনিস তৈরির সম্ভাবনাকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে।

এই উদ্ভাবনগুলি টেকসইতা ও ডিজাইন মিলিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে, যা টেকসই ফ্যাশনের নতুন রাস্তা খুলে দেয়।

'সকল জাতি এবং প্রতিষ্ঠানে, এই স্বীকৃতি ক্রমশ বাড়ছে যে উপকরণগুলির একটি স্ব-নির্মাণের (সেলফ-অ্যাসেম্বলি) গুণ রয়েছে, ডিজাইনও যার মধ্যে নিহিত থাকে। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তনটির ফলে উপকরণগুলিকে নিজে নিজে আকার ধারণ করতে দেওয়ার উপর জোর বাড়ে। ক্রমশ মানুষ উপকরণগুলির উৎস নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে - কোথা থেকে কাদামাটি আসে, ব্যবহৃত তন্তুগুলির ধরন - এবং চূড়ান্ত নকশায় প্রকৃতির নিজেকে প্রকাশ করায়। প্রকৃতির প্রবাহ অন্তরঙ্গভাবে বোঝা মানুষদের জ্ঞানকে সম্মান করে, কারিগর এবং ডিজাইনাররা গাইড হিসাবে কাজ করে ।

বস্তুগত জ্ঞান এবং ডিজাইনের এই পুনর্মিলন, উপকরণের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত কারিগরদের ক্ষমতায়ন করেছে। কখন ফসল কাটতে হবে, কখন তা আবার বাড়বে, এমনকি সঠিক মরশুমি রংও তারা বোঝে। এটি ঋতুর সাথে এক সুরে বাঁধা ডিজাইনের প্রতিফলন, যা কি না একটি চমৎকার সমন্বয়।

মহিলাদের জ্ঞানের এই স্বীকৃতি দেওয়ায়, বিশেষ করে শিল্পকলায়, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন গুরুত্বপূর্ণ হল যে আমরা যারা এই কথোপকথনে নিযুক্ত, সংযোগ স্থাপন করি এবং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করি, তারা যেন তাদের কণ্ঠস্বর এবং তারা যে মূল্য যোগ করেন তা আরও শক্তিশালী করা চালিয়ে যেতে থাকি।'

- স্টেফানি ওয়েনস, ডিন অফ আর্টস, ডিজাইন অ্যান্ড মিডিয়া, আর্টস ইউনিভার্সিটি প্লিমথ

খামির

দেশজ কালা কটন ও দেশি উন (দেশজ উল তন্তু) পুনরুজ্জীবিত করা

খামির হলো ভুজ-এর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যা সাংস্কৃতিক বাস্তুসংস্থান, ঐতিহ্য এবং কারুশিল্পের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে এবং দেশজ তন্তুর পুনরুজ্জীবন এবং কারুশিল্প সম্প্রদায়কে সমর্থন করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কালা তুলা: কচ্ছের শুষ্ক এবং আধা-শুষ্ক জলবায়ুতে, জলবায়ু পরিবর্তন নানা উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যার মধ্যে আছে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলির থেকে ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া। কচ্ছের কিছু অঞ্চলে, দীর্ঘদিন ধরে ওয়াগাদ তুলা নামে একটি দেশীয় জাতের তুলা চাষ করা হয়। এটি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, প্রাকৃতিকভাবে কীটপতঙ্গ এবং রোগ প্রতিরোধী এবং এটির প্রায় কোনোরকমই যত্ন লাগে না। আমেরিকান তুলা এবং পরে, ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েনসিস তুলার(বিটি-কটন) উত্থানের কারণে ওয়াগাদ তুলার জনপ্রিয়তা হ্রাস হতে থাকে।[36] জল এবং রাসায়নিক জিনিসের উপর প্রচুর নির্ভরশীল প্রচলিত তুলা চাষ, পরিবেশের অবক্ষয়কে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখে। প্রচলিত তুলার একটি জলবায়ু-রেসিলিয়েন্ট এবং টেকসই বিকল্পের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং কালা কটন বা ওয়াগাদ তুলার পুনরুজ্জীবন ঘটে। অঞ্চলটিতে টেকসই কৃষির দিকে পরিবর্তন, জলের ব্যবহার কমে যাওয়া এবং রাসায়নিক জিনিস ব্যবহার কমে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। এটি যে শুধু জলবায়ুর ওপরে হওয়া প্রভাবকে প্রশমিত করে তাই নয়, তাছাড়াও কৃষকদের জীবিকা ও পরিবেশগত টেকসইতাও উন্নত করেছে। কৃষক প্রশিক্ষণ, বাজার সংযোগ স্থাপন, বীজ সংরক্ষণ এবং নীতির প্রচার ইত্যাদি বিভিন্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে খামির কালা কটনের[37] পুনরুজ্জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

দেশি উন: ব্রিটিশ কাউন্সিলের 'ক্র্যাফটিং ফিউচার' কর্মসূচির অধীনে খামির ক্রাফ্টস, ইন্ডিয়া, এবং ফিল্ডওয়ার্ক, UK, সুতো কাটা, বোনা এবং হাতে ফেল্টিং জাতীয় স্থানীয় কারুশিল্প দক্ষতার মাধ্যমে দেশজ উল ফাইবার ভ্যালু চেইন, দেশি উন পুনরুজ্জীবিত করার জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করায় অংশীদারিত্ব করেছে। 'ক্র্যাফটিং ফিউচার'[38] ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি গ্লোবাল কর্মসূচি, যার লক্ষ্য হলো মিলিত সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যত গড়ে তোলা।

100 জনেরও বেশি স্পিনার (সুতো প্রস্তুতকারক) তাদের সুতার গুণমানের উন্নতির কথা জানিয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল আরো বেশি ব্যবহার করা শুরু করেছে, যা সম্প্রদায়ের মধ্যে হাতে সুতো কাটার বিষ্যটিকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। এছাড়াও, প্রকল্পের সময় প্রয়োগ করা ডিজাইন সংক্রান্ত হস্তক্ষেপগুলি তাঁতিদের, বহিরাগত ডিজাইনারদের উপর নির্ভর না করেই, দেশজ উল ব্যবহার করে নিজেদের ডিজাইন তৈরি করতে সক্ষম করেছে।

এই ক্ষমতায়নের ফলে উটের থেকে পাওয়া পশম, দেশি উনের উদ্ভাবনী ব্যবহার শুরু হয়, যার ফলে তাঁতিরা এমন নতুন ডিজাইন ভাবতে পারে যা স্থানীয় উপকরণের স্বতন্ত্রতাকে স্বীকৃতি দেয়। প্রকল্পটি কাচ্ছের 100 জন মহিলা তাঁতিদের কাছে পৌঁছে গেছে, যা সম্প্রদায় এবং সৃজনশীলতার বোধকে আরো ব্যাপক করে তোলে।

খামির দেশের বিভিন্ন স্থানে এই মডেলের পুনরাবৃত্তি করছে। এই সম্প্রসারণের লক্ষ্য হল দেশজ তন্তুগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন করা এবং জলবায়ু-রেসিলিয়েন্ট অনুশীলনগুলিকে লালন করা, যা কারুশিল্প এবং পরিবেশগত টেকসইতা উভয়ের উপরই ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করে।

ছবি: ডেলফিন পলিক

গোল্ডেন ফেদারস

মুরগির পালক থেকে উদ্ভাবনী ফ্যাব্রিক প্রস্তুত করা- টেকসই ফ্যাশন এবং বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন পরিবর্তন করা

নন-ডিগ্রেডেবল মুরগির পালক, যা ফেলে দেওয়া হলে প্রায়শই জয়ালশয়কে দূষিত করে, তার পরিবেশগত প্রভাব রাধেশ বুঝতে পারেন। এই সমস্যাটি মোকাবেলা করার জন্য, তিনি এই পালকগুলিকে একটি মূল্যবান এবং পরিবেশ-বান্ধব পণ্য হিসাবে নতুন তাৎপর্য দেওয়ার জন্য কাজ করা শুরু করেন।

তিনি স্থানীয় কসাইদের কাছ থেকে ফেলে দেওয়া মুরগির পালক সংগ্রহ করেন এবং তা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করেন। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি এই পালকগুলোকে সুতায় রূপান্তরিত করেন। এই উদ্ভাবনের ফলে এমন একটি অনন্য কাপড় তৈরি হয় যা প্রথাগত উলের শালের থেকে হালকা এবং মেরিনো, নিউজিল্যান্ড, পশমিনা এবং ভেড়া ও গুজ ডাউনের মতো প্রাকৃতিক উলের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আছে।

সামাজিক প্রভাব: প্রাথমিকভাবে, তাঁতি এবং সুতো প্রস্তুতকারকদের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং তারা নিরামিষাশী হওয়ার কারণে তিনি তাদের নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। কিন্তু, রাধেশ সুতো কাটার প্রক্রিয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট উপজাতি সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করেন। এর ফলে শুধু উৎপাদন সমস্যারই সমাধান হয়নি, এটি ইতিবাচক সামাজিক প্রভাবও ফেলেছে, এটি অনেক আদিবাসী মহিলাদের লাভজনক কর্মসংস্থান প্রদান করেছে। তিন বছরে, গোল্ডেন ফেদারস প্রায় 500 টন মুরগির বর্জ্য হ্যান্ডলুম কাপড়ে রিসাইকেল করেছে, 375 জনেরও বেশি আধা-দক্ষ/অদক্ষ কর্মী নিয়োগ করেছে এবং হ্যান্ডলুম কার্যকলাপের মাধ্যমে 2000-এরও বেশি আদিবাসী মহিলার ক্ষমতায়ন করেছে।

পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা: বর্জ্য পালককে মণ্ড এবং সুতায় পরিণত করে পালকের উল বানিয়ে গোল্ডেন ফেদারস নদী এবং ভূপৃষ্ঠের জল দূষণ জাতীয় পরিবেশগত সমস্যাগুলির মোকাবেলা করে। এছাড়াও, সিন্থেটিক/প্লাস্টিক ফাইবার, পলিফিল, ডাউন এবং ফেদার, কটন এবং ভেড়ার উলের বিকল্প হিসাবে তাদের টেকসই পালকের কাপড় এবং উল গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়, যা মানুষ এবং পৃথিবী উভয়েরই উপকার করে।

ছবি: ব্রিটিশ কাউন্সিল

'আমাদের অনুশীলনে আমরা দেখেছি যে কারুশিল্পী সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করা শুধু অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ নয়, সামাজিকও বটে ... মহিলাদের জন্য কারুশিল্প শুধুমাত্র মজুরি উপার্জন নয়, এটি তাদের ওপর পিতৃতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া ভূমিকার বাইরে নিজেদের পরিচয় অণ্বেষনের সহজ রাস্তা। এই পন্থার সাহায্যে আমরা তাদের দেশজ জ্ঞান নথিবদ্ধ করতে পারি, যেখানে এমন মাইক্রো সিস্টেম আছে যা জলবায়ু সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারে।

- ভাভ্যা গোয়েঙ্কা, প্রতিষ্ঠাতা, ইরো ইরো

ছবি: ডেলফিন পলিক

ইরো ইরো

আপসাইকেল করা বর্জ্য থেকে নতুন কাপড় বোনা

ইরো ইরো, একটি টেকসই ফ্যাশন ব্র্যান্ড, কারুশিল্পের ক্ষেত্রে পলি-ভিত্তিক উপকরণগুলির ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কিত পরিবেশগত উদ্বেগগুলির মোকাবিলা করে। তাদের লক্ষ্য হ'ল কারুশিল্পের সাংস্কৃতিক নির্যাস অক্ষুণ্ণ রেখে টেক্সটাইল বর্জ্য দিয়ে পলিভিত্তিক উপকরণ প্রতিস্থাপন করা।

বর্জ্য দিয়ে বুনন: ইরো ইরো-র বর্জ্য দিয়ে বুননের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং ক্লাস্টার থেকে টেক্সটাইল বর্জ্য সংগ্রহ করা। এই বর্জ্যটিকে যত্নসহকারে লাইনার সুতায় রূপান্তরিত করা হয়, যা হাতে বোনা কাপড়ের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপাদন পরিবেশ বান্ধব, যার সাংস্কৃতিক গুরুত্বও আছে। ইরো ইরো-র লক্ষ্য হল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর প্রতি সম্মান বজায় রেখে বর্জ্য হ্রাস করা এবং টেকসই বিকল্প দিয়ে পলি-ভিত্তিক উপকরণ প্রতিস্থাপন করা।

মহিলা ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন: ইরো ইরো-র কারুশিল্পের মাধ্যমে মহিলা ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের পন্থা তাদের সামাজিক প্রভাবের উদাহরণ স্বরূপ। মহিলাদের অর্থপূর্ণ কথোপকথনে জড়িত হওয়া এবং তাদের পরিচয় খোঁজার সুযোগ প্রদান করে, ইরো ইরো সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখে।

আপসাইক্লিং এবং টেকসই ফ্যাব্রিক উৎপাদনে ইরো ইরো-র প্রচেষ্টা বর্জ্য কমাতে এবং পরিবেশগত দায়িত্ব পালনে অবদান রাখে। গত পাঁচ বছরে, ইরো ইরো প্রায় 15 টন বর্জ্য টেক্সটাইল অফ-কাট হস্তনির্মিত কাপড়ে আপসাইকেল করেছে। এই প্রচেষ্টার ফলে বায়ুমণ্ডলে 250 টন CO2 নির্গমন আটকেছে।

10. গবেষণা

'আমরা যা পরিমাপ করি তাই ম্যানেজ করি। GDP, তাপমাত্রা, ওজন, পারচেজিং ম্যানেজার'স ইন্ডেক্স (PMI) - এই সব কিছু আমরা পরিমাপ করি, তবে পরিমাপের জন্য কোনও পরিমাপ নেই। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এই সকল পরিমাপের ঊর্ধে। GDP বাড়ানোর জন্য আমরা দেশের সব গাছ কেটে ফেলতে পারি না; এটি ভবিষ্যতকে প্রতিফলিত করে না। এই গ্রহের বৃহত্তম প্রজাতি হিসাবে, আমাদের অবশ্যই এমন সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যা সংস্কৃতি এবং ভাষাকে অতিক্রম করে, সমস্তরকম অনুশীলনকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা কি আমাদের পদক্ষেপগুলই পরিমাপ করে সেই জ্ঞানকে আমাদের পথ দেখানোর জন্য ব্যবহার করতে পারি?'

- আয়ুষ কাসলিওয়াল, প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর, আয়ুষ কাসলিওয়াল ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড

'যাদের গণনা করা হয় না, তাদের গুরুত্বও দেওয়া হয় না।'

- ডঃ ঋতু শেঠি, চেয়ারপার্সন, ক্রাফট রিভাইভাল ট্রাস্ট

উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সত্ত্বেও ভারতের কারুশিল্প ক্ষেত্র, এখনও অনেকাংশে অনথিভুক্ত এবং এ বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ তথ্যের অভাব রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রির টেকসই বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য এই তথ্যের ব্যবধান পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে, পরিবেশের উপর কারুশিল্প সাপ্লাই চেইনের প্রভাবে প্রদর্শন করে এরকম তথ্যের অভাব রয়েছে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে এমন সর্বাঙ্গীণ গবেষণা করা প্রয়োজন যা এই তথ্যের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এই গবেষণাটি এমন কারুশিল্প-কেন্দ্রিক টেকসই মূল্যায়ন পদ্ধতি তৈরি করার হিসাবে কাজ করবে যা কারিগরদের অনুকূল। কারুশিল্পের পরিবেশগত প্রভাবগুলি তথ্য-ভিত্তিক উপলব্ধির সাহায্যে আমরা এই ক্ষেত্রের মধ্যে টেকসইতা বাড়ানোর জন্য আরও ভাল, আরও কার্যকর কৌশল তৈরি করতে পারি।

নির্ভরযোগ্য তথ্যের অনুপস্থিতি ভারতে কারুশিল্পের প্রকৃত আয়তন, বৈচিত্র্য এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বোঝার প্রচেষ্টায় বাধা দেয়, তাদের সংরক্ষণ, প্রচার এবং আধুনিকীকরণের জন্য কার্যকর নীতি বা কৌশল প্রস্তুত কঠিন করে তোলে। কারুশিল্পী এবং ব্যবসাগুলির নতুন বাজার অ্যাক্সেস করা, জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার, বা আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব থাকায়, এটি তাদের জন্যও চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ভারতে কারুশিল্প এবং টেকসই ফ্যাশন ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কারুশিল্প-ভিত্তিক প্রভাব পরিমাপ

ক্ষেত্রের মধ্যে টেকসইতা স্পষ্ট করে বোঝার এবং সেই উপলব্ধিকে কঠোর গবেষণার মাধ্যমে দৃঢ় করার জন্য কারুশিল্প-ভিত্তিক পরিমাপ পদ্ধতি খুবই অপরিহার্য। গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে কারুশিল্প ক্ষেত্রে স্বীকৃতি এবং অন্তর্ভুক্তির জন্য এরকম সিস্টেম থাকা দরকার যা তার টেকসইতা সূচকগুলির ওপর নজর রাখবে, পরিমাপ করবে এবং রিপোর্ট করবে। এছাড়াও, যে কোনো সার্বজনীন প্রভাব মূল্যায়নকে মনে রাখতে হবে যে কারুশিল্প ক্ষেত্রের কিছু অনন্য সাংস্কৃতিক ও কাঠামোগত সূক্ষ তারতম্য আছে। সেই দিকগুলি উপেক্ষা করে গেলে তিনটি প্রধান কারণে গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্কে এই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্তি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

1 পরিবেশগত অবদান ছাড়াও কারুশিল্প ক্ষেত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক ক্ষমতাতন, দক্ষতা সংরক্ষণ এবং সম্প্রদায় সংহতির এক অতুলনীয় সমাহার নিয়ে আসে: শুধুমাত্র পরিবেশগত প্যারামিটার নিয়ে কাজ করা মাপকাঠিগুলি ব্যবহার করলে এই বহুমুখী সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবদানগুলি বাদ পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এইরকম সংকীর্ণ মূল্যায়ন সম্ভাব্য বিনিয়োগগুলিকে নিরুৎসাহ করতে পারে এবং এই ক্ষেত্রের বিশ্বের বাজারে পৌঁছনোর বিষয়টি সীমিত করতে পারে।

2 টেকসইতা মূল্যায়নে, কারুশিল্পকে যে সকল স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় সেগুলি বিবেচনা করতে হবে: প্রচুর কারুশিল্প কার্যকলাপই ইনফর্মাল অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ঘটে এবং তা ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে, ফলে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই জটিল কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

3 এছাড়াও, কারুশিল্প বলতে কী বোঝায়, টেকসইতা কে পরিমাপ করছে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে কারুশিল্প নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের অ্যাকসেসিবিলিটি নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়নে কারুশিল্প ক্ষেত্রের অবদানের গভীরতা ও গুরুত্ব যথাযথভাবে বোঝার জন্য একটি সামগ্রিক, বিশেষভাবে বানানো এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিমাপের পন্থার শুধু প্রস্তাবই দেওয়া হচ্ছে না, এটি অপরিহার্য।

200 মিলিয়ন আর্টিজানস

ভারতের কারুশিল্প খাতে তথ্যের ফাঁক পূরণ

200 মিলিয়ন আর্টিজান ভারতের কারুশিল্পী অর্থনীতির মধ্যে কাজ করে, হস্তনির্মিত ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে তুলে ধরার ওপরে এটি মনোনিবেশ করে। এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হল আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ানো এবং আবশ্যক জ্ঞান, সংস্থান এবং নেটওয়ার্কের অ্যাকসেসের সুবিধা দিয়ে উদ্ভাবন পরিচালনা করা।

কর্মপন্থা ও বাস্তবায়ন:

1. **বাস্তুতন্ত্র সক্ষমকারী (এনেবলার)**: 200 মিলিয়ন আর্টিজানস, কারুশিল্প-ভিত্তিক এন্টারপ্রাইজগুলিকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, সচেতনতা এবং উদ্ভাবনী অর্থায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করার চ্যানেল হিসাবে কাজ করে। তাদের কৌশল হলো সহযোগিতামূলক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে পরিবেশগত এবং মানবিক উভয় বিষয়ের মোকাবিলা করা সমাধানগুলি এই এন্টারপ্রাইজের কাছে থাকা নিশ্চিত করা যায়।
2. **গবেষণা-ভিত্তিক অন্তর্দৃষ্টি: তথ্য-চালিত** গবেষণার ওপর জোর দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান, তথ্যের অসঙ্গতি দূর করা, বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগুলিকে পরিচালনা করা এবং নীতি কাঠামোকে অবহিত করার লক্ষ্যে অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করে।
   A. 2023 সালে, তাদের গবেষণা 'হাউ ক্যাটালিটিক ক্যাপটাল ক্যান জাম্পস্টার্ট ইন্ডিয়া'জ কালচারাল ইকনমি' ভারতের সৃজনশীল উৎপাদন এবং হস্তনির্মিত খাতে বিনিয়োগের সূক্ষ্মতা এবং এই প্রসঙ্গে ক্যাটালিটিক মূলধনের প্রভাবগুলি অনুসন্ধান করেছে।
   B. তাদের 2021 সালের উদ্যোগ, 'রোল অফ of ক্রাফট-বেসড এন্টারপ্রাইজেস ইন "ফর্মালাইজিং ইন্ডিয়া'জ ইনফর্মাল আর্টিজান ইকনমি' কারুশিল্প ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা, সংস্কৃতি এবং ইনফর্মালিটির ডায়নামিকসের একটি বিশদ অধ্যয়ন তুলে ধরেছে।
3. **সহযোগিতামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে জ্ঞান একত্রীকরণ:** আন্তঃবিষয়ক কাজের মূল্য স্বীকার করে 200 মিলিয়ন আর্টিজান এমন প্রকল্প তুলে ধরে যেখানে জ্ঞান, সংস্থান এবং অংশীদারিত্ব একজায়গায় মিলে যায়, এবং ফলে ভারতের কারিগরি ক্ষেত্রকে আরো সামগ্রিকভাবে বোঝা যায়।

নির্দিষ্ট গবেষণা এবং সহযোগিতামূলক পদ্ধতির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা 200 মিলিয়ন আর্টিজানের কর্মপদ্ধতি, ভারতের কারিগর অর্থনীতি যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা মোকাবিলায় সহায়ক। কৌশলগতভাবে জ্ঞানের ব্যবধান পূরণ করে এই প্রতিষ্ঠান, দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্লোবাল প্রেক্ষিতে এই ক্ষেত্রের রেসিলিয়েন্স এবং অভিযোজনের ক্ষমতায় অবদান রাখে।

ছবি: ব্রিটিশ কাউন্সিল

11. কারুশিল্পের সাথে যুক্ত মানুষজন এবং কারুশিল্প চালিত উদ্যোগগুলির জন্য বাস্তুতন্ত্র

কারুশিল্প খাতে MSME দুনিয়া চক্রাকার অর্থনীতির প্রচার এবং কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে উদ্ভাবনী সমাধান পরিচালনায় অগ্রভাগে রয়েছে। বেশিরভাগ সময়েই মহিলা এবং কারিগর উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে চলা এই এন্টারপ্রাইসগুলি চিরাচরিত অনুশীলনকে টেকসই এবং উদ্ভাবনী ব্যবসায় রূপান্তরিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, তারা এমন বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় যা তাদের বৃদ্ধি এবং প্রভাবে বাধা দেয়।

লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তি এবং টেকসই কর্মপদ্ধতি:

বিজনেস অফ হ্যান্ডমেড – ফিনান্সিং আ হ্যান্ডমেড রেভলিউশন' থেকে নেওয়া সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে কারুশিল্প, মাইক্রো এবং হ্যান্ডমেড (CMH) ক্ষেত্রের অনন্য অবদানকে উঠে এসেছে। CMH ক্ষেত্র সক্রিয়ভাবে লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির প্রচার করছে, যেখানে নারীরা বিভিন্ন ভূমিকায় নেতৃত্ব দেয়; যা কিনা অন্যান্য অনেক ইন্ডাস্ট্রির থেকে সম্পূর্ণ আলালা। এছাড়াও এই উদ্যোগগুলি সবুজ অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রেও অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে। সমীক্ষা চালানো ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে, 49 শতাংশ স্লো ফ্যাশনে যুক্ত, 35 শতাংশ বর্জ্য পদার্থ আপসাইক্লিং করছে এবং 34 শতাংশ তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করছে।

তাদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কারুশিলু-ভিত্তিক MSMEগুলি আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। 88 শতাংশের মতো বিশাল পরিমাণ হ্যান্ডমেড সৃজনশীল নির্মাতারা বর্তমানে তাদের কাজের জন্য নিজেরাই অর্থ জোগান দিচ্ছে। স্ব-অর্থায়নের উপর এই নির্ভরতা তাদের আয়তন বাড়ানো, উদ্ভাবন এবং আরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব তৈরি করার ক্ষমতাকে সীমিত করে দিচ্ছে

কারুশিল্প-ভিত্তিক এন্টারপ্রাইস নানা ধরনের হতে পারে এবং তাদের কাজের বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এদের মধ্যে কিছু হয়ত সম্প্রদায়ের উন্নতির প্রতি গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ কারুশিল্পী দ্বারা পরিচালিত। অন্যগুলি হয়ত উদ্ভাবনী ডিজাইনের ধারণা দ্বারা চালিত হয়, কেউ কেউ আবার তাদের কারুশিল্পে নতুন মাত্রা আনার জন্য প্রযুক্তির সাহায্য নেয়। মনোনিবেশ করা হয় এই ক্ষেত্রের বর্তমান এবং ক্রমশ আসতে থাকা সমস্যাগুলির সমাধান তৈরি করার দিকে।

ডিজাইন শিক্ষার মাধ্যমে ঐতিহ্য সংরক্ষণ:

ডিজাইন শিক্ষাকে সত্যি সত্যিই রূপান্তর করার সম্ভাবনা সুপ্ত আছে কারুশিল্প নিয়ে কাজ করা লোকজনদের সরাসরি ডিজাইন শিক্ষার পরিকাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার এই ভাণ্ডার শিক্ষার্থীদের জন্য বিশাল মূল্যবান হবে। কারুশিল্পীদের পরামর্শদাতা (মেন্টর) ও প্রশিক্ষকের জায়গা দিয়ে আমরা যে শুধু শেখার অভিজ্ঞতাকেই সমৃদ্ধ করব তা নয়, এই প্রাচীন কারুশিল্প পদ্ধতি যে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গুরুত্ব খুঁজে পায় তাও নিশ্চিত করতে পারব।

> **'ডিজাইন শুধুই চাক্ষিক উপাদান নয়, এটি আমাদের উপকরণগুলির পুরো জীবনচক্র জুড়ে থাকে। আমাদের কাঁচামালের সমাধান আবিষ্কারের মধ্যেই সত্যিকারের ডিজাইন অবস্থিত, বিশেষ করে এই জলবায়ু সঙ্কটের প্রভাবের প্রেক্ষিতে। জলবায়ু সমস্যাগুলিও সমানে পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং আমাদের ডিজাইন সমাধানগুলিকেও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন রূপের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, একইরকম অনন্য সমাধান তৈরি করতে হবে।'**
>
> **- সঞ্জয় গার্গ, প্রতিষ্ঠাতা ও ডিজাইনার র ম্যাঙ্গো**

এই এন্টারপ্রাইসগুলির সম্পূর্ণ ক্ষমতা উদ্ঘাটন করা এবং মানুষ ও পৃথিবীর ওপরে তাদের প্রভাব কাজে লাগানোর জন্য বিশাল সমর্থনের নেটওয়ার্ক আবশ্যক। কারুশিল্প-ভিত্তিক MSMEদের নেটওয়ার্ক, দক্ষ কারিগরের জোগান, মেন্টরশিপ ও এমন নীতির প্রয়োজন হয় যা তাদের কাজকে টেকসই ভাবে বাড়াতে সাহায্য করবে। এই এন্টারপ্রাইসগুলির জন্য ইকোসিস্টেম সমর্থন বাড়ানোর জন্য যে সংস্থাগুলি কাজ করছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রিয়েটিভ ডিগনিটি। এই সামাজিক সংস্থাটি কারুশিল্প-ভিত্তিক ব্যবসাগুলিকে সারা বিশ্বের নানা সুযোগ-সুবিধার সাথে সংযুক্ত করা, সোর্সিং-এর সুবিধা দেওয়া, ক্ষমতা-তৈরির এবং শিক্ষামূলক সংস্থান প্রদান এবং সবুজ ও চক্রাকার অর্থনীতির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করছে।

> **“কীভাবে আমরা পরিচয়ের ব্যাপারটি আবার বলবৎ করতে পারি? কীভাবে আমরা এই জ্ঞানের অধিকারীদের রক্ষা করতে পারি এবং তার পাশাপাশি একসাথে কিছু তৈরি করতে পারি যা উদ্ভাবনকে জায়গা দেয়, যাতে তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে না নিয়ে বরঞ্চ তারা যেখানে আছে সেখান থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাব?”**
>
> **-রাধি পারেখ, প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর, ARTISANS'**

ইন্টার্নশিপ, ফিল্ড ট্রিপ এবং কারুশিল্প-কেন্দ্রিক প্রকল্প জাতীয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের কারুশিল্প ক্ষেত্রকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। কারিগরদের কাছ থেকে সরাসরি শেখার মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক দক্ষতার মধ্যের ব্যবধান পূরণ হতে পারে, যা কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রির সূক্ষ্ম দিকগুলি বিস্তারিতভাবে বোঝায় সাহায্য হবে।

শেষাবধি এই বলা যায় যে, কারুশিল্প-ভিত্তিক MSMEগুলির কারুশিল্প ক্ষেত্র এবং বৃহত্তর অর্থনীতি, দুই ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। সঠিক ইকোসিস্টেম সমর্থন পেলে এই উদ্যোগগুলির তাদের অরভাব আরো বাড়ানোর, টেকসইতাকে তুলে ধরা এবং তাদের সৃজনশীল অভিব্যক্তি দিয়ে আমাদের দুনিয়াকে আরো সমৃদ্ধ করতে থাকার সম্ভাবনা আছে।

দ্য চিজামি উইভস ইনিশিয়েটিভ

বংশানুক্রমিক বয়ন পদ্ধতির সাহায্যে মহিলাদের ক্ষমতায়ন

নাগাল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, চিজামি বয়নশিল্প 600-রও বেশি মহিলাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়, এমন জায়গায় যেখানে চাকরির সুযোগ খুবই সীমিত। 2008 সালে স্থাপিত এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো নাগাল্যান্ডের মহিলাদের স্থায়ী উপার্জনের উৎস এনে দেওয়া।

চিজামি উইভস, সামাজিক, লিঙ্গভিত্তিক ও পরিবেশগত ন্যায় প্রচার করার জন্য NGO নর্থ-ইস্ট নেটওয়ার্ক (NEN)-এর প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট এনএনটারপ্রাইস (NENterprise)-এর শাখা হিসাবে কাজ করে। গ্লোবাল ফান্ড ফর উইমেন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন জাতীয় সংস্থা এবং নাগাল্যান্ড সরকারের সমর্থনে চলা এই উদ্যোগের লক্ষ্য মহিলাদের টেকসই ও স্থায়ী জীবিকা প্রদান করা।

চিজামি উইভস একটি বিকেন্দ্রীকৃত মডেল অনুসরণ করে, যার ফলে মহিলারা তাদের বাড়ি থেকে কাজ করতে পারেন। চূড়ান্ত সেলাই ও জোড়া দেওয়ার জন্য তারা তাদের সৃষ্টিগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় স্থানে নিয়ে আসেন। এই পন্থায় লজিস্টিক সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ থাকলেও এমন একটি ফ্লেক্সিবল কাজের পরিবেশ দেওয়া যায় যেখানে ঐতিহ্যগত কর্মপদ্ধতির সাথে টেকসই জীবিকাকে মেলানো সম্ভব হয়।

তারা ডিজাইনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার ফলে 60 শতাংশ মহিলা তাঁতিরা এখন মাসে 5,000 থেকে 6,000 টাকা রোজগার করছেন। চিজামি উইভস একটি সম্প্রদায়ের ধারণা লালনপালন করে এবং নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, শেখার সুযোগ এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে।

ছবি: ডেলফিন পলিক

রংরেজ

ডিজাইনে উদ্ভাবনের মাধ্যমে লেহেরিয়া কারুশিল্প পুনরুজ্জীবিত করা

মোহাম্মদ সাকিব-এর পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে কারুশিল্পী, এবং তারা লেহেরিয়া কারুশিল্পের বিশেষজ্ঞ। টাই-ডাই কৌশলের শিল্প লেহেরিয়া কাপড়ে ঢেউয়ের মতো নকশা তৈরি করে এবং সাকিবের পরিবারে 150 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন করা হচ্ছে। তার ঠাকুর্দা, শ্রী ইকরামুদ্দিন নীলগার একজন বিখায়ত শিল্পী ছিলেন, যিনি তার দক্ষতার জন্য বহু পুরস্কার পেয়েছেন। এই কারুশিল্পের এত সম্মানজনক ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও লেহেরিয়া এখন বিলুপ্তির মুখে। আধুনিকীকরণ, ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিযোগিতা এবং প্রবল শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া ও তার সাথে কম মজুরি কারুশিল্পীদের এই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি অনুশীলন থেকে বিরত করেছে।

প্রকৃত জায়গায় ফিরে যাওয়া: প্রাকৃতিক রং গ্রহণ করা সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক থেকে রাসায়নিক রঙে পরিবর্তনের বিষয়টি সাকিব লক্ষ্য করেন, এর প্রাথমিক কারণ রাসায়নিক রঙ নিয়ে কাজ করা সহজ। কিন্তু এই পরিবর্তন কারুশিল্পের যথাযথতাকে লঘু করে দেয়। সাকিব প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহারের অনুশীলনে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন এবং প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে পণ্য তৈরি করতে শুরু করে লেহেরিয়ার চিরাচরিত নির্যাসকে পুনর্জীবন দেন।

শিক্ষার সমৃদ্ধি ও উদ্ভাবন: কারুশিল্পের মধ্যে উদ্ভাবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি আরো উদার হয়ে ওঠার পেছনে সাকিব-এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রাফট অ্যান্ড ডিজাইন (IICD)-তে পড়াশোনার সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের ডিজাইন শিক্ষা এবং বংশগত কারুশিল্পের বোধের ওপর ভর করে সাকিব লেহেরিয়াতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করার এই সফর শুরু করেন। তার কাজের মধ্যে পড়ে, প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহারের অঙ্গীকার থেকে না সরে গিয়ে একটিই শাড়িতে 64টি অবধি রং যোগ করা এবং প্রথাগত ডিজাইনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা।

কারুশিল্পর পুনরুজ্জীবন এবং টেকসই জীবিকা: সাকিবের কাজ শুধুমাত্র একটি কারুশিল্পের সংরক্ষণের থেকে অনেক বেশি। এটির মধ্যে জড়িত জীবিকা টিকিয়ে রাখা, সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখা এবং একটি ন্যায্য, ন্যায়সমগত কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা। হস্তনির্মিত হওয়ার কারণে লেহেরিয়া উপার্জনের উৎস জুগিয়ে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনেকগুলি পরিবারকে সমর্থন করে। সাকিবের ব্র্যান্ড থেকে আমরা ঐতিহ্য ও উদ্ভাবনের ভিত্তিতে শক্তিশালী ডিজাইন-চালিত এন্টারপ্রাইস গড়ে তোলার গুরুত্ব বুঝতে পারি।

ছবি: ডেলফিন পলিক

12. প্রচার ও নীতি

হস্তনির্মাণের আখ্যান: প্রচার বা অ্যাডভোকেসির শক্তি

টেকসই ফ্যাশন এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সবথেকে বেশি কথা হওয়া এই যুগে, একটি কাহিনী যা প্রায়শই রাডারের বাইরে থেকে যায় তা হল প্রথাগত কারুশিল্প পদ্ধতির অমূল্য অবদান। স্থানীয় সংস্কৃতি এবং সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে গভীরভাবে জড়িত থাকা এই কারুশিল্প সিস্টেমের, স্লো ফ্যাশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে অবদান রাখার অভাবনীয় ক্ষমতা আছে। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণ থেকে কম কার্বন উৎপাদন পর্যন্ত, কারুশিল্প অনুশীলনে অন্তর্নিহিত নীতিগুলি বিশ্বব্যাপী টেকসইতার লক্ষ্যগুলির সাথে খুবই বেশিরকম মিলে যায়। তবুও, সার্বজনীন টেকসইতার ভাষার সাথে কারুশিল্পকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং তাদের অন্তর্নিহিত মূল্য ব্যাপক দর্শকদের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধা রয়েছে।

কারুশিল্প এবং জলবায়ু সংক্রান্ত কথোপকথন

কুলা কনক্লেভ 2023-এ তার কিনোট বক্তৃতার সময়, অশোক চ্যাটার্জি তার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প আমাদের বলেন, যার থেকে কারুশিল্প ক্ষেত্র সম্বন্ধে থাকা বিপরীত মতগুলি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে কীভাবে একসময় তাকে ভারতে কারুশিল্পের পেছনের সময় ব্যয় করা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। এটিকে এমন একটি ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করা হয় যার 'কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সূর্যাস্ত ক্ষেত্র, শুধুমাত্র যাদুঘরে রাখার উপযুক্ত'। এরই একদম উল্টো ঘটনা ঘটে, যখন কয়েক মাস পরে, চীনে ওয়ার্ল্ড ক্রাফটস কাউন্সিলের সভায়, তিনি শোনেন একজন চীনা আধিকারিক কারুশিল্পকে একটি 'সূর্যোদয় শিল্প' হিসাবে উল্লেখ করছেন, যাকে কিনা আইটি হাব হিসাবে চীনের উত্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। চ্যাটার্জির মতে, কাউন্সিল মিটিং-এর সময়, চীনা দৃষ্টিভঙ্গিটি এই বিশ্বাস থেকে উঠে আসে যে, 'সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনই আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার একমাত্র উপায়। আর সৃজনশীলতা বা উদ্ভাবনের বীজ লুকিয়ে আছে কারুশিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে। সুতরাং কারুশিল্প ধ্বংস দিলে আপনি আপনার সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী সুবিধাগুলি ধ্বংস করে ফেলবেন।

উদীয়মান সবুজ অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে কারুশিল্পের সম্ভাব্য ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বৈপরীত্যটি ভাষা, উপলব্ধি এবং যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য ব্যবধানকে স্পষ্ট করে তোলে।

দুঃখজনকভাবে, কারুশিল্পী এবং কারিগরদের কণ্ঠস্বর প্রায়শই আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বক্তৃতার কোলাহলে হারিয়ে যায়, যে আলোচনাগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রযুক্তিগত সমাধানে মনোনিবেশ করে। এই উপেক্ষিত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরে জাতিসংঘ, ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল কাউন্সিলের উপদেষ্টা সংস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতামতের জন্য ইউনাইটেড নেশনস পার্মানেন্ট ফোরাম অন ইন্ডিজিনাস ইস্যুস (UNPFII) নামে একটি ফোরাম তৈরি করেছে।

টেকসইতার সার্বজনীন ভাষা ও প্রথাগত কারুশিল্প

কারুশিল্পের সাথে টেকসইতার সার্বজনীন ভাষাকে একত্রিত করতে গেলে চারটি মূল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

1. **টেকসই চাহিদার সার্বজনীন ভাষা এবং কারুশিল্প যোগানকে সংযুক্ত করা;** যদিও প্রথাগত কারুশিল্প এবং বিশ্বব্যাপী টেকসইতা একই নীতির কথা বলে, প্রায়শই তারা আলাদা আলাদা কথোপকথনের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, অনেকটা একই ভাবনাচিন্তা করা দুইজন লোক যখন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। উদাহরণ স্বরূপ, কারুশিল্পীর স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণ ব্যবহার করার অনুশীলন, টেকসইতার 'স্থানীয় সোর্সিং' ধারণার একটি বাস্তব উপস্থাপনা। একইভাবে, হস্তনির্মিত বিষয়টি টেকসইতার 'কম শক্তি খরচ' এবং 'কম কার্বন উৎপাদন' নীতির সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলি বর্ণনা করে আমরা কারুশিল্পের কাহিনীকে সার্বজনীন টেকসইতার ব্যাপক ভাষায় অনুবাদ করতে পারি। ফলে তার নাগাল এবং অনুরণন দুইই আরো বিস্তৃত হবে।
2. **জলবায়ু সংক্রান্ত কথোপকথনে কারুশিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব:** টেকসই অনুশীলন সম্পর্কে গভীর বোধ এবং প্রকৃতির সাথে তাদের সরাসরি সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, কারিগররা প্রায়শই এই উল্লেখযোগ্য আলোচনার প্রান্তে থেকে যান। এটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুগম সংলাপের চর্চার দাবি করে। কারিশিল্পীদের গল্প সম্প্রচারের জন্য ইনফ্লুয়েন্সার এবং মিডিয়ার সাথে অংশীদারিত্ব করার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিগোচরতা এবং প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে কারিগরদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা তাদের সুপ্রাচীন, টেকসইতা-ভিত্তিক জ্ঞানকে আমাদের বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় নিহিত করতে পারি।
3. **গল্প বলা, প্রচার, এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রভাব:** ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে এবং ভোক্তাদের মধ্যে কারুশিল্প এবং টেকসই ফ্যাশনের একটি সর্বজনীন বোধ তৈরি করার ক্ষেত্রে গল্প বলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারিগরদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, বিশেষজ্ঞতা এবং কারিগরি কৌশল সহ কারুশিল্পীদের আখ্যান, কারুশিল্পের অন্তর্নিহিত টেকসইতাকে তুলে ধরার একটি শক্তিশালী কাঠামো হিসাবে কাজ করে। বই, ডকুমেন্টারি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রদর্শনীদ জাতীয় বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এই গল্পগুলি ছড়িয়ে দিলে তা টেকসইতার স্পটলাইট কারুশিল্পের বিশ্বের ওপর পড়বে, যেখানেই তাদের আসল স্থান।

'টেকসই ফ্যাশনের অ্যাকটিভিস্ট হিসাবে, যে তৃণমূল সংস্থায়, চিত্রসাংবাদিকতা, লেখালেখি এবং আরো নানা কাজ করেছে, আমি গল্প বলার মাধ্যমে আমূল পুনর্কল্পনায় বিশ্বাস করি। জলবায়ু সঙ্কট বর্ণনার সঙ্কট নিয়ে আসে - সাংস্কৃতিক এবং বিশ্ব সম্প্রদায় হিসাবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি জানানোর জন্য আমাদের সমাধান-ভিত্তিক সাংবাদিকতার কাজে জড়িত হতে হবে; এবং গল্প বলার একটি উপায় হওয়ার ফলে ফ্যাশন, জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপের জন্য একটি অসাধারণ হাতিয়ার নিয়ে আসে।'

- অদিতি মেয়ার, সাসটেনেবল ফ্যাশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কনসালটেন্ট, ADIMAY

"ডি-ইনফ্লুয়েন্সিং বলে একটি ট্রেন্ড চলছে, যেখানে লোকজন ধীরগতির জীবনযাপন, মাইন্ডফুলনেসকে গ্রহণ করছে এবং তাদের শেকড়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। অনেক অসাধারণ গল্প বলার চ্যানেল আছে যেগুলি দেখা যেতে পারে। এটি শুধু বিক্রির বিষয় নয়, বরঞ্চ আমাদের পছন্দ এবং আমরা কীভাবে জামাকাপড় ভোগ করি সেই সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হওয়া। আমি আশা করি যে পরবর্তী প্রজন্ম জামাকাপড় বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেবে, সহযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করবে, ভাগাভাগি করে পোশাক পরবে এবং উৎস সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তারা যদি দিনের বিশেষ পোশাক হিসাবে নৈতিক পোশাক খোঁজেন, কারুশিল্পের কাছেই তার চাবিকাঠি থাকতে পারে, কারণ এর পণ্যগুলি অনন্য। টেকসই ফ্যাশন ভবিষ্যতের জন্য এই আখ্যানটির ফাঁকগুলি পূরণ করা আবশ্যক।"

- শ্রুতি সিং, কান্ট্রি হেড, ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

4. **মূল্য নতুনভাবে প্রত্যক্ষ করা :** টেকসইতার প্রসঙ্গে কারুশিল্পের মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া। মূলধারার বাজারে, কারুশিল্প পণ্যগুলিকে প্রায়ই কম মূল্য দেওয়া হয়, এবং গণহারে তৈরি পণ্যের তুলনায় কম ট্রেন্ডি বা আকর্ষণীয় হিসাবে দেখা হয়। এইভাবে দেখার ফলে যে শুধুমাত্র কারিগরদের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হয় তা নয়, বরং টেকসই কারুশিল্প পণ্যের বিস্তারকেও সীমিত করে। টেকসইতার ক্ষেত্রে কারুশিল্পের বহুরকম মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, জীববৈচিত্র্য তুলে ধরা, এবং ন্যায্য বাণিজ্য এবং দায়িত্বশীল উৎপাদনকে সমর্থন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যবধান পূরণে শিক্ষাও অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করবে। এই মূল্যবোধগুলির উপর জোর দিয়ে এবং কারুশিল্প সামগ্রীগুলির ন্যায়সঙ্গত দাম দেওয়ার কথা প্রচার করে আমরা মূলধারার বাজারে কারুশিল্পকে যেভাবে দেখা হয়, তার পরিবর্তন করতে পারি।

টেকসইতার অনুঘটক হিসাবে কারুশিল্পী

কারুনৈপুণ্য গল্প বলার শক্তির এক জীবন্ত সাক্ষ্য, যা কি না সহমর্মিতা তৈরি করা ও টেকসই বিকল্প প্রচার করার জন্য এক আবশ্যক হাতিয়ার। এর মধ্যে সুপ্ত থাকে কারুশিল্পীর জ্ঞান, সংস্কৃতি, ইতিহাস, আর চারপাশের প্রকৃতির সাথে তাদের সূক্ষ্ম সম্পর্ক। জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলিতে কারুশিল্পীরা কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা প্রদর্শন করার জন্য এই আখ্যানগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে।

টেকসইতার জন্য অনুঘটক হিসাবে কারুশিল্পের সম্ভাব্য ক্ষমতার প্রয়োজন বিভিন্ন স্তরে সহায়তার। জলবায়ু অর্থায়নের যে সুযোগগুলি হস্তক্ষেপের প্রধান উপায় হিসাবে ক্রমশ 'প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের' উপর মনোযোগ দিচ্ছে, সেগুলির দরজায় কড়া নাড়ার জন্য এই ফাঁক পূরণ করা অত্যাবশ্যক । টেকসই উন্নয়নের রাস্তা হিসেবে কারুশিল্প প্রচার করার কাজে নীতিনির্ধারক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা এবং ব্যক্তি সকলেরই ভূমিকা রয়েছে। কারিগরদের পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসাবে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এমন সংলাপ শুরু করায় উৎসাহ দিতে পারি যা টেকসইতাকে কেবলমাত্র একাডেমিক বা নীতি-ভিত্তিক ধারণা হিসাবে না দেখে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা করে তোলে।

কৌশলী নীতির ভূমিকা

কারুশিল্প ক্ষেত্র আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গভীর অংশ এবং জাতীয় GDP-তে এর অবদান উল্লেখযোগ্য। কারিগরদের জীবিকা, লিঙ্গ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্কিত দিকগুলি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে নীতি এবং শাসনপ্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, ক্ষেত্রটি তহবিলের অপ্রতুলতা, কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা এবং বাজারে অ্যাক্সেসের জটিলতা জাতীয় নানা বাধার সম্মুখীন হয়।

বর্তমানে, কারুশিল্প ক্ষেত্রে মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলের অংশ, যদিও এর মধ্যে পাথরের মতো উপকরণ এবং অন্যান্য নানা হস্তশিল্পও জড়িত। সংস্কৃতি মন্ত্রক, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক, পর্যটন মন্ত্রক, দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক এবং MSME মন্ত্রক সহ একাধিক মন্ত্রক জুড়ে যোজনাগুলি ছড়িয়ে থাকায়, সিস্টেমটিতে কাজ করা এই ক্ষেত্রের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ গোলটেবিল আলোচনা থেকে যে বিষয়টি বার বার উঠে এসেছে তা হলো দেশের 200 মিলিয়ন কারিগরের এই বিশাল জনসংখ্যা সংক্রান্ত নির্দেশিগুলি সামলানোর জন্য একটি একক উইন্ডো অ্যাক্সেস, একটি একক টাচপয়েন্ট বা একটি একক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয়তা।

টেকসই ফ্যাশনের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার

ভারতকে চক্রাকার টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলার লক্ষ্যে সাম্প্রতিককালে সরকার টেকসই ফ্যাশনের জন্য নানা যোজনা চালু করেছে।

1. **মিশন লাইফ (LiFE) (লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট):**
   2021 সালে জলবায়ু সম্মেলন COP26-এ ভারত 2030 সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন অনেকট আকম করে ফেলার দৃঢ় অঙ্গীকার জানিয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার মিশন লাইফ উদ্যোগ চালু করেছে, যেখানে জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে চক্রাকার অর্থনীতি ও দেশজ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগটি 'ইউজ-অ্যান্ড-থ্রো' (ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া) ভোগ মডেল থেকে একটি টেকসই চক্রাকার অর্থনীতির দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। গণহারে উৎপাদন পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম কার্বন ফুটপ্রিন্ট থাকা হস্তনির্মিত টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এই উদ্যোগে অনায়াসে খাপ খেয়ে যায়।
2. **মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলের ESG টাস্কফোর্স:**
   বহু-স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে স্থাপিত এই উদ্যোগ T&A ক্ষেত্রের অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে চায়, বিশেষ করে এটির বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির। ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসা প্রধান কিছু বক্তব্য থেকে নানা দৃষ্টিভঙ্গি একজায়গায় করার মাধ্যমে এই টাস্কফোর্স MSMEs-এর মধ্যে আরো পরিচ্ছন্ন এবং দক্ষ কর্মপদ্ধতি গড়ে তুলতে চায়, যাতে জাতীয় স্তরে টেকসই টেক্সটাইলের দিকে পরিবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করা যায়।
3. **মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলের 'টেক্সটাইলে সার্কুলারিটি':**
   চক্রাকার টেক্সটাইল স্থানের মধ্যে কাজ করা মহিলা-চালিত সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, দৃষ্টিগোচরতা বাড়ানো এবং সহযোগিতার সুবিধা করে দেওয়ার লক্ষ্যে এটি শুরু হয়। জলবায়ু সঙ্কট, জীববৈচিত্র হারানো, দূষণ এবং সাপ্লাই চেইনের সমস্যাগুলি মোকাবিলায় চক্রাকার অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি এই উদ্যোগ তুলে ধরে।
4. **'এনহ্যান্সিং সার্কুলারিটি অ্যান্ড সাসটেনেবিলিটি ইন টেক্সটাইলস' (টেক্সটাইলে সার্কুলারিটি ও টেকসইতা বাড়ানো) বিষয়ে মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস ও UNEP অংশীদারিত্ব:**
   টেক্সটাইলে সার্কুলারিটি সম্বন্ধে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া এবং টেকসই অনুশীলন প্রচার করার লক্ষ্যে তৈরি। এই প্রথম এই মন্ত্রক টেক্সটাইল টেকসইতা নিয়ে গ্রাহক সচেতনতায় অংশগ্রহণ করেছে। 30শে জানুয়ারি 2023-এ চালু হওয়া এই কর্মসূচিতে নানা সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে 2,713 স্টেকহোল্ডার ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেছে।
5. **ন্যাশনাল ক্রাফটস মিউজিয়াম #KnowYourWeave (নো ইওর উইভ) শিক্ষামূলক উদ্যোগ:**
   7ই অগস্ট ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে উদযাপন করার জন্য ন্যাশনাল ক্রাফটস মিউজিয়াম এবং হস্তকলা অ্যাকাডেমির সঙ্গে একসাথে মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস একটি দু-সপ্তাহের শিক্ষামূলক চালু করেছিল। 75টিরও বেশি স্কুলে 10,000-এরও বেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই কর্মসূচি বেনারসি ব্রোকেড ও অন্ধ্র ইক্কত সহ নানা ধরনের হ্যান্ডলুম পদ্ধতির সাতেহ পরিচয় করিয়ে দেয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি-র সমর্থনে ওস্তাদ তাঁতিরা ব্লক প্রিন্টিং ও ডাই করা জাতীয় লাইভ প্রদর্শনী এবং ইন্টার্যাকটিভ কার্যকলাপ করেছে, যাতে শিক্ষার্থীদের এই হ্যান্ডলুমের দুনিয়ায় মগ্ন করা যায়।
6. **ভারতীয় বস্ত্র এবং শিল্প কোষ ইনিশিয়েটিভ:**
   দেশজ উৎপাদনের ('স্বদেশী') প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে তুলে ধরে এবং 'ভোকাল ফর লোকাল' (স্থানীয় জিনিসের জন্য সরব হও) নীতিকে সমর্থন জানিয়ে, টেক্সটাইল ও ক্রাফট প্রচার করার জন্য চালু করা একটি ক্রাফট রিপোজিটরি পোর্টাল। কারিগরদের বিশ্বের বাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যের সাথে তাল মিলিয়ে এই প্ল্যাটফর্মটি তাঁতিদের কাজকে সহজ করে দেওয়া, তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং ডিহাইনের মান উন্নত করার চেষ্টা করে।
7. **একতা মল ইনিশিয়েটিভ:** প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে শপিং মল প্রতিষ্ঠা করার একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা, যা সমস্ত জেলা এবং রাজ্য থেকে আসা হস্তশিল্প এবং হ্যান্ডলুম পণ্যগুলি প্রদর্শন এবং প্রচারের কেন্দ্রীভূত স্থান হিসাবে কাজ করবে। এই উদ্যোগ শুধু যে কারুশিল্প প্রদর্শনকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় তাই নয়, বৃহত্তর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ক্যাম্পেনের সাথে তাল মিলিয়ে এটি কারিগরদের একটি ব্যাপক বাজার এনে দিতে চায়।

টেকসই ফ্যাশন ক্ষেত্রের জন্য সহায়ক নীতি তৈরিতে সরকারের যে অঙ্গীকার, এই নীতিগুলি তাই তুলে ধরে। এই ক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এর পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য, সরকারী এবং বেসরকারী উভয় তরফ থেকেই সহায়তা ব্যবস্থা এবং অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন রয়েছে।

13. উন্নয়ন তহবিল এবং বিনিয়োগ

যখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমানে টেকসই এবং উদ্ভাবনী কৌশল সক্রিয়ভাবে খুঁজে চলেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই লড়াইয়ে কারুশিল্প ক্ষেত্রটিতে সেরকম ভাবে বিনিয়োগ করা হয়নি এবং যথাযথ মূল্য দেওয়া হয়নি। প্রথাগত কারুশিল্প এবং কারুশিল্পের উদ্ভাবকদের সহজাত টেকসইতা তাদের জলবায়ু-কেন্দ্রিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সুবিধাভোগী হিসাবে দাঁড় করতে পারে, কিন্তু এই সম্ভাবনাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি দেওয়া বা কাজে লাগানো হয়নি।

আমাদের গ্রহের সংরক্ষণে আদিবাসী সম্প্রদায় ও কারুশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

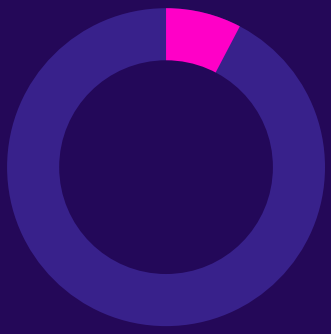

5 শতাংশ
আদিবাসী সম্প্রদায়

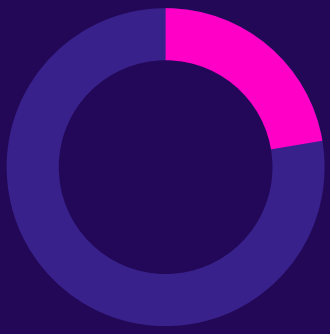

22 শতাংশ
পৃথিবীর পৃষ্ঠতল নিরাপদ রাখে এবং এর

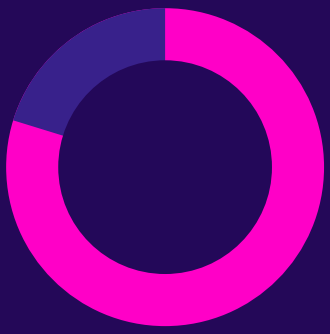

80 শতাংশ
জীববৈচিত্র রক্ষা করে

27 বার
আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত বনগুলিতে কম নির্গমন নেট জিরো ফরেস্টেশন (ব্রাজিল)[39] এর দিকে পরিচালিত সম্প্রদায়গুলি

কারুশিল্প খাতের জন্য বর্তমান অর্থায়ন মডেল

- সরকারি যোজনা
- বেসরকারি ফাউন্ডেশন
- অ-লাভজনক সংস্থা
- কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি

বিনিয়োগের ফাঁক

USD 384

বিলিয়ন বিনিয়োগ করা হবে প্রতি বছর, 2025 সালের মধ্যে, প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের (NbS) জন্য, যাতে বিস্বব্যাপী সঙ্কট মোকাবিলা করা যায়[40]

USD 154

হলো বর্তমানে প্রতি বছর প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানে (NbS) করা বিনিয়োগ[41]

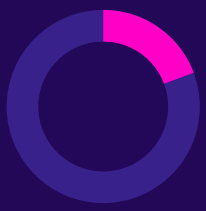

17 শতাংশ

সমগ্র বিনিয়োগের, আসে বেসরকারি মূলধন থেকে [42]

বেশিরভাগ গ্রিন ফান্ডেই (সবুজ তহবিল) কারুশিল্পকে বর্তমানে NbS-এর ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয় না

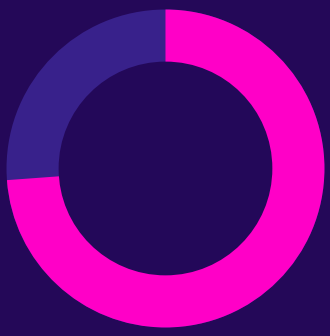

74 শতাংশ

হস্তনির্মিত ও সৃজনশীল নির্মাতারা মনে করেন যে সঠিক বিনিয়োগকারী খুঁজে বার করা একটু দুরূহ চ্যালেঞ্জ

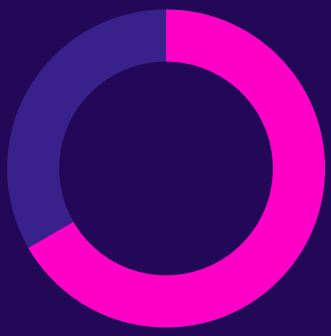

65 শতাংশ

আর্থিক সহায়তার অ্যাকসেস সুনিশ্চিত করতে বাধার সম্মুখীন হন

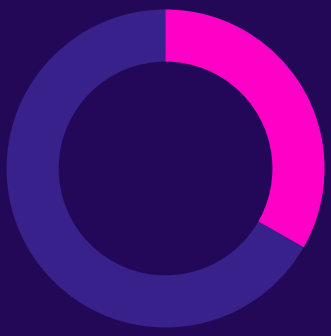

33 শতাংশ

HCM পরিবেশগত টেকসইতার প্রতি অবিচল অঙ্গীকার বজায় রাখেন[43]

কারুশিল্পের জলবায়ু সংক্রান্ত বিনিয়োগের সুযোগ

1. 200 মিলিয়ন আর্টিজানস-এর 'ফিনান্সিং আ হ্যান্ডমেড রেভলিউশন' অনুসারে UN SDG 12 'দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং উৎপাদন' নিয়ে কাজ করা ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ব্যবসাগুলির ভারতে এমন এক সুযোগ রয়েছে যা এখনো কেউ স্পর্শই করেনি, যার মূল্য $1 ট্রিলিয়নেরও বেশি।[44]
2. প্রকৃতি এবং টেকসইতার সাথে কারুশিল্পের একটি অন্তর্নিহিত সংযোগ রয়েছে যা জলবায়ু বিনিয়োগ এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (NbS) এর প্রেক্ষিতে এটিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জন্য আকর্ষণীয় ক্ষেত্র বানিয়ে তোলে। NbS সেইসব কার্যকলাপের ওপর জোর দেয় যাতে বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং টেকসই ব্যবহার জড়িত।[45] 2022 সালের জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনের উচ্চ-স্তরের চ্যাম্পিয়নস রিপোর্ট অনুসারে, প্রকৃতি-ইতিবাচক সমাধানগুলিকে কাজে লাগালে 2030 সালের মধ্যে বার্ষিক US$4.5 ট্রিলিয়ন পর্যন্ত নতুন ব্যবসার সুযোগ উন্মোচন হতে পারে।46
3. 2023 সালে, PwC-এর অ্যাক্সেলেরেটিং ফিনান্স ফর নেচার' প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে প্রকৃতি-কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলির জন্য অর্থায়নের অভাব দেখা দেয় বোঝার ক্ষেত্রে ফাঁক থাকার কারণে, আগ্রহের অভাবে নয়। আর্থিক রিটার্নের জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হওয়ার কারণে কিছু বিনিয়োগকারী এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ হারান। বেশিরভাগ সময়েই স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পগুলি বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।47
4. জলবায়ু সঙ্কট প্রশমনের ক্ষেত্রে কারুশিল্প ক্ষেত্রের সম্ভাব্য ক্ষমতার প্রতি আমাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের সত্যতা প্রতিপন্ন করা তথ্যের অভাব, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধাগুলির মধ্যে অন্যতম। আরও একটি চ্যালেঞ্জ হল স্লো ফ্যাশনের বৃদ্ধির স্কেল বুঝতে পারা, কারণ এটি ফাস্ট ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলির রাস্তা থেকে সরে আসে। স্লো ফ্যাশনের অদ্বিতীয় প্রকৃতির কারণে এটিকে ফাস্ট ফ্যাশনের মতো একই টুল এবং কাঠামো দিয়ে মাপা যায় না, যা সম্ভবত এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আপিল কমিয়ে দেয়।
5. কারুশিল্পকে বিশ্বব্যাপী স্লো ফ্যাশনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নানা দিকে বিনিয়োগের প্রয়োজন আছে। কারুশিল্প উদ্যোগকে ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবনের মধ্যে সেতু হিসেবে উঠে এসেছে। দক্ষতা্র বিকাশ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ কারিগরদের বিশ্ববাজারের সাথে যুক্ত করে, অন্যদিকে সাপ্লাই চেইন স্বচ্ছতা ভোক্তাদের আস্থা তৈরি করে। উপকরণের উদ্ভাবন, গবেষণা এবং টেকসই পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে, কারুশিল্প খাতটি অনায়াসে টেকসই ফ্যাশনের ভবিষ্যতের সাথে এক লাইনে আসতে পারবে।
6. মূল বিষয় হল এমন একটি মনোমুগ্ধকর আখ্যান তৈরি করা যা ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে জলবায়ু সংক্রান্ত লক্ষ্য, বিশেষ করে অভিযোজন এবং প্রশমনের সাথে একজায়গায় বাঁধবে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংক্রান্ত বিনিয়োগ আরও বিশদ হয়ে উঠছে, যেখানে গ্রিনহাউস নির্গমন কমানো বা সম্প্রদায়ের রেসিলিয়েন্স বাড়ানোর মতো নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলিতে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কারুশিল্প তার সঠিক জায়গা খুঁজে পেতে পারে।

'আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থার পক্ষে সওয়াল করা গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে জলবায়ু বিনিয়োগ, রেসিলিয়েন্ট এবং ভারসাম্যপূর্ণ ভবিষ্যতের চাবিকাঠি ধারণ করা এই সকল এনভায়রনমেন্টাল স্টুয়ার্ডদের অত্যাবশ্যক কাজকে সমর্থন জোগায়। জমির তত্ত্বাবধায়ক কে? একজন কারিগর হতে পারেন, যিনি দক্ষতার সাথে তন্তু বুনছেন; একজন কৃষিজীবী হতে পারেন, একজন কৃষক যিনি স্বাস্থ্যকর সবজি এবং ফল চাষ করেন। কিন্তু আমরা যেন তাদের ভুলে না যাই যারা কৃষি-পরিবেশগত নীতি মেনে চলে, পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি অনুশীলন করে এবং আমাদের মূল্যবান পৃথিবীর যত্ন নেয়। জলবায়ু বিনিয়োগের অর্থ তাদের হাতে পৌঁছনো আমরা কীভাবে নিশ্চিত করতে পারি? বর্তমানে, এরকম মনে হচ্ছে যে শুধুমাত্র পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বা হাই-টেক উদ্ভাবনে নিযুক্ত ব্যক্তিরাই এই ধরনের সমর্থনের যোগ্য, জমি ও জলের যত্ন নেওয়া সত্যিকারের নায়কেরা পিছনে পড়ে থাকছেন।

- টামারা ল গোস্বামী, অ্যাডভাইসরি বোর্ড মেম্বার, ভারত অ্যাগ্রোইকলজি ফান্ড

হার্থ ভেঞ্চারস

ভারতের কারুশিল্প ও চক্রাকার অর্থনীতিতে বিনিয়োগ

2021 সালে প্রতিষ্ঠিত হার্থ ভেঞ্চারের লক্ষ্য দুই প্রকার: ভারতের হস্তনির্মিত কারুশিল্প এন্টারপ্রাইসের বৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগানো এবং এই দেশের ব্যাপক চারুকলা ও কারুশিল্পএর ঐতিহ্যকে সমর্থন করা। এই ফার্মটি ভারতীয় কারুনৈপুণ্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে এবং তুলে ধরতে চায়, বিশ্বের দরবারে ভারতীয় কারুশিল্প পণ্যগুলির উপস্থিতিকে আরো জোরালো করতে চায় এবং ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলের কারিগর ও কারুশিল্পীদের অর্থপূর্ণ সাহায্য করতে চায়।

বিনিয়োগের ফোকাস

পণ্য-ভিত্তিক এন্টারপ্রাইস: আসবাবপত্র, আলো, মৃৎশিল্প, দেওয়াল শিল্প, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, উপহার সামগ্রী, অ্যাকসেসরিজ এবং এই ধরনের আরও নানা পণ্য তৈরিতে জড়িত সত্তাগুলি।

সক্ষমকারী বা এনেবলার: এগুলি হল ব্যাকবোন কোম্পানি যা ভারতীয় কারুশিল্পের বিক্রয় প্রক্রিয়া মসৃণভাবে চলতে সাহায্য করে। এরা ই-কমার্স পাইকারি বিক্রেতা, লজিস্টিক সত্তা, প্রযুক্তি সংস্থা এবং আরও নানা কিছু হতে পারে।

বিক্রেতা: ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে রিটেল চেইন, বাজার এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশক অবধি।

মূল মাপকাঠি: কারুশিল্পীদের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর জোর দেওয়া, ইউএন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মেনে চলা, উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রতিভা, স্কেলেবিলিটি (বাড়ানো-কমানোর সম্ভাবনা), এবং হার্থ-এর পোর্টফোলিওর মধ্যে খাপ খাওয়া।

মূলধনের অধিক মূল্য (ভ্যালু বিয়ন্ড ক্যাপিটাল): হার্থ ভেঞ্চারের সমর্থন শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্যর চেয়ে অনেক বেশি। ফার্মটি অতুলনীয় ব্যবসায়িক মেন্টরশিপ প্রদান করে এবং তার পোর্টফোলিও সংস্থাগুলির মধ্যে সমণ্বয়ে উৎসাহিত করে।

পোর্টফোলিও: তাদের বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর মধ্যে আছে কদম হাট, শোভিতাম, রিলাভ

ছবি: ব্রিটিশ কাউন্সিল

IV. সুপারিশ

স্টেকহোল্ডারদের সাথে কথোপকথনের সময় আমরা অংশগ্রহণকারীদের থেকে জলবায়ু সঙ্কটের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রির উন্নত ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাদের সুনির্দিষ্ট ধারণা ও কাঙ্খিত লক্ষ্য জানতে চাই। এই কথোপকথনগুলি থেকে প্রচুর উদ্ভাবনী ধারণা ও আকাঙ্খার কথা উঠে আসে।

এই সুপারিশগুলির মধ্যে থেকে সকল স্টেকহোল্ডার – কারিগর, ডিজাইনার এবং শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারক এবং কমিউনিটি লিডারদের জন্য নানা ধরনের সুযোগের কথা উঠে আসে- যাতে তারা টেকসই দুনিয়াতে কারুশিল্পের আরো ভালো ভবিষ্যত গ্রহণ, বিকাশ ও একসাথে তা গড়ে তুলতে পারে।

ছবি: ডেলফিন পলিক

14. স্টেকহোল্ডারদের আকাঙ্খা

15. একসাথে ভবিষ্যত গড়া: পরিবর্তনের পরিকল্পনা

বাস্তুতন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা যাতে জলবায়ু সঙ্কটের মোকাবিলায় কারুশিল্প ক্ষেত্রের ক্ষমতা উদঘাটন করতে পারেন তার জন্য কিছু কৌশলী সুপারিশ এখানে দেওয়া হলো

1. বিশ্বব্যাপী চাহিদা অনুসারে কারুশিল্প খাতের বিবর্তনের জন্য ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক ফ্রেমওয়ার্ক

A. **জাতীয় কারুশিল্প টেকসইতা কৌশল:** কারুশিল্প ক্ষেত্রকে দায়িত্বশীল নির্মাণের বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য কৌশলী, দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গঠন করার জন্য একটি কাজের দল তৈরি করুন। সরকারি সংস্থা, এনজিও, শিক্ষাবিদ সম্প্রদায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সহ নানা ধরনের স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা নকশা তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে যেন কারুশিল্প ক্ষেত্রকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লড়াই করার মতো করে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

B. **টেকসইতা মূল্যায়নের মাপকাঠি:** জিডিপি, জীবিকা সৃষ্টি এবং টেকসইতার ক্ষেত্রে প্রভাবে কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্রের অবদান মূল্যায়ন করার জন্য এর জন্য নির্দিষ্ট তথ্যের পদ্ধতিগত ম্যাপিং এবং বিশ্লেষণ চালনা করুন। কারুশিল্প প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রভাব পরিমাপ করার জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত মাপকাঠি এবং মূল্যায়নের মানদণ্ড তৈরি করুন। কারুশিল্প খাতের জন্য টেকসই কৌশলের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য-চালিত জ্ঞান সাহায্য করবে।

C. **সমন্বিত কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রি সহায়তা পোর্টাল:** নানা সরকারী সংস্থার অবদানগুলি একত্রিত করে একটি কেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন, যাতে কারুশিল্প ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি একক অ্যাক্সেস পয়েন্ট স্থাপন করা যায়। এই পোর্টালটি যোজনা, সুবিধা এবং তথ্য অ্যাক্সেস করার প্রক্রিয়া সহজ করবে, যার ফলে কারুশিল্প ব্যবসার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

2. কারুশিল্প খাতের বাস্তুতন্ত্র, এন্টারপ্রাইস ও উদ্যোগ

A. **কারুশিল্পে টেকসই অনুশীলনের স্বীকৃতি এবং দৃষ্টিগোচরতা:** উপাদানের উদ্ভাবনী ব্যবহার, বর্জ্য কমানো এবং শক্তি-সাশ্রয়ী উৎপাদনের মতো সেরা অনুশীলনগুলিকে তুলে ধরা এবং তার প্রশংসা করার জন্য কারুশিল্প পুরস্কার, গ্রিন ক্রাফট পর্যটন এবং কারুশিল্প অ্যাম্বাসাডর কর্মসূচির মতো উদ্যোগ তৈরি করুন। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে টেকসই কারুশিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য গণ-প্রচার অভিযান শুরু করুন। কারুশিল্পের দৃষ্টিগোচরতা বাড়ানোর বিষয়টিকে প্রাধান্য দিন।

B. **কারুশিল্প ভিত্তিক স্লো ফ্যাশন উদ্যোগ:** প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান দিয়ে কারুশিল্প সম্প্রদায়কে টেকসই অনুশীলন গ্রহণ এবং বজায় রাখার জন্য প্রস্তুত করার জন্যকর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মতো সামগ্রিক ক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচি তৈরি করুন। এটা ঠিকই যে অনেক কারুশিল্পী ইতিমধ্যেই স্লো ফ্যাশনের নীতিগুলি অনুশীলন করেন, তাও টেকসই ফ্যাশন ক্ষেত্রের অগ্রণী হিসাবে কারিগরদের তুলে ধরার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সংস্থান, প্রশিক্ষণ এবং বাজারে অ্যাক্সেস প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

C. **কারুশিল্প ব্যবসা ইনকিউবেটর, অ্যাক্সেলেরেটর এবং গবেষণা অনুদান:** উদীয়মান কারুশিল্প এন্টারপ্রাইসগুলিকে প্রয়োজনীয় সংস্থান, বিশেষজ্ঞের সহায়তা এবং আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য শক্তিশালী সমর্থন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন। টেকসই কারুশিল্প অনুশীলন নিয়ে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জন্য অনুদান এবং অর্থসাহায্যর সুযোগ করে দিন। ক্ষেত্রে যে জ্ঞানের ফাঁক আছে, তা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে গবেষণা অধ্যয়ন পরিচালনা করতে উৎসাহিত করুন।

D. **কমন ফেসিলিটি সেন্টার (CFCs):** CFC-এর উন্নয়নে বিনিয়োগ করুন, যাতে টেকসই দক্ষতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা, রিসাইকেল করা সামগ্রীর ব্যবহারের প্রচার করা যায় এবং টেকসই অনুশীলনের জন্য কারিগরদের বাজারের এবং আর্থিক অনুদানের সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি সহায়ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।

3. উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির অগ্রগতি

A. **দেশজ উপকরণের অ্যাকসেস:** বাঁশ, পাট, নারকেলের ছোবড়া, এবং খাদির মতো ঐতিহ্যবাহী এবং স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত উপকরণগুলির প্রাপ্যতা সহজ এবং দাম কম করা। ট্যাক্স কমিয়ে, বিতরণ ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করে এবং রাজ্য পর্যায়ের কারুশিল্পী সম্প্রদায়কে একসাথে কাজ করতে উৎসাহিত করে সরকার এর সমর্থন করতে পারে। কারুশিল্প উৎপাদনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য বীজ ব্যাংক তৈরির সুবিধা প্রদান করুন, যাতে প্রাকৃতিক তন্তু এবং রঙের সরবরাহ নির্ভরযোগ্য থাকা নিশ্চিত করা যায়।

B. **উপকরণের উদ্ভাবন:** কারুশিল্প উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় এরকম উদ্ভাবনী ও পরিবেশ-বান্ধব উপকরণের গবেষণার জন্য সংস্থান বরাদ্দ করুন, যাতে কারুশিল্প ক্ষেত্রের মধ্যে উপকরণের টেকসইতা এবং উদ্ভাবনী বৃদ্ধি দুইই ইন্ধন পায়। নতুন উপকরণ তৈরি করা ব্যবসা এবং আবিষ্কারকদের প্রণোদনা দিন।

C. **প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিকরণ:** কারুশিল্প ক্ষেত্রে শক্তি-সাশ্রয়ী সরঞ্জাম ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস জাতীয় পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ওকালতি করুন। কারুশিল্পীদের কাজ উন্নত করতে, বিশ্বের বাজারে অবিরাম অ্যাক্সেস সহজতর করতে, ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে এবং কারুশিল্পের ভ্যালু চেইন জুড়ে স্বচ্ছতা এবং ট্রেসেবিলিটি (সূত্র অনুসন্ধানের সুযোগ) প্রদানের জন্য নতুন প্রযুক্তিগত সমাধানগুলির বিকাশে সহায়তা করুন। এই সমন্বিত প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র টেকসইতাকেই চালিত করবে তা নয়, ইন্ডাস্ট্রিতে বৃদ্ধি এবং আস্থাও বাড়াবে।

4. শিক্ষা ও গবেষণা

A. **আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন প্ল্যাটফর্ম:** পরিবেশ বিজ্ঞান, ব্যবসা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং শিল্পকলা জাতীয় বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রকল্প এবং উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে নানা ধরনের স্কিল সেট এবং ভাবনাচিন্তাকে একজায়গায় আনা যায়। কারুশিল্প, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের একসাথে জড়িয় এথাকার বিষয়টি দেখে এরকম গবেষণায় উদ্যোগ নিন। পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান আদানপ্রদানের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করুন যেখানে গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং কারুশিল্পীরা টেকসই কারুশিল্প সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সেরা অনুশীলন সংক্রান্ত বিনিময় করতে পারে।

B. **শিক্ষাবিদ সম্প্রদায়-কারুশিল্পী জোট:** শিক্ষাবিদ এবং কারুশিল্প সম্প্রদায়ের মধ্যে অংশীদারিত্ব তৈরি করতে সাহায্য করুন। এই ধরনের কোলাবোরেশনগুলির সাহায্যে বিষয় ও প্রসঙ্গ নির্দিষ্ট গবেষণা করা সম্ভব হয়, যা কারিশিল্প খাতে টেকসই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনন্য চ্যালেঞ্জ, চাহিদা এবং সুযোগগুলি নিয়ে কাজ করতে পারে।

C. **স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে টেকসইতা-কেন্দ্রিক শিক্ষা:** ডিজাইন, চারুকলা এবং নৃতত্ত্ব সহ নানা ধরনের পাঠ্যক্রমে টেকসইতা সংক্রান্ত মডিউল অন্তর্ভুক্ত করুন। ফিল্ড ট্রিপের জন্য কারিশিল্প ক্লাস্টারগুলিতে নিয়ে যান, যাতে তারা আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি অনন্য সুযোগ পায় এবং তাদের পোশাক এবং পণ্যতে প্রাণসঞ্চার করা দক্ষ কারিগরদের সম্পর্কে অবগত হয়।

5. ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট ও অংশীদারিত্ব:

A. **সবুজ অর্থায়ন (গ্রিন ফিনান্সিং) এবং বিনিয়োগ:** কারুশিল্প-নির্দিষ্ট অর্থায়ন এবং বিনিয়োগের এমন বিকল্প তৈরি করুন যা টেকসই উপকরণ এবং অনুশীলন সমন্বিত করা প্রকল্পগুলিকে প্রাধান্য দেয়। 'দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার এবং উৎপাদন' (SDG 12) এর সাথে এই অর্থায়ন কৌশলগুলিকে একজায়গায় মেলান।

B. **ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট তহবিল ও প্ল্যাটফর্ম:** ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট (প্রভাব বিনিয়োগ) -এর জন্য এরকম সুনির্দিষ্ট তহবিল ও প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করুন যা টেকসই কারুশিল্প এন্টারপ্রাইসগুলিকে সহায়তা করে। এই উদ্যোগগুলি সেইসব বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে যারা আর্থিক মুনাফা এবং ইতিবাচক পরিবেশেগত প্রভাব দুইই চান।

C. **বিনিয়োগকারী-কারুশিল্পী-উদ্যোক্তা নেটওয়ার্ক:** পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করার জন্য বিনিয়োগকারী, কারুশিল্প উদ্যোগ এবং কারুশিল্পীদের মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপনের সুবিধা করে দিতে হবে। এমন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে যা টেকসই কারুশিল্প উদ্যোগকার্যকে সমর্থন করে, কারুশিল্পীদের মধ্যে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া, সহযোগিতা এবং বাজারে অ্যাক্সেস সহজতর করে। এর মধ্যে কারুশিল্পীদের সাথে সম্ভাব্য ক্রেতা, রিটেলার এবং পরিবেশকদের সংযোগ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের জিনিস বিক্রির বাজারের সম্প্রসারণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

“আমাদের কল্পনাশক্তির অভাবই জলবায়ু ধ্বংসাত্মকতার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। আপনি যদি পুনর্কল্পনার মতো বৈপ্লবিক বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারেন – আমার মতে সেটিই ভবিষ্যত”

- অদিতি মেয়ার, সাসটেনেবল ফ্যাশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও কনসালটেন্ট, ADIMAY

উপসংহার

ভারত, যুক্তরাজ্য এবং সারা বিশ্বে - জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় কারুশিল্প এবং দেশজ, সহজাত জ্ঞান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এগুলি টেকসইতা এবং সম্পদশালীতাকে প্রাধান্য দেওয়া এই প্রাচীন অনুশীলনগুলি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর হয়েছে। স্থানীয়ভাবে জোগাড় করা উপকরণ দিয়ে বানানো হস্তনির্মিত পণ্যগুলি কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমায় এবং পরিবেশ-বান্ধব বিকল্পগুলির কথা বলে, যা দায়িত্বশীল উৎপাদনে উৎসাহ জোগায়। গোলটেবিল আলোচনায় রেসিলিয়েন্স, প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান এবং লিঙ্গ, জীবিকা, জলবায়ুকে একজায়গায় নিয়ে আসা মডেল এবং স্লো ফ্যাশনের কথা উঠে আসে। এটিও নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারা গেছে যে পরিবেশের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক সংস্থানের উপর নির্ভরতার কারণে, কারিগর সম্প্রদায়গুলির জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হওয়া ঝুঁকির মুখে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং রেসিলিয়েন্ট সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য আমাদের একটি যথাযথ পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লড়াই এবং টেকসইতার বিষয়ে কারুশিল্প ক্ষেত্রটি ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। সারা বিশ্বে এটি বৃহত্তর জলবায়ু কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বাস্তুতন্ত্রের জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতি প্রয়োজন, যার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের প্রচার, কারুশিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়তা, পৃথিবী-কেন্দ্রিক সমাধানগুলি স্কেল করা এবং শিক্ষার পুনর্গঠন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে চাওয়া সরকারগুলিকে অবশ্যই এই ক্ষেত্রটিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং এর উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য জলবায়ু সংক্রান্ত তহবিল পুনর্গঠন করতে হবে।

এটি কারুশিল্প বিপ্লবের সময় – পরিবর্তনের কারিগরদের সামনে নিয়ে আসা এবং এমন এক ভবিষ্যত গড়ে তোলার সময় যা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি এবং আমাদের এই গ্রহ দুটির প্রতিই সম্মানজনক হয়।

ছবি: ডেলফিন পলিক

16. স্টেকহোল্ডার ও অংশগ্রহণকারীরা

অভিষেক জানি - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা - ফেয়ারট্রেড ফাউন্ডেশন, ভারত

অদিতি মেয়ার - সাসটেনেবল ফ্যাশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও পরামর্শদাতা - ADIMAY, Inc

অ্যালি ম্যাথান - প্রতিষ্ঠাতা – অ্যালি ম্যাথান ক্রিয়েশনস; বোর্ড ট্রাস্টি- রেজিস্ট্রি অফ শাড়িজ

অপর্ণা সুব্রমনিয়ম - পার্টনার - 200 মিলিয়ন আর্টিজানস

অপর্ণা রাজাগোপালন- ডিজাইন রিসার্চ ডিরেক্টর- ইকারাস; সার্কুলার ডিজাইন ইন্ডিয়া

অনভিতা প্রশান্ত - প্রতিষ্ঠাতা - গো নেটিভ

অনিকেত ধর - সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ক্লকেট

অংশু আরোরা - সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিজাইন ডিরেক্টর- স্মল শপ

অজিত কুমার পাঠক – ডেপুটি ডিরেক্টর – সেরিকালচার আসাম সরকার

আলয় বারাহ - নির্বাহী পরিচালক – ইনোভেট.চেঞ্জ.কোলাবোরেট(ICCO)

আলিফা জিবরানি - সহ-প্রতিষ্ঠাতা - ক্লকেট

আলিয়া কুরমালি

আন্দ্রিয়া স্টোকস - প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর – সোয়াহলি (Swahlee)

অনন্যা শর্মা - ICCO (ইনোভেট.চেঞ্জ.কোলাবোরেট)-এর ট্রাস্টি - ইয়ার্ন গ্লোরির স্বত্বাধিকারী/ডিজাইন বিশেষজ্ঞ

অনুরাধা কুলি - জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী, প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক - ন্যাচারালি অনুরাধা

আরাধনা নাগপাল- প্রতিষ্ঠাতা- ধূপ ক্রাফটস; এবং কিউরেটর - ফ্লারিশ শপ

অনুরাধা সিং - প্রধান - নীলা হাউস

আনভিতা প্রশান্ত - প্রতিষ্ঠাতা - গো নেটিভ

আশাদীপ বড়ুয়া - প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা - ক্লকেট

অশোক কুমার দাস - অধ্যক্ষ - আসাম টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট

আতাউর রহমান - যুগ্ম পরিচালক - সেরিকালচার আসাম সরকার এবং আসাম প্রজেক্ট অন এগ্রিবিজনেস অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন (APART)-এর নোডাল অফিসার

আতশোল থপি - প্রকল্প সমন্বয়কারী - চিজামি ওয়েভস এবং মেলুরি ন্যাচারাল কটন ইনিশিয়েটিভ

আলপি বয়ল্লা- পরিচালক- সেভ দ্য লুম

আস্থা জৈন - প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট - ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

অদিতি হোলানি - কলকাতা লিড - ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

অরিনীতা দাস - টেক্সটাইল ডিজাইনার, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, শিলং (NIFT)

অঙ্কিত আগরওয়াল - প্রতিষ্ঠাতা - ফুল.কো - ফ্লেদার উপাদান

অনুভব নাথ - প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক - ওজাস আর্ট গ্যালারি

আয়ুষ কাসলিওয়াল - প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক - আয়ুশ কাসলিওয়াল ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড

ঔশয্য সাইকিয়া - প্রোগ্রাম ম্যানেজার - ICCO

বানো মেগোলহুসাউ হারালু - ভারতীয় সাংবাদিক এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার- বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ট্রাস্ট, নাগাল্যান্ড, কনজার্ভেশনিস্ট

ভারতী গোবিন্দরাজ - চেয়ারপার্সন - ক্রাফট কাউন্সিল অফ কর্ণাটক

বাদাশিশা লিংডো - প্রোডাকশন ম্যানেজার - সোয়াহলি

ভাভিয়া গোয়েঙ্কা - প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিজাইনার - ইরো ইরো

বর্নালি ডেকা - তাঁতি- বাঘরা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, আসাম

ব্রিগেডিয়ার. (অব.) রাজীব কুমার সিং – ম্যানেজিং ডিরেক্টর – নর্থ ইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড হ্যান্ডলুমস

ব্রিজিট সিং - টেক্সটাইল ডিজাইনার- ব্রিজিট সিং স্টুডিও ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (NEHHDC)

চন্দ্রাণী - মালিক - ক্রাফট ক্যাফে এবং হ্যান্ডলুম গ্যালারি

ধরমজিৎ কুমার - সহ-প্রতিষ্ঠাতা - আয়াং, আয়াং ট্রাস্টের লেকোপে

দর্শনা গজারে - হেড অফ সাসটেইনেবিলিটি - রাইজ ওয়ার্ল্ডওয়াইড (ল্যাকমে ফ্যাশন উইক)

দিপালী খান্ডেলওয়াল – কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট - শিফট ফেস্টিভ্যাল

দিপালী সেনাপতি - তাঁতি - বাঘরা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, আসাম

দীপামণি মেধি - তাঁতি - বাঘরা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, আসাম

দেভিয়ানী সাহাই - সহযোগী পরিচালক - ওজাস আর্ট গ্যালারি

ডেলফিন পলিক - ডেপুটি ডিরেক্টর আর্টস - ব্রিটিশ কাউন্সিল

দেভিকা পুরন্দরে - রিজিওনাল আর্টস প্রোগ্রামের প্রধান, দক্ষিণ এশিয়া - ব্রিটিশ কাউন্সিল

ডেলফিন উইলিয়ট – পলিসি ও ক্যাম্পেন ম্যানেজার – ফ্যাশন রেভলিউশন

দিভ্যা বাত্রা দাস - সহ-প্রতিষ্ঠাতা – কোয়ার্কস্মিথ লাইফস্টাইল LLP

দিভ্যা হেগড়ে - প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান নির্বাহী পরিচালক - 400things.in

দিভ্যা কৃষ্ণান - ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাইলিস্ট এবং ক্রাফট বিশেষজ্ঞ

গঙ্গাম্বিকা সোমসেকারাপ্পা- ইন কান্ট্রি কমিউনিটি ম্যানেজার – ওপেন অ্যাপারেল রেজিস্ট্রি

গৌরী কে পুরোহিত – অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর - পার্ল একাডেমী জয়পুর

গীতাঞ্জলি কাসলিওয়াল - প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক - অনন্তায়া রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড (আয়ুশ কাসলিওয়াল ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড)

গিরিরাজ সিং কুশওয়াহা - সচিব - ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন (IICD)

গৌরবী কুমারী - সহ-প্রতিষ্ঠাতা - প্রিন্সেস দিয়া কুমারী ফাউন্ডেশন

গুঞ্জন জৈন - প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ- বৃক্ষ ডিজাইনস (ক্রিয়েটিভ ডিগনিটির সদস্য)

হেমা সারদা - ডিজাইনার – বাম্বু অ্যান্ড বাঞ্চ

হিমাংশু শনি - প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - 11:11/ ইলেভেন ইলেভেন

ইবা মল্লাই - প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - KINIHO ক্লোদিং

ঈশিতা দাস - প্রতিষ্ঠাতা – দ্য সিল্ক কনসেপ্ট; সহ-প্রতিষ্ঠাতা- কানেক্টিং NER

আইরিস স্ট্রিল - ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা - সিলাইওয়ালি

জেন হ্যারিস - ডিজিটাল ডিজাইন অ্যান্ড ইনোভেশনের অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ আর্টস লন্ডন

কবিতা দি - তাঁতি, আসাম - টাটা অন্তরন কর্মসূচি

কামিনী সাহনি - পরিচালক – মিউজিয়াম অফ আর্ট অ্যান্ড ফোটোগ্রাফি (MAP)

কবিতা চৌধুরী - ডিজাইন ডিরেক্টর - জয়পুর রাগস

করিশমা শাহনি খান - প্রধান নির্বাহী পরিচালক- কা-শা

কৃতি তুলা - ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর এবং প্রতিষ্ঠাতা - ডুডলেজ

কুলেন্দ্র নাথ পাঠক- কোঅর্ডিনেটর- সরকারি রেশম চাষ খামার, হাউলি

কনিকা কারভিনকপ - প্রতিষ্ঠাতা - নো বর্ডারস শপ

কার্তিক বৈদ্যনাথন - প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক- বর্ণম ক্রাফট কালেক্টিভ

কে রাধারমন - প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রিন্সিপাল ডিজাইনার - হাউস অফ অঙ্গদি

মধুস্মিতা খন্ড- সহকারী পরিচালক – স্টেট ব্যাম্বু ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, আসাম

মধু বৈষ্ণব - প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক - সহেলী উইমেন

মানকিরণ ধিলোঁ – পার্টনারশিপ স্ট্র্যাটেজিস্ট- ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া

মীনাক্ষী সিং - ডিজাইনের প্রফেসর - ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন (IICD)

মীরা গোরাদিয়া - প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক- ক্রিয়েটিভ ডিগনিটি

মোহাম্মদ সাকিব - টাই এবং ডাই কারিগর; টেক্সটাইল ডিজাইনার- রংরেজ ক্রিয়েশন

মেধা সাইকিয়া - প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি – নর্থইস্ট ইন্ডিয়া ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন কাউন্সিল- FNDC

মনীশ ত্রিপাঠী - মালিক - অন্তরদেশী

মিতা মাস্তানি - সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা - বিন্দাস কালেকটিভ
মুদিতা শ্রীভাতভ - পরিচালক- গোল্ডেন ফেদারস; মুদিতা অ্যান্ড রাধেশ প্রাইভেট লিমিটেড
ন্যান্সি ভাসিন - প্রতিষ্ঠাতা – দিস ফর দ্যাট
নেহা সিং - পার্টনার- কুইক স্যান্ড (CF গ্রান্ট)
নাগা নন্দিনী দাশগুপ্ত - ডিন - সৃষ্টি মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ আর্ট, ডিজাইন এবং টেকনোলজি
নিকিতা শেঠি - প্রতিষ্ঠাতা - কল্পনে
নিশা কোতিয়ান - ম্যানেজার - ব্রিটিশ কাউন্সিল
নয়নমনি বড়ুয়া - জেনারেল ম্যানেজার - নিউ এরা ডিজাইনস প্রাইভেট লিমিটেড, গুয়াহাটি (NEDPL)
ডঃ নয়ন মিত্র (PhD) - প্রতিষ্ঠাতা - সাসটেনেবল অ্যাডভান্সমেন্টস (Opc) প্রাইভেট লিমিটেড
নেংনিথেম হেংনা – ম্যানেজিং ডিরেক্টর - রানওয়ে ইন্ডিয়া
নাওমি - প্রতিষ্ঠাতা - বুওন ইন্ডিয়া
নিমিশা সারা ফিলিপ - ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট আইনজীবী
নিরঞ্জলি কাকোটি - অধ্যক্ষ - সুয়ালকুচি ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি (SIFT)
নিখিল কালা- অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর; ইন্টেরিয়র ডিজাইন অ্যান্ড স্টাইলিং এর কোর্স লিডার - পার্ল একাডেমি জয়পুর
নূপুর কেশান - পার্টনার - আসামা এন্টারপ্রাইজ LLP
পারভেজ আলম - ক্রিয়েটিভ ডিজাইন লিড - টাটা ট্রাস্টস
পলমি গোগোই - সহ-প্রতিষ্ঠাতা – উভেন টেলস অফ নর্থ ইস্ট
প্রতিভা দি - তাঁতি, আসাম - টাটা অন্তরন কর্মসূচি
প্রেরণা অঞ্জলি চৌধুরী - প্রতিষ্ঠাতা - হাউস অফ নূরী
পূজা দাস - প্রোডাক্ট ডিজাইন ইন্টার্ন - ইনোভেট.চেঞ্জ.কোলাবোরেট (ICCO)
পুবেরন সর্মা - পরিচালক - ENHANSE ফাউন্ডেশন
পদ্ম রাজ কেশরী - ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া
পবিত্রা মুদ্দায়া - প্রতিষ্ঠাতা - ভিমোর হ্যান্ডলুম ফাউন্ডেশন
প্রমীলা প্রসাদ - প্রতিষ্ঠাতা, মালিক - কন্যা হেরিটেজ শাড়িজ
প্রিয়া কৃষ্ণমূর্তি - প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও - 200 মিলিয়ন আর্টিজানস
পূরবী বরোদলোই - তাঁতি - বাঘরা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, আসাম
রাধেশ অগ্রহারি- ডিরেক্টর- গোল্ডেন ফেদারস
রবি কিরণ - স্বত্বাধিকারী – মেটাফর রাচা
রেমা শিবরাম - সহ-প্রতিষ্ঠাতা - এথিক অ্যাটিক বাই ফেয়ারকানেক্ট
রেণুকা দি - তাঁতি, আসাম - টাটা অন্তরন কর্মসূচি
রিচার্ড বেলহো - বাঁশের স্থপতি- জাইনোরিক – ব্যাম্বু পায়োনিয়ার পুরস্কার প্রাপক
ঋষি রাজ সর্মা - প্রকল্প প্রধান - মাটি সেন্টার
ঋতুরাজ দেওয়ান - সহ-প্রতিষ্ঠাতা - 7 উইভস রিসার্চ ফাউন্ডেশন
রিচনা খুমানথেম - ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - খুমানথেম
রিচিকা আগরওয়ালা - সহ-প্রতিষ্ঠাতা - আসামা এন্টারপ্রাইজ LLP
রূপা মেহতা - চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার - সাশা অ্যাসোসিয়েশন ফর ক্রাফট প্রডিউসারস
রোমা নরসিংহনি - কিউরেটিভ প্রডিউসার - ফিউচার কালেকটিভ
রাশি জৈন - পরিচালক, পশ্চিম ভারত - ব্রিটিশ কাউন্সিল
রাধি পারেখ - প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক - আর্টিজানস'
রুচিকা সচদেভা - প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - বডিস
ডঃ রিতু শেঠি - প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি; চেয়ারপার্সন - ক্রাফট রিভাইভাল ট্রাস্ট
সাহার মনসুর - প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা - বেয়ার নেসেসিটিজ - জিরো ওয়েস্ট ইন্ডিয়া
সন্দীপ সাঙ্গারু - প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক - সাঙ্গারু ডিজাইন অবজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড

শিবা দেবীরেড্ডি - প্রতিষ্ঠাতা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর - গোকুপ
শ্যাম সুখরামানি - প্রতিষ্ঠাতা - কোরা জিন্স
শ্রীধর পোদ্দার - প্রতিষ্ঠাতা - কাশ ফাউন্ডেশন / ইভোক লন্ডন
শ্রীভি কল্যাণ - ডিন- ল, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং - সৃষ্টি মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ আর্ট, ডিজাইন এবং টেকনোলজি
সুসান থমাস - পরিচালক - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, ব্যাঙ্গালোর
স্বাতী মাসকেরি - ডিন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন প্র্যাকটিস - সৃষ্টি মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ আর্ট, ডিজাইন এবং টেকনোলজি
সৌমর শর্মা - প্রতিষ্ঠাতা - ইন্ডিয়ান উইভার্স অ্যালায়েন্স ইনকর্পোরেটেড
সংঘমিত্রা কলিতা - প্রতিষ্ঠাতা, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - ইকোনিক
সঞ্জয় গর্গ - প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিজাইনার – র ম্যাঙ্গো
সায়ালি গোয়েল - প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - কোকো অ্যান্ড জেসমিন
শেফালী বাসুদেব - এডিটর ইন চিফ- দ্য ভয়েস অফ ফ্যাশন
শ্রেয়া মজুমদার – এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর - অল ইন্ডিয়া আর্টিসানস অ্যান্ড ক্রাফটওয়ার্কারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (AIACA)
সঞ্জয় গর্গ - প্রতিষ্ঠাতা এবং ডিজাইনার – র ম্যাঙ্গো
শ্রাবণী দেশমুখ - কালচারাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট ইনিশিয়েটিভ (CIPRI)
শিভম পুঞ্জ - প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - বেহনো
শারদা গৌতম - জোনাল হেড-নর্থ - টাটা ট্রাস্টস
সেওয়ালি বরোদলোই - তাঁতি - বাঘরা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, আসাম
স্টেফানি ওয়েনস - আর্টস, ডিজাইন অ্যান্ড মিডিয়ার ডিন এবং কনভেনার, ফিউচার রিসার্চ গ্রুপ মেকিং - আর্টস ইউনিভার্সিটি প্লিমথ
শালিনী গুপ্ত - অ্যাসোসিয়েট ডিন, স্কুল অফ ফ্যাশন - পার্ল একাডেমি
শিখা কলিতা - কারিগর - বিপণন এবং বিক্রয় পরিচালনা
শিপ্রা চঞ্চল – স্টোরিটেলিং ম্যানেজার - জয়পুর রাগস
শিখা সোনি - মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক
শ্রুতি সিং – কান্ট্রি হেড - ফ্যাশন রেভলিউশন ইন্ডিয়া
শিবানী গোস্বামী - টেক্সটাইল ডিজাইনার - ইনোভেট.চেঞ্জ.কোলাবোরেট (ICCO)
সুলগ্না সেন - টাটা অন্তরন কর্মসূচি
সেনো ৎসুহা - উপদেষ্টা নর্থ ইস্ট নেটওয়ার্ক - চিজামি উইভস
সরোজ পান্ডে - প্রতিষ্ঠাতা - পুনর্নব ক্রাফটস
সুব্রত পান্ডে - প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর - পুনর্নব ক্রাফটস
সুজয়া হাজারিকা - সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - জোস্কাই স্টুডিও
স্বাতী সিনহা – অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, কোর্স কোঅর্ডিনেটর - ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন (IICD)
ডাঃ শালু রস্তোগি - প্রফেসর - ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রাফটস অ্যান্ড ডিজাইন (IICD)
টামারা ল গোস্বামী - উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য - ভারত অ্যাগ্রোইকোলজি ফান্ড
শেরিং ডি ভুটিয়া - অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর - ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, শিলং (NIFT)
তানিয়া কোটনালা - আর্টিজান ডিজাইনার – অভনি মহল
বিদ্যুন সিং - সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর - ফিউচার কালেকটিভ
বিপুল অমর - ফটোগ্রাফার, ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা – দ্য ভিআইপি ফটোগ্রাফি আর্টস কোম্পানি
বিবেক শর্মা - সহ-প্রতিষ্ঠাতা - প্রিয়াঞ্জলি

17. পরিভাষাকোষ

কার্বন ক্রেডিট হলো সংস্থাগুলির বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংক্রান্ত লক্ষ্যগুলিকে নাগালের মধ্যে রাখা কার্যকলাপকে সমর্থন করার স্বচ্ছ, পরিমাপযোগ্য, ফল-ভিত্তিক উপায়। জঙ্গল বা সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র জাতীয় প্রাকৃতিক কার্বন সিঙ্ক রক্ষা করা পুনরুদ্ধার করা অথবা উদীয়মান কার্বন অপসারণ প্রযুক্তির স্কেলিং-এ সহায়তা করতে পারে। এগুলি কার্বন নির্গমনের মাপক বিন্দু হিসাবেও কাজ করে।

কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন বলতে জৈবিক, রাসায়নিক বা শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন পুলে বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইড ধরা এবং সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা প্রযুক্তিগতভাবে আরো উন্নত করা যেতে পারে, যার উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করার জন্য বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইড কমানো।

চক্রাকার অর্থনীতি হল সীমিত পরিবেশগত সম্পদের সমস্যার সাথে তাল মিলিয়ে স্বাধীন, টেকসই সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদন ও ভোগের একটি অর্থনৈতিক মডেল। এটি সংস্থান অপ্টিমাইজেশান, বর্জ্য কমিয়ে সর্বনিম্ন করে দেওয়া এবং পণ্যের জীবনচক্র দীর্ঘায়িত করার জন্য নতুন প্রক্রিয়া এবং সমাধান ডিজাইন করে, একটি পুনর্জন্মমূলক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে চায়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যতদিন সম্ভব বিদ্যমান উপকরণ এবং পণ্যগুলি ভাগ করে নেওয়া, ইজারা দেওয়া, পুনঃব্যবহার, মেরামত, পুনর্নবীকরণ এবং পুনর্ব্যবহার।

জলবায়ু পরিবর্তন বা ক্লাইমেট চেঞ্জ হলো তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার ধরণে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলি প্রাকৃতিক বা মানুষ দ্বারা সংঘটিত হতে পারে, প্রাথমিকভাবে যা জীবাশ্ম জ্বালানী (ফসিল ফুয়েল) পোড়ানোর কারণে হয়। বর্তমানে এই শব্দটি গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থার উপর এর প্রভাবগুলিকে বর্ণনা করে, যার মধ্যে রয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধি যা পৃথিবীর নিম্ন বায়ুমণ্ডলে আরও তাপ আটকে রাখা, যার ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়।

ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স বা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই হলো জলবায়ু সম্পর্কিত বিপজ্জনক ঘটনা, ঝোঁক (ট্রেন্ড) বা বিশৃঙ্খলা আগে থেকে অনুমান করা, তার প্রস্তুতি নেওয়া এবং তাতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা।

ইকো ক্রেডিট হলো পরিবেশ-বান্ধব ভোক্তা আচরণের প্রচার করার জন্য একটি পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতি, যা ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছে। এটি পণ্য ব্যবহারকারীদের (এন্ড ইউজার) পণ্য পুনরায় ব্যবহার এবং রিসাইকেল করতে উৎসাহিত করে।

এনভায়রনমেন্টাল স্টুয়ার্ডশিপ বলতে বোঝায় সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং টেকসই অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং সুরক্ষা। এতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অলাভজনক সংস্থা, সরকারী সংস্থা এবং পরিবেশের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করা অন্যান্য নেটওয়ার্কগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ জড়িত।

ফাস্ট ফ্যাশন হলো এমন একটি ব্যবসায়িক মডেল যা এখনকার ক্যাটওয়াক প্রবণতা এবং হাই-ফ্যাশন ডিজাইন নকল করে, কম খরচে সেগুলিকে জনগণের জন্য ব্যাপকভাবে উৎপাদন করে এবং বিশাল চাহিদা মেটানোর জন্য যত দ্রুত সম্ভব রিটেল দোকানে পৌঁছে দেয়। গ্রাহকদের কাছে সস্তা ফ্যাশন নিয়ে আসার জন্য ফাস্ট ফ্যাশন ট্রেন্ড নকল করা এবং নিম্ন-মানের উপাদান, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিন্থেটিক কাপড় ব্যবহার এগুলি তুলে ধরে।

হস্তশিল্প হলো হাতে বা সহজ যন্ত্রের মাধ্যমে বানানো পণ্য, সরঞ্জাম ও ইন্ডাস্ট্রি। মৃৎশিল্প, পটচিত্র, পেইন্টিং, রূপোর ফিলিগ্রি ও ল্যাকার জাতীয় পণ্য বানানোর মধ্যে মানুষের দক্ষতা ও প্রতিভা এবং সাধারণ, জটিল নয় এরকম যন্ত্র চালানো জড়িত থাকে।

হ্যান্ডলুম বা হস্তচালিত তাঁত হলো হাত দিয়ে চালানো তাঁত যা মোটরে বা বিদ্যুৎশক্তিতে চলা তাঁতের থেকে আলাদা। হ্যান্ডলুমের সাহায্যে তাঁতিরা ওয়ার্প ও ওয়েফট সুতোগুলিকে ইন্টারলেস করে বুনে কাপড় তৈরি করতে পারে, যার ফলে আরো দ্রুত, আরো বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং টেকসই বোনা হয়। হ্যান্ডলুমের জটিলতা নানারকম হয়, বহনযোগ্য ব্যাকস্ট্র্যাপ তাঁত থেকে শুরু করে ঘরে মাপের জ্যাকার্ড তাঁত।

আক্রমণাত্মক উদ্ভিদ প্রজাতি বা ইনভেসিভ প্লান্ট স্পিসিস হলো সেইসব উদ্ভিদ যা ইচ্ছাকৃতভাবে বা দুর্ঘটনাক্রমে নতুন একটি পরিবেশে নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে আক্রমণাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে ব্যাহত করেছে। যদিও কিছু কিছু অঞ্চলের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে, কিন্তু এই গাছগুলি এমনিতে "খারাপ" নয়। সমস্যাগুলি ঘটে যখন তারা তাদের নজস্ব নয় এরকম বাস্তুতন্ত্রে অনুপ্রবেশ করে।

পারমাকালচার হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং টেকসই পদ্ধতিতে কৃষি-সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্রের চাষ। এটি প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে, যাতে শস্য বৈচিত্র্য, রেসিলিয়েন্ট প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা এবং টেকসইতার উপর ভিত্তি করে সিনার্জিস্টিক (সমন্বয়বাদী) কৃষি ব্যবস্থা তৈরি করা যায়।

পাওয়ারলুম, হলো 1784 সালে ব্রিটেনের এডমন্ড কার্টরাইট দ্বারা উদ্ভাবিত একটি যান্ত্রিক সরঞ্জাম, যা শক্তির জন্য ড্রাইভ শ্যাফ্ট ব্যবহার করে। এই আবিষ্কারটি হস্তচালিত তাঁতের তুলনায় আরো দ্রুত টেক্সটাইল তৈরি করার সুবিধা এনে দেয়, যে কারণে এটি শিল্প বিপ্লবের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচার বা পুনরুৎপাদনশীল কৃষিব্যবস্থা হল একটি সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থা, যা মাটির স্বাস্থ্য, খাদ্যের গুণমান, জীববৈচিত্র্যের উন্নতি, জলের গুণমান এবং বায়ুর গুণমানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি মাটির জৈব পদার্থ, বায়োটা এবং জীববৈচিত্র্য বাড়ানো, জল ধারণ ক্ষমতা এবং কার্বন সিকোয়েস্টেশনের উন্নতির উপর জোর দেয়।

স্লো ফ্যাশন হল টেকসই ফ্যাশন সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সেখানে পৌঁছনোর পন্থা যা পোশাক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া এবং সংস্থানগুলিকে যত্ন সহকারে বিবেচনা করে। কয়েকবার পরার পরেই ল্যান্ডফিলে পৌঁছে যাওয়া ট্রেণ্দ-চালিত পোশাকের থেকে এটি কালজয়ী, উচ্চ-মানের ডিজাইনকে প্রাধান্য দেয়। এটি মানুষ, পরিবেশ এবং প্রাণীদের প্রতি সম্মান রেখে তৈরি পোশাক এবং জামাকাপড় তৈরির পক্ষ কথা বলে।

UN SDGs (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য) (সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্টাল গোলস) জাতিসংঘ 2015 সালে দারিদ্র্যের অবসান, পৃথিবীর রক্ষা এবং 2030 সালের মধ্যে সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার সার্বজনীন আহ্বান হিসাবে গ্রহণ করেছিল। 17টি আন্তঃসংযুক্ত SDG এটি মেনে নিয়ে চলে যে একটি বিষয় নিয়ে করা কাজ অন্যগুলির ফলাফলকে প্রভাবিত করবে এবং সেই উন্নয়নে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত টেকসইতার ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক।

18. সূত্র

1. Ar6 সিন্থেসিস রিপোর্ট: ক্লাইমেট চেঞ্জ 2023 (2023) ইন্টারগিভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC). এখানে দেখুন: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/
2. ইন্ডিয়া (2023) ক্লাইমেট অ্যাকশন ট্র্যাকার। এখানে দেখুন: https://climateactiontracker.org/countries/india/
3. ব্রাউন , এম.ই. অ্যান্ড আউডরাট, সি. দে. জে. (2022) জেন্ডার, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড সিকিওরিটি: মেকিং দ্য কানেকশনস, উইলসন সেন্টার। , এখানে দেখুন: https://www.wilsoncenter.org/article/gender-climate-change-and-securitymaking-connections
4. কৃষ্ণমূর্তি, পি. ও সুব্রমনিয়ম, এ. (2021) আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনফর্মালিটি ইন ইন্ডিয়া'স আর্টিজান ইকনমি: ইমপ্যাক্ট অন্ত্রপ্রনিওর, গো টু ইমপ্যাক্ট অন্ত্রপ্রনিওর। এখানে দেখুন: https://impactentrepreneur.com/understanding-informality-in-indias-artisan-economy/
5. বার্নার্ড, এইচ. (2023) অ্যাড্রেসিং দ্য ইনস্টেবিলিটি অফ সাউথ এশিয়ান আর্টিজানস, দ্য বোর্জেন প্রজেক্ট। এখানে দেখুন: https://borgenproject.org/south-asian-artisans/
6. ক্রাফট ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সার্কুলার ইকনমি (2022) ওয়ার্ল্ড ক্রাফটস কাউন্সিল। এখানে দেখুন: https://www.wccinternational.org/crafts-and-circular-economy
7. সার্কুলার ইকনমি (2022) ক্রাফটস কাউন্সিল ইউকে। এখানে দেখুন: https://www.craftscouncil.org.uk/documents/1827/Circular_Economy.pdf
8. ইউএন হেল্পস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি শিফট টু লো কার্বন (2018) ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ চার্টার। এখানে দেখুন: https://unfccc.int/news/un-helps-fashion-industry-shift-to-low-carbon
9. অনুপ্রেরণা, টি. (2022) হ্যান্ডলুম, আ টাইম লেস ট্র্যাডিশন অ্যান্ড ইটস পজিটিভ এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যেক্ট, অনুপ্রেরণা। এখানে দেখুন: https://anuprerna.com/blog/handloom-a-time-less-tradition-its-positive-environmental-impact
10. কৃষ্ণমূর্তি, পি. ও সুব্রমনিয়ম, এ. (2021) আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইনফর্মালিটি ইন ইন্ডিয়া'স আর্টিজান ইকনমি: ইমপ্যাক্ট অন্ত্রপ্রনিওর, গো টু ইমপ্যাক্ট অন্ত্রপ্রনিওর। এখানে দেখুন: https://impactentrepreneur.com/understanding-informality-in-indias-artisan-economy/
11. বার্নার্ড, এইচ. (2023) অ্যাড্রেসিং দ্য ইনস্টেবিলিটি অফ সাউথ এশিয়ান আর্টিজান, দ্য বোর্জেন প্রজেক্ট। এখানে দেখুন: https://borgenproject.org/south-asian-artisans/
12. হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফটস ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া (তারিখ নেই) হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফটস ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া। এখানে দেখুন: https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel/handlooms-handicrafts
13. হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এক্সপোর্টস (2022) ইন্ডিয়ান ট্রেড পোর্টাল। এখানে দেখুন: https://www.indiantradeportal.in/vs.jsp?id=0%2C31%2C24100%2C24112 HYPERLINK "https://www.indiantradeportal.in/vs.jsp?id=0%2C31%2C24100%2C24112&lang=0"& HYPERLINK "https://www.indiantradeportal.in/vs.jsp?id=0%2C31%2C24100%2C24112&lang=0"lang=0
14. ইন্ডিয়ান হ্যান্ডিক্রাফটস মার্কেট সাইজ, শেয়ার, অ্যানালিসিস, রিপোর্ট 2023-2028 (2022) ইন্ডিয়ান হ্যান্ডিক্রাফটস মার্কেট সাইজ, শেয়ার, অ্যানালিসিস, রিপোর্ট 2023-2028। এখানে দেখুন: https://www.imarcgroup.com/india-handicrafts-market
15. গ্লোবাল এক্সপার্ট মিশন সাসটেনেবল ফ্যাশন ইন ইন্ডিয়া (2021) ইনোভেট UK KTN। এখানে দেখুন: https://iuk.ktn-uk.org/wp-content/uploads/2021/11/KTN_Sustainable-Fashion-India.pdf
16. গ্লোবাল এক্সপার্ট মিশন সাসটেনেবল ফ্যাশন ইন ইন্ডিয়া (2021) ইনোভেট UK KTN। এখানে দেখুন: https://iuk.ktn-uk.org/wp-content/uploads/2021/11/KTN_Sustainable-Fashion-India.pdf
17. হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফটস ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া (তারিখ নেই) হ্যান্ডলুম অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফটস ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া। এখানে দেখুন: https://www.investindia.gov.in/sector/textiles-apparel/handlooms-handicrafts
18. ম্যাকফল-জনসেন, এম. (2019) দ্য ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি এমিটস মোর কার্বন দ্যান ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটস অ্যান্ড মেরিটাইম শিপিং কম্বাইনড। হিয়ার আর দ্য বিগেসড় ওয়েজ ইট ইমপ্যাক্টস দ্য প্ল্যানেট। বিজনেস ইনসাইডার। এখানে দেখুন: https://www.businessinsider.in/science/news/the-fashion-industry-emits-more-carbon-than-international-flightsand-maritime-shipping-combined-here-are-the-biggest-ways-it-impacts-the-planet-/articleshow/71640863.cms
19. ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, ইউএন পারস্যু ক্লাইমেট অ্যাকশন ফর সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট (2018) ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ চার্টার। এখানে দেখুন: https://unfccc.int/news/fashion-industry-un-pursue-climate-action-forsustainable-development
20. ক্রাফট অ্যান্ড দ্য সার্কুলার ইকনমি (2023) গারল্যান্ড ম্যাগাজিন। এখানে দেখুন: https://garlandmag.com/loop/craft-and-the-circular-economy
21. ট্রাস্টেড ট্রান্সলেশনস (2023) ইন্ডজেনাস ল্যাঙ্গোয়েজেস' এনভায়রনমেন্টাল ওয়ার্ডস অফ উইজডম, ট্রাস্টেড ট্রান্সলেশনস। এখানে দেখুন: https://www.trustedtranslations.com/blog/indigenous-languages-environmental-words-ofwisdom
22. গ্র্যান, এম. (2020) আয়নি: অনারিং দ্য হিউম্যানিটি ইন অল, গ্লোবাল ভলান্টিয়ারস। এখানে দেখুন: https://globalvolunteers.org/ayni-honoring-the-humanity-in-all/
23. এরি সিল্ক: আ পিসফুল সিল্ক (2023) উই আর ক্যাল। এখানে দেখুন: https://www.wearekal.com/pages/eri-silk

24. বারক্লথ মেকিং ইন উগান্ডা (তারিখ নেই) ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ। এখানে দেখুন: https://ich.unesco.org/en/RL/barkcloth-making-in-uganda-00139
25. ইয়াক উল শিপ উল অ্যান্ড ল্যাম্বসউল ফ্রম লাদাখ (2023) উই আর ক্যাল। এখানে দেখুন: https://www.wearekal.com/pages/wool-from-the-himalayas
26. ঘোষ, এ. (2018) ইন দ্য নর্থইস্ট, 10 ইয়ারস অফ ক্রাফটিং ওয়েলথ ফ্রম আ নটোরিয়াস উইড, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। এখানে দেখুন: https://indianexpress.com/article/lifestyle/art-and-culture/in-the-northeast-water-hyacinthcrafting-notorious-weed-5080471/
27. Www.directcreate.com (2023) ক্রাফট ওয়াটার হায়াসিন্থ উইভিং ডিরেক্টক্রিয়েট। এখানে দেখুন: https://www.directcreate.com/craft/water-hyacinth-weaving
28. মাহিয়াত, টি. et al. (2022) মডেলিং দ্য এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশাল ইমপ্যাক্টস অফ দ্য হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ থ্রু লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট – মডেলিং আর্থ সিস্টেমস অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, স্প্রিঙ্গারলিঙ্ক। এখানে দেখুন: https://link.springer.com/article/10.1007/s40808-022-01491-7
29. প্রিয়া, এম. (2018) কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়– দু টর্চবেয়ারার অফ ইন্ডিয়ান ক্রাফটস, সারঙ্গী। এখানে দেখুন: https://www.sarangithestore.com/blogs/sarangi-journal/kamaladevi-chattopadhyay-the-torchbearer-of-indian-crafts
30. ঘোষ, এস. (2018) আসাম'স মুগা সিল্কওয়ার্ম ব্যাটলস ক্লাইমেট চেঞ্জ, মোঙ্গাবে। এখানে দেখুন: https://india.mongabay.com/2018/02/assams-muga-silkworm-battles-climate-change/
31. (2023) ইউজিং ডেটা টু সাপোর্ট আর্টিজানস থ্রু ক্লাইমেট চেঞ্জ। রেপ. নেস্ট অ্যান্ড ম্যাকগভর্ন ফাউন্ডেশন। এখানে দেখুন: https://www.buildanest.org/wp-content/uploads/2023/08/2023_McGovernFoundation_InsightsForImpact.pdf
32. (2023) ইউজিং ডেটা টু সাপোর্ট আর্টিজানস থ্রু ক্লাইমেট চেঞ্জ। রেপ. নেস্ট অ্যান্ড ম্যাকগভর্ন ফাউন্ডেশন। এখানে দেখুন: https://www.buildanest.org/wp-content/uploads/2023/08/2023_McGovernFoundation_InsightsForImpact.pdf
33. সার্কুলার ইকনমি ইন্ট্রোডাকশন (তারিখ নেই) এলেন ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন। এখানে দেখুন: https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
34. মস্তানি, এম্. (2021) হোয়াই উই মাস্ট কল আউট ক্রাফটওয়াশি, দ্য ভয়েস অফ ফ্যাশন। এখানে দেখুন: https://www.thevoiceoffashion.com/fabric-of-india/artisan-x-designer/why-we-must-call-out-craftwashing--4684
35. হরিতাস, এ.কে., শর্মা, এ. অ্যান্ড বাহেল, কে. (2015) দ্য পোটেনশিয়াল অফ কানা লিলি ফর ওয়েস্টওয়াটার ট্রিটমেন্ট আন্ডার ইন্ডিয়ান কন্ডিশন্স, ইঁন্ট জে ফাইটোরেমিডিয়েশন।এখানে দেখুন: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
36. রহমান, এ.পি. (2019) কছ'স ওয়াগাড় অর কালা কটন: ব্যাক ফ্রম দ্য (অলমোস্ট) ডেড, মোঙ্গাবে। এখানে দেখুন: https://india.mongabay.com/2019/07/kutchs-wagad-or-kala-cotton-back-from-the-almost-dead/
37. কালা কটন: ইন্ডিয়া'স ওল্ড ওয়ার্ল্ড অরগানিক কটন (2022) ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্নাল। এখানে দেখুন: https://indiantextilejournal.com/kala-cotton-indias-old-world-organic-cotton/
38. ক্রাফটিং ফিউচারস (তারিখ নেই) ক্রাফটিং ফিউচারস | ইউকে অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস | এ্ডিএফ্ – ব্রিটিশ কাউন্সিল, এখানে দেখুন: https://design.britishcouncil.org/projects/crafting-futures/
39. (2017) ইন্ডিজেনাস পিপলস অ্যান্ড ক্লাইমেট চ্যাঞ্জ. রেপ. ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন.এখানে দেখুন: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_551189.pdf
40. ডাবলিং ফাইনান্স ফ্লোজ ইনটু নেচার-বেসড সলিউশনস বাই 2025 টু ডিল উইথ গ্লোবাল ক্রাইসিস – ইউএন রিপোর্ট (2022) ইউনাইটেড ন্যাশন্স এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম। এখানে দেখুন: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/doubling-finance-flows-nature-based-solutions-2025-deal-global
41. ডাবলিং ফাইনান্স ফ্লোজ ইনটু নেচার-বেসড সলিউশনস বাই 2025 টু ডিল উইথ গ্লোবাল ক্রাইসিস – ইউএন রিপোর্ট (2022) ইউনাইটেড ন্যাশন্স এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম। এখানে দেখুন: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/doubling-finance-flows-nature-based-solutions-2025-deal-global
42. Eib (2023) ইনভেস্টিং ইন নেচার-বেসড সলিউশনস, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক। এখানে দেখুন: https://www.eib.org/en/publications/20230095-investing-in-nature-based-solutions
43. 200 মিলিয়ন আর্টিজানস। (2023)। বিজনেস অফ হ্যান্ডমেড। ফাইনান্সিং আ হ্যান্ডমেড রেভলিউশন: হাউ ক্যাটালিটিক ক্যাপিটাল ক্যান জাম্পস্টার্ট ইন্ডিয়া'জ কালচারাল ইকনমি। এখানে দেখুন: www.businessofhandmade2.com
44. 200 মিলিয়ন আর্টিজানস। (2023)। বিজনেস অফ হ্যান্ডমেড। ফাইনান্সিং আ হ্যান্ডমেড রেভলিউশন: হাউ ক্যাটালিটিক ক্যাপিটাল ক্যান জাম্পস্টার্ট ইন্ডিয়া'জ কালচারাল ইকনমি। এখানে দেখুন: www.businessofhandmade2.com
45. ইউনিট, বি. (2006) কনভেনশন অন বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি। এখানে দেখুন: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
46. অ্যাসেসিং দ্য ফাইনান্সিয়াল ইমপ্যাক্ট অফ দ্য ল্যান্ড ইউজ ট্রানজিশন অন দ্য ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার সেক্টর (2022) ক্লাইমেট চ্যাম্পিয়ন্স। এখানে দেখুন: https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/09/Assessing-thefinancial-impact-of-the-land-use-transition-on-the-food-and-agriculture-sector.pdf
47. Eib (2023) ইনভেস্টিং ইন নেচার-বেসড সলিউশনস, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক। এখানে দেখুন: https://www.eib.org/en/publications/20230095-investing-in-nature-based-solutions

19. গোলটেবিল কথোপকথন

বেঙ্গালুরু, দিল্লি, গুয়াহাটি, জয়পুর এবং মুম্বাইতে হওয়া পাঁচটি গোলটেবিলে যে কথোপকথন হয়েছিল তার থেকে আরো কয়েকটি অংশ এখানে দেওয়া হলো।

কারুশিল্প, টেকসইতা এবং আয়তন

'বেশিরভাগ মানুষই কারুশিল্পের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। এটি একটি ধীর, সুচিন্তিত প্রক্রিয়া এবং জনসাধারণের জন্য ব্যাপক হারে উৎপাদিত পণ্যগুলির মতো করে এটির চাহিদা বাড়ানো সম্ভব না। কিন্তু সেই ধীর প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে অসাধারণ শক্তি এবং মানসিক সংযোগ। কারুশিল্প এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের হাতে এসেছে, এবং সেই কারণেই এর মূল্য অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারেন গুজরাট এবং জয়পুরের সূক্ষ্ম ছাপা। এগুলি খুব যত্ন সহকারে হাতে তৈরি করা হয়, এবং ডিজিটালি মুদ্রিত সংস্করণগুলির সাথে তাদের তুলনা করলে দেখতে পাবেন ডিজিটালটিতে শৈল্পিক মূল্য হারিয়ে গেছে।'

'আমরা তিনটি আলাদা আলাদা ক্লাস্টারে প্রায় 2,000 তাঁতিদের নিয়ে কাজ করেছি, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা সবসময়েই প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখায় বিশ্বাস রেখেছি। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হল টেকসইতার নীতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে আপস না করে চিরাচরিত জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে একজায়গায় নিয়ে আসা। আমরা যে সম্প্রদায়গুলির সাথে কাজ করি তাদের মধ্যে এই অভ্যাসগুলিকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করি, তা জলের ব্যবহার, বন সংরক্ষণ, ক্ষতিকারক রাসায়নিক এড়িয়ে চলা, বা ক্লিন এনার্জি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাই হোক না কেন। আমাদের দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক কর্মসূচি প্রযোজক সংস্থাগুলিকে দায়িত্ববোধের সাথে ব্যবসা পরিচালনার বিষয়েও শিক্ষা দেয়।'

'উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি হস্তশিল্প দেখেন, আমরা যখন উত্তর-পূর্ব ভারতে কাজ করতাম, সেখানে অনেক পণ্যই বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। এবং যে জিনিসটি আমরা সব জায়গাতেই দেখি তা হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, ব্যবহৃত সমস্ত উপাদানই হল বাঁশ, এবং এটি এমন একটি জিনিস যা খুব দ্রুত গজায় ও বেড়ে ওঠে। আমরা যে প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করছি তার পরিবেশগত প্রভাব কম, এবং এটি বায়োডিগ্রেডেবল।'

'ভারতের কারুশিল্পগুলি, আমার মতে, অবিশ্বাস্যভাবে টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব। কেন? কারণ কারিগররা স্থানীয় উপকরণ দিয়ে কাজ করে, তাদের আশেপাশে যে সংস্থান আছে তা ব্যবহার করে। এটি জীবন যাপনের এমন একটি উপায় যা তাদের বাসস্থানের অঞ্চলের গভীরভাবে সংযুক্ত, যা এটিকে সত্যি সত্যিই টেকসই অনুশীলন করে তোলে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় এটিই: একবার যদি আমরা শুধুমাত্র জনসাধারণের চাহিদা পূরণের উপর মনোযোগ দিতে শুরু করি, তাহলে আমরা কারুশিল্পের আসল নির্যাসটি হারিয়ে ফেলার ঝুঁকির মুখে পড়ে যাব। বিশাল পরিমাণ জিনিসের চাহিদা পূরণের চাপের ফলে শর্টকাট নিতে বা মানের ক্ষেত্রে আপস করতে হতে পারে এবং তখনই আমরা কারুশিল্পের সারমর্ম হারিয়ে ফেলি।'

'পাঁচ বছর আগে যখন আমরা আমাদের প্রকল্প শুরু করি, তখন বুঝতে পারি যে ভারতের সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চল একটি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যময় অঞ্চল। কিন্তু আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে প্রচলিত কর্ম অনুশীলনগুলির এই জীববৈচিত্র্যময় অঞ্চলগুলির ক্ষতি করার সম্ভাবনা আছে, যে অঞ্চলগুলি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই আমরা পরিবেশবিদ এবং ডিজাইনারদের একটি দল নিয়ে রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করি। একসাথে, আমরা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টেকসই সমাধান খুঁজে বের করা এবং এমন একটি মডেল তৈরি করার লক্ষ্য রাখি যা সারা বিশ্বের অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের হটস্পটগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা বর্তমানে দুটি প্রকল্প চালাচ্ছি, একটি মেঘালয়ের রিজার্ভ ফরেস্টে এবং অন্যটি বিল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টারে, দুটিই স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করা এবং জলবায়ু-ইতিবাচক পন্থা শেখার উপর মনোনিবেশ করে।'

'কারুশিল্প, প্রকৃত অর্থে খুবই প্রত্যক্ষ। কিন্তু, আমার মনে হয় তার যে প্রভাব আমরা দেখি তা স্পর্শাতীত, অধরা। প্রকৃতি, একদম ভেতর থেকে, অধরা।'

'গত কয়েক বছরে আমাদের কাজ থেকে আমরা বুঝেছি যে আমাদের কাছে জলবায়ু সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ধারনা রয়েছে। আমাদের চিরাচরিত কর্মপন্থা, অনুশীলন রয়েছে, আমাদের শুধু সেটিকে ব্র্যান্ড করতে হবে। আসল ব্যাপার হলো< সমাধান আমাদের কাছে আছে। আমাদের গ্রামগুলিতে 1000 বছর ধরে চক্রাকার অর্থনীতিই চলে আসছে। আমাদের তাই করতে হবে। মহিলারা প্রকৃতির সাথে এত বেশি সংযুক্ত, তাদের হাতে যে প্রাকৃতিক সংস্থান আছে, যে সমাধান তারা এনে দিতে পারে, জানেন তো, এটাই আমরা এত বছর ধরে করে আসছি। এবং, ঐতিহ্যগত শিক্ষা ও সম্প্রদায়ের দিকে ফিরে তাকানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'এটি ঐতিহ্য এবং আমাদের তার সম্মান করা উচিত। গ্রামীণ পরিকাঠামোয় শহুরে ধারণা চাপিয়ে দেওয়া একদমই ঠিক নয়।'

কারুশিল্প বাস্তুতন্ত্র এবং কারিগরদের ওপরে জলবায়ু সঙ্কটের প্রভাব:

“বন্যা, ক্ষতিগ্রস্ত রেশম উৎপাদন, স্বাস্থ্য ও জলের সঙ্কট, বিলম্বিত উৎপাদন চক্র, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, কারিগরদের অন্য জায়গায় চলে যাওয়া, ভূমিধস, নদীর ভাঙন, জল জমে যাওয়া এবং দূষিত জলাশয়। মানুষের বাড়িঘর এবং কাজে যাওয়ার রাস্তা বন্যায় ডুবে যায় এবং কাঁচামালের পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি প্রভাবিত হয়। ভাগাড়গুলি দ্রুতবেগে বাতিল হয়ে যাওয়া টেক্সটাইল দিয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বন্য রেশম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং পশুরা প্রভাবিত হচ্ছে। জলবায়ু সংকটের প্রভাবের জন্য তাঁত শ্রমিকরা ঝুঁকির মুখে থাকেন, তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকার কারণে তারা শারীরিকভাবে শ্রমসাধ্য কাজের সম্মুখীন হচ্ছেন।” এই প্রতিকূল জলবায়ুর কারণে প্রচুর R&D সহায়তা প্রয়োজন। যেহেতু মুগা 100% বাড়ির বাইরে পালন করা হয়, এর 28 থেকে 29 ডিগ্রি তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে, আজ, মার্চ মাসে, এখন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি। তাহলে রেশম কীট বাঁচবে কীভাবে? এটা একটি বিশাল প্রশ্ন। এই ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে এমন একটি প্রজাতি উদ্ভাবন করার জন্য আমাদের R&D সহায়তা প্রয়োজন। এপ্রিল এবং মে মাসে, তাপমাত্রা 39-40 ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, ঠান্ডা রক্তের প্রাণী হওয়ার কারণে রেশম কীটের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কারুশিল্প ও আদিবাসী পরিচয়

“আমার কাজের পেছনে প্রধান অনুপ্রেরণা সবসময়েই ছিল আমাদের আদিবাসী পরিচয়টি পুনরুদ্ধার করা। একবার আমি যেখানে কাজ করি সেই অঞ্চলেই একটি রাবার গ্রামে আমি যাই। আমি যখন আমার টেক্সটাইল নিয়ে কাজ করা এবং দেশজ বয়ন ও নকশা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছার কথা বলছিলাম, একজন মহিলা দ্রুত বলে ওঠেন, 'আমরা আমাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি; আমরা এমনকি আমাদের মাতৃভাষাও বলতে পারি না।' এর থেকে আমি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে থাকা সাংস্কৃতিক স্মৃতির অপরিসীম মূল্য উপলব্ধি করি। মানুষিগুলি যদি নানা কারণে তাদের কথা বলার ভাষা হারিয়েও ফেলে থাকে, আমরা অন্তত এখনও তাদের টেক্সটাইলের ভাষা পুনরুদ্ধার করতে পারি”।

“কীভাবে আমরা পরিচয়ের ব্যাপারটি আবার বলবৎ করতে পারি? কীভাবে আমরা এই জ্ঞানের অধিকারীদের রক্ষা করতে পারি এবং তার পাশাপাশি একসাথে কিছু তৈরি করতে পারি যা উদ্ভাবনকে জায়গা দেয়, যাতে তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে না নিয়ে বরঞ্চ তারা যেখানে আছে সেখান থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাব?”

টেকসই ফ্যাশন, কারুশিল্প ও জেন Z

“আজকে, যে কোনো ফ্যাশনের ক্ষেত্রে আপনার সবথেকে বড় ভোক্তা এবং গ্রাহক হলো জেন Z প্রজন্ম যারা দ্রুত ভোগে বিশ্বাসী। এখন, কিভাবে আমরা সেটিকে প্রতিস্থাপিত করা নিশ্চিত করতে পারি, এবং একমাত্র যেভাবে আমরা সেটি প্রতিস্থাপিত করা নিশ্চিত করতে পারি তা হলো তাদের ভাষায় কথা বলে, তাদের ভাষায় ডিজাইন করে এবং তাদের ভাষায় তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দিয়ে। ”

“আপনাকে বিষয়টিকে কাঙ্খিত বস্তু করে তুলতে হবে। যেরকম, তরুন প্রজন্মের কাছে জারা কাঙ্খিত বস্তু। আপনি গ্রামে যাবেন, গিয়ে সব ভালো ভালো জিনিস নিয়ে কথা বলবেন। তারপরে আপনি বুঝবেন যে বাচ্চাটির কাছে 20 টাকা আছে, যে সেটি দিয়ে এক প্যাকেট চিপস কিনতে চায়, কেননা কেউ খুব ভালো ভাবে তার বিজ্ঞাপন করেছে। তারা কলা কিনবে না, যা কি না অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। কাজেই আপনাকে কলাকে তার কাছে কাঙ্খিত বস্তু করে তুলতে হবে। বিষয়টি এরকমই। ”

“জেন Z জলবায়ু নিয়ে খুবই ভাবনাচিন্তা করে, তাও আমরা এই আলট্রা-দাস্ট ফ্যাশনের উত্থান দেখতে পাচ্ছি, এর অন্যতম কারণ আউটফিট অফ দ্য ডে (OOTD) জাতীয় সোশাল মিডিয়া ট্রেন্ড । তারা সেরকম ফ্যাশন খোঁজে যা তাদের অনন্যতা ও সৃজনশীলতাকে প্রতিফলিত করবে, যা এখন থ্রিফটিং সংস্কৃতির উত্থানকে ব্যাখ্যা করে। এই জায়গায় কারুশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি দুটি দুনিয়ার গল্প – পরিবেশ সচেতনতা এবং অনন্যতার আকাঙ্খা – এবং এই অভিলাষগুলি পূরণ করার চাবিকাঠি কারুশিল্পের হাতে রয়েছে।”

কারুশিল্প ক্ষেত্রে বাধাগুলি

একদম শুরু থেকেই হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প ইন্ডাস্ট্রিতে যে সমস্যাগুলি ঐতিহাসিকভাবে চলে আসছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। তিনটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। প্রথমত, সময়ের সাথে সাথে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রের অবনতি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, ডিজাইন ও প্রযুক্তিগত সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। এবং তৃতীয়ত, আমরা ডিজাইন, ব্যবসা ও যোগাযোগ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে কারিগর সম্প্রদায়গুলির ক্ষমতায়ন করতে চাই। বাজার সংযোগও আমাদের প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই মাপকাঠিগুলি সামলানোর এবং কারুশিল্প ও সমগ্র সম্প্রদায়ে টেকসই অনুশীলন নিয়ে আসার জন্য আমরা কাজ করছি।

“আমি প্রধান যে সমস্যার মুখোমুখি হই তা হলো সুতোর দাম, কোনোরকম নির্ধারিত দাম ছাড়াই তা সমানে বাড়তে থাকে। এর ফলে উৎপাদন ও দাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা ছয় মাসের মধ্যেই সুতোর দাম পালটে যায়। আমার মতে সুতোর দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো মার্কেটিং ভারসাম্য বা বিধিনিয়ম থাকা উচিত। অনন্যতা ও শ্রমসাধ্য হওয়ার কারণে হাতে-কাটা ও প্রাকৃতিক তন্তু বেশি দামি হয়, কিন্তু লোকজন তার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং তার উপযুক্ত দাম দিতে ইচ্ছুক থাকে না। পাওয়ারলুম টেক্সটাইলের সাথে আমাদের উৎপাদনের তুলনা করা অন্যায্য, কেননা আমাদের পদ্ধতিতে অনেক বেশি সময় লাগে এবং কম উৎপাদন হয়। চিরাচরিত ও প্রাকৃতিক সুতো প্রচার করার জন্য বাজারে কিছু বিধিনিয়ম থাকা প্রয়োজন, না হলে এই শিল্প ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাবে। তাছাড়াও, 'হ্যান্ডলুম' পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোনোরকম সুরক্ষা নেই, এবং গ্রাহকদের পক্ষে হ্যান্ডলুম ও পাওয়ারলুমের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। ঠিক যেরকম সিল্কের নিজস্ব ট্যাগ আছে, হ্যান্ডলুমের ক্ষেত্রেও সেরকম সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ থাকা উচিত, যাতে গ্রাহকদের জন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়।”

“কটি তাঁত বা লয়েন লুম শারীরিকভাবে শ্রমসাধ্য জিনিস, কারণ তারা কোমরে তাঁতটিকে বেঁধে মেঝেতে বসে কাজ করে। তাই এটিকে আলাদা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এবং আরেকটি বিষয়, সহজলভ্যতা এবং সস্তা দামের কারণে মানুষ অ্যাকরেলিক সুতোয় এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে তারা প্রাকৃতিক সুতোর ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। আমার বেশিরভাগ তাঁতিরাই এই অভিযোগ জানায় যে প্রাকৃতিক সুতো ব্যবহার করে কিনিস বানাতে খুব বেশি সময় লাগে। কাজেই এটিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমাদের তাদের উপযুক্ত দাম দিতে হয় যাতে এটি সঠিক মূল্য পায়”

“কৃত্রিম সুতো সহজেই পাওয়া যায় এবং এটি দিয়ে বোনা তাদের জন্য সহজ হয়, কেননা এতে রক্তপাত হয় না। কাজেই আমি তাদের প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের উপকারিতা এবং তা শরীর ও ত্বকের জন্য কতটা আরামদায়ক তা দেখানোর চেষ্টা করি। এই অগ্রগতি খুবই ধীর।”

“আমরা সবাই বাস্তুতন্ত্রের সেইসব সমস্যার দিকে নির্দেশ করছি যা আমাদের চোখের সামনে আছে। নর্থইস্টে আমাদের শুধুমাত্র একটি সুতো প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট রয়েছে এবং তা যথেষ্ট নয়। আমরা অন্যান্য রাজ্য থেকে সুতা আনতে অনেক সময় এবং অর্থ অপচয় করি, যা পণ্যগুলির দাম বাড়িয়ে দেয় এবং বাজারে প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে দেয়। এর পরে, খরচ কমানোর জন্য আমাআদের তাঁতিদের মজুরি কমাতে হয়, যা ন্যায্য নয়। আমরা তাদের বাজারের জন্য বৃহত্তর উৎপাদনের দিকে ঠেলে দিচ্ছি, যা স্বাস্থ্যের সমস্যা তৈরি করে এবং জীবনের মান খারাপ করে দেয়। আমরা দেখেছি যে এটি একটি চেইন রিঅ্যাকশন। কাজেই, প্রাথমিক ধারণাটি হল বাস্তুতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে একটি টেকসই গ্রাম অর্থনীতি গড়ে তোলা, যেমন আমাদের আগে ছিল। অতীতে, সুতা স্থানীয়ভাবে ফলানো, কাটা এবং রং করা হত, যা একটি সেলফ-সাসটেনিং ইকোসিস্টেম তৈরি করত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে নানা নীতির কারণে এর অবনতি হয়েছে। এখন, আমাদের শক্তিশালী বাস্তুতন্ত্র তৈরি করায় ফিরে আসতে হবে।"

গ্রাহক সচেতনতার গুরুত্ব

“আমাদের অবশ্যই একটি ভূমিকা রয়েছে। বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে আমাদের ওপরেও প্রভাব পড়েছে। সুতোর দাম বাড়লে তা সরাসরিভাবে আমাদের জন্য কাপড়ের দামকে প্রভাবিত করে এবং তারপরে আমাদের গ্রাহকদের বোঝানো আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রশ্ন করেন যে গত কালেকশনের তুলনায় আমাদের দাম 20-30-40% কেন বেড়ে গেছে।”

“আমি এমন একটি সুযোগ পেয়েছিলাম যেখানে একটি বড় ব্র্যান্ড আমার কিছু হাতে বোনা জিনিস আমার থেকে নেয়। কিন্তু, বড় ব্র্যান্ডগুলির একটি স্ক্যানিং পদ্ধতি আছে, যেখানে ড্রপআউট থাকা হাতে বোনা জিনিস বাতিল হয়ে যায়। হস্তনির্মিত জিনিসের এটি খুবই স্বাভাবিক একটি বৈশিষ্ট্য। কাজেই, আমার বেশিরভাগ শাড়িই এই কারণে বাতিল হয়ে যায়। এটি খুবই হতাশাজনক যে এই বড় বড় ফ্যাশন হাউজগুলি হ্যান্ডলুম আসলে কি তা না বুঝেই এটির প্রচার করে।”

“আমাদের পণ্যগুলি প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে তৈরি এবং আমাদের কাঠ, প্লাস্টিক বা সেরামিক দিয়ে তৈরি জিনিসের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়। আপনারা জানেনই যে প্রাকৃতিক তন্তুর ক্ষেত্রে বেশি যত্ন ও আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশত আমার গ্রাহকেরা তা ঠিক বোঝেন না। তারা বোঝেন না যে এই পণ্যগুলি প্লাস্টিকের তৈরি নয় এবং অতিরিক্ত যত্ন সহকারে রাখতে হবে, খুব মারাত্মক না হলেও অন্তত পক্ষে যাতে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে ছাতা পড়ার মতো সমস্যা না দেখা দেয়।”

পাওয়ারলুম ও হ্যান্ডলুম (যন্ত্রচালিত তাঁত ও হস্তচালিত তাঁত)

“সম্প্রতি, আসামের CMO থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে আমাদের পাওয়ারলুম গামোছা বন্ধ করে হ্যান্ডলুম সংস্করণটি তুলে ধরতে হবে। কিন্তু, আমার নিজের বাড়িতে, মা 50-60 খানা গামোছা কেনেন। আমি বাড়ি ফিরলেই তিনি আমাকে বলেন কয়েকটি নিয়ে আসতে। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে সবথেকে সস্তা হ্যান্ডলুম গামোছার দাম 250 টাকা, কিন্তু তিনি দাবি করেন যে শহরে তা 100 টাকাতেই পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে তিনিও হ্যান্ডলুম ও পাওয়ারলুমের পার্থক্য বোঝেন না, এবং আমার ধারণা আমাদের 90% ভোক্তার ক্ষেত্রেও তাই সত্যি। গ্রাহকদের হ্যান্ডলুম সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। কেবলমাত্র তারপরেই আমরা গ্রাহকের অভাব ও ব্র্যান্ডিং জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারব। সাধারণ লকজন সস্তা ও ও ঠিকঠাক মানের গামোছার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা সস্তা জিনিসটি কেনে।

“এটা আমাদের গোটা দেশ জুড়ে ঘটছে, এবং এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে হঠাৎ করে পাওয়ার লুম বন্ধ করে দেওয়া সমাধান হতে পারে না, কেননা অনেক মানুষ সেই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন। পাওয়ার লুমে কাজ করা তাঁতিদের সাথে কথা বলার সময়ে তারা তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের ভয় এটাই যে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তাদের খাবার জোটানোর অসুবিধা হবে এবং লোকজন অন্যান্য দেশ থেকে সস্তায় আমদানি করা পণ্যের দিকে ঝুঁকবে। এটির মোকাবেলা করার উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। হাতে চালানো তাঁত এবং পাওয়ার লুমের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আপনার বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ – তার পরে আপনি যা চান ভোগ করুন। ভোক্তাদের বাছাই করার অধিকার থাকা উচিত, কিন্তু তারা যেন তাদের পছন্দের পরিণাম বোঝেন। পাঁচটি সস্তা পণ্য কেনার পরিবর্তে তারা একটি উচ্চমানের হ্যান্ডলুম জিনিস কেনার কথা বিবেচনা করতে পারে। আজকে এরকম না ঘটার একটি কারণ ভোগবাদ”

“বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী বলা একটি জিনিস আমাকে নাড়া দেয়। তিনি বলেন সেই সব ব্যক্তিদের কাছে হ্যান্ডলুমের চাহিদা তৈরি করা প্রয়োজন যারা হাতে তৈরি জিনিসের কদর করে এবং পাওয়ারলুমকে জনগণের চাহিদা পূরণ করতে পারে। আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা হল আমরা হাতে বানানো পণ্যগুলি বাজারের নিচের দিকের শ্রেণির কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছি, যার ফলে সমস্যা হচ্ছে। সারা পৃথিবীর হাতে বোনা টেক্সটাইলের 95% ভারত উৎপাদন করে, কিন্তু আমরা সেই পুরো বাজারটিএক ধরতে পারিনি। আমরা প্রধানত কার্পেট রপ্তানি করি। বিদেশে এমন একটি বিশাল বাজার রয়েছে যেখানে লোকেরা হাতে বোনা টেক্সটাইল বোঝে, প্রশংসা করে এবং মূল্য দেয়, কিন্তু সেটির কাছে পৌঁছনোর চেষ্টাই করা হয়নি। বিগত 10 বছরে, র ম্যাঙ্গো জাতীয় হ্যান্ডলুম ব্র্যান্ডগুলির 100% বৃদ্ধি হয়েছে, কারণ তারা ডিজাইনের উপর মনোযোগ দিয়েছে, সঠিক বাজারে পৌঁছেছে এবং তাঁতিদের যাতে উপকার হয় সেইজন্য তাদের পণ্যের সেই মতো যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করেছে। হ্যান্ডলুম ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য ডিজাইন সংক্রান্ত হস্তক্ষেপ এবং কার্যকর বাজার সংযোগ অপরিহার্য।”

“বয়নশিল্পী বা তাঁতিদের গল্প বলা খুব ভালো মার্কেটিং কৌশল। কীভাবে পণ্য তৈরি হয় এবং এতে কতটা পরিশ্রম হয়, মানুষ তা বুঝতে পারবে। তাদের প্রচেষ্টা দেখে তারা বুঝতে পারবে যে এটি কেন এত মূল্যবান। আমি জোর দিয়ে এও বলতে চাই যে আমরা শিল্পায়নের বিরোধী নই। হ্যান্ডলুমের সাথে এটিকে সহাবস্থান করতে হবে। আমরা কেন কিনছি এবং কী কিনছি সে সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। পাওয়ারলুম এবং হ্যান্ডলুম একসাথে থাকতেই পারে এবং তা আমাদের মেনে নিতে হবে। শিল্পায়নের বিরোধিতা করা এবং হ্যান্ডলুম ছাড়া সবকিছু খারিজ করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে উভয়ই একসাথে থাকতে পারে।”

“আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে সমস্ত হ্যান্ডলুমই পরিবেশ বান্ধব নয়। আমাদের পাওয়ার লুমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ঠিকই, তার পাশাপাশি এও নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের হ্যান্ডলুম অনুশীলনগুলি যেন পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল হয়। এটি হস্তচালিত তাঁত বলেই এটি নিজে নিজেই পরিবেশ বান্ধব, তা ঠিক নয়। ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং পরিবেশের উপর প্রভাবগুলি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমরা কি অ্যাকরেলিক এবং রাসায়নিক রং ব্যবহার করছি যা বর্জ্য উৎপাদন করে এবং মাটির অবক্ষয় ঘটায়? শুধুমাত্র পাওয়ারলুম এবং হ্যান্ডলুমের মধ্যে বেছে না নিয়ে বরঞ্চ আমাদের এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে হবে।

দ্রুত উৎপাদন বনাম ধীর উৎপাদন

"আমি এই আলোচনাগুলি বেশিরভাগ সময়েই ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকদের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে সবকিছু চালনা করা যায় তা নিয়েই কথা বলে। কিন্তু, আমাদের সামনে এসে দাঁড়ানো অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো দ্রুত বা ফাস্ট ফ্যাশনের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। ফাস্ট ফ্যাশনের মালিকদের আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে, কেননা ফাস্ট ফ্যাশনের মাত্রাহীন উৎপাদন এবং মুনাফা সন্ধানী প্রকৃতির দিকে মনোযোগ না দিলে আমরা কীভাবে উৎপাদন করা হয়, তা বাড়ানো বা কমানো, বা কোন উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করা উচিত, তা আমরা সত্যি সত্যি প্রভাবিত করতে পারব না। তারাই আমাদের উৎপাদনের সময়সীমা এবং অনুশীলনের মাপকাঠি ঠিক করে দেয় এবং শুধুমাত্র সচেতন এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়ীদের উপর মনোনিবেশ করাই যথেষ্ট নয়। উৎপাদনের সব খাতেই দায়িত্ববোধ থাকতে হবে।”

টেকসইতা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার এবং মানদণ্ড তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা

“আমি বুঝতে চাই যে কোন কোন জিনিসের ভিত্তিতে কোনো ব্র্যান্ডকে স্লো ফ্যাশন ব্র্যান্ড বা টেকসই ব্র্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।”

“এই সবকটি ধাপ, খামার থেকে তন্তু থেকে কাপড়, তারপরে সেগুলি রং করার পদ্ধতি... মানে, এটিতে এত কিছু জড়িত যে আমার মনে হয় আমাদের একটি গ্রিন ইন্ডেক্স (সবুজ সূচক) জাতীয় কিছু তৈরি করা উচিত যাতে একদম শেষে পোশাকটি কতটা টেকসই তা নির্ধারণ করা যায়। এটি এতগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যে আমি যে পোশাকটি পরে আছি তা, ধরুন 30% পরিবেশ-বান্ধব কি না তা মূল্যায়ন করার জন্যও অনেকটা সময় লাগবে, কেননা দেখতে হবে তার তন্তুগুলি কীভাবে ফলানো হয়েছে, কীভাবে কাপড়টি তৈরি করা হয়েছে এবং আরো নানা কিছু।”

শিক্ষা

"কীভাবে আমরা এটি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি? তরুণ প্রজন্মকে আরও সচেতন করতে, এ নিয়ে কথোপকথন বাড়াতে, তাদের মনে এই ঐতিহ্যের প্রতি কদর বাড়াতে পারি? এই যে বলা হয় যে কারুশিল্পী পরিবারের তরুণ প্রজন্ম শিক্ষার কারণে এই কাজ দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু আমি মনে করি যে এটি একটি বড় সুবিধার বিষয় হতে পারে, কারণ আমি যদি শিক্ষার্থী হিসাবে তাদের মতো তরুণ শিক্ষার্থীদের পাই যারা সেইসব তরুণ শিক্ষিত লোকদের সাথে কাজ করবে যারা কারুশিল্পী পরিবার থেকে আসেন, তাহলে আমার মতে এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে, কারণ তারা দুজনে সেই কারুশিল্পটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে অনুধাবন করবেন এবং দেখবেন, যা হয়ত পুরোপুরি চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, তবে কীভাবে তা ঐতিহ্য এবং আধুনিকতাকে একজায়গায় নিয়ে আসতে পারে তা দেখা।"

"কারুশিল্প এবং স্লো ফ্যাশনের মধ্যেও সংযোগ আছে এবং যে বুঝতে পারছেন যে তার মধ্যে কিছু আছে, তবে আমরা ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ দিকগুলি ছুঁতে পেরেছি, কিন্তু এখনো সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছইনি। আমি মনে করি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ। আরেকটি বিষয়, ট্রেড-অফ, যা নিয়ে আমরা কথা বলেছি, সেটিও খুবই আকর্ষণীয়। আমি মনে করি না যে কোন কিছুই 100% টেকসই বা শতভাগ সেরা। এই বিষয়গুলির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কেননা আপনি যাই করুন না কেন, পরিবেশের কিছু ক্ষতি হবেই। এর প্রভাব পড়বে এগুলি তৈরি করা কারুশিল্পীদের ওপরে। তাই এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেরা বিকল্পটি কী হতে পারে তা আমাদের বুঝতে হবে, তা গ্রহণ করতে হবে এবং আমি মনে করি না যে সবকটি দিকই ছুঁতে পারা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, বরঞ্চ সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করতে পারা এবং আরো বেশি প্রভাব ফেলতে পারা। আমি মনে করি এটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই কারণেই এরকম বেশিরভাগ ব্র্যান্ডগুলিই কাজ করছে, এবং তারা সফল হচ্ছে, কিন্তু তারা 100% পরিবেশ বান্ধব নয় বা তাদের মজুরি সাধারণ বা ডিজাইন দুর্দান্ত। আমি মনে করি না যে একটির মধ্যে সবকিছু থাকা সম্ভব। আমাদের নিজেদের গল্পগুলি খুঁজে বের করতে হবে"

গল্প বলা ও সোশাল মিডিয়া

"ডি-ইনফ্লুয়েন্সিং বলে একটি ট্রেন্ড চলছে, যেখানে লোকজন ধীরগতির জীবনযাপন, মাইন্ডফুলনেসকে গ্রহণ করছে এবং তাদের শেকড়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। অনেক অসাধারণ গল্প বলার চ্যানেল আছে যেগুলি দেখা যেতে পারে। এটি শুধু বিক্রির বিষয় নয়, বরঞ্চ আমাদের পছন্দ এবং আমরা কীভাবে জামাকাপড় ভোগ করি সেই সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন হওয়া। আমি আশা করি যে পরবর্তী প্রজন্ম জামাকাপড় বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেবে, সহযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করবে, ভাগাভাগি করে পোশাক পরবে এবং উৎস সম্বন্ধে সচেতন হবেন। তারা যদি দিনের বিশেষ পোশাক হিসাবে নৈতিক পোশাক খোঁজেন, কারুশিল্পের কাছেই তার চাবিকাঠি থাকতে পারে, কারণ এর পণ্যগুলি অনন্য। টেকসই ফ্যাশন ভবিষ্যতের জন্য এই আখ্যানটির ফাঁকগুলি পূরণ করা আবশ্যক।"

ভারি বিনিয়োগ ছাড়াই ব্র্যান্ড পরিচয় তৈরি করার জন্য সোশাল মিডিয়া একসময় খুবই মূল্যবান পন্থা ছিল, কিন্তু অ্যালগরিদমের পরিবর্তনের কারণে সেটিও হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফলে আমাদের সৃজনশীলতা ও লোকজনের কাছে পৌঁছনোর ক্ষমতা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। দর্শকদের কাছে পৌঁছনোর জন্য আমাদের একটি বিশেষ ধরনের কনটেন্ট তৈরি করতে হচ্ছে এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই তা পারছে না, এবং সে ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও চলে আসে। নিউরো ডাইভারজেন্সের কী হবে?

গ্রাহক ও ব্যবসাগুলির মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো

'সুতোর দাম বাড়লে তা সরাসরিভাবে আমাদের জন্য কাপড়ের দামকে প্রভাবিত করে এবং তারপরে আমাদের গ্রাহকদের বোঝানো আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রশ্ন করেন যে গত কালেকশনের তুলনায় আমাদের দাম 20-30-40% কেন বেড়ে গেছে।'

'আমি এমন একটি সুযোগ পেয়েছিলাম যেখানে একটি বড় ব্র্যান্ড আমার কিছু হাতে বোনা জিনিস আমার থেকে নেয়। কিন্তু, বড় ব্র্যান্ডগুলির একটি স্ক্যানিং পদ্ধতি আছে, যেখানে ড্রপআউট থাকা হাতে বোনা জিনিস বাতিল হয়ে যায়। হস্তনির্মিত জিনিসের এটি খুবই স্বাভাবিক একটি বৈশিষ্ট্য। কাজেই, আমার বেশিরভাগ শাড়িই এই কারণে বাতিল হয়ে যায়। এটি খুবই হতাশাজনক যে এই বড় বড় ফ্যাশন হাউজগুলি হ্যান্ডলুম আসলে কি তা না বুঝেই এটির প্রচার করে।"

'আমাদের পণ্যগুলি প্রাকৃতিক তন্তু দিয়ে তৈরি এবং আমাদের কাঠ, প্লাস্টিক বা সেরামিক দিয়ে তৈরি জিনিসের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়। আপনারা জানেনই যে প্রাকৃতিক তন্তুর ক্ষেত্রে বেশি যত্ন ও আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশত আমার গ্রাহকেরা তা ঠিক বোঝেন না। তারা বোঝেন না যে এই পণ্যগুলি প্লাস্টিকের তৈরি নয় এবং অতিরিক্ত যত্ন সহকারে রাখতে হবে, খুব মারাত্মক না হলেও অন্ততপক্ষে যাতে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে ছাতা পড়ার মতো সমস্যা না দেখা দেয়।"

'কারুশিল্পের ক্ষেত্রে, আমি সাধারণত যা করে থাকি, মানে আমরা তাত্ত্বিক আলোচনা করার সময় এত কিছু কথা বলি যা লোকজন বোঝে না। একবার প্রগতি ময়দানে গিয়ে আমার এক এরি-সিল্ক তাঁতির সাথে দেখা হয়। এরি শালটিকে দেখলে আপনাদের মনে হবে সেটি সুতি কাপড়ে তৈরি। সেগুলি দেখতে একটু খড়খড়ে সুতি কাপড়ের মতো। তো, সেই মহিলার অনেক স্টোল বিক্রি হচ্ছিল। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি এগুলো বিক্রি করতে পারেন?" তিনি আমাকে বলেন যে প্রথম প্রথম তিনি যখন মেলাগুলিতে যেতেন তখন তা খুবই কঠিন হচিল। তিনি জানতেন না কীভাবে বিক্রি করতে হয়, কেননা এগুলিতে চকচকে ব্যাপারটি না থাকায় কেউ বুঝতেই পারত না যে এটি সিল্ক। তারপরে তার মনে পড়ে যে তিনি তার ঠাকুমার বোনা একটি পুরনো ব্যবহারে জীর্ণ এরি শাল খুঁজে পেয়েছিলেন যাতে সেই চকচকে জেল্লা ছিল। তারপর থেকে তিনি সেটি সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং লোকজনদের দেখাতেন। এটি একটি খুবই বাস্তববাদী পদক্ষেপ, সেটি লোকজনকে দেখানোর ফলে লোকে সহজেই বুঝে যায় এবং তা কিনতে শুরু করে।'

#CraftingConnections

www.britishcouncil.in